রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতির জন্মলগ্ন

শৈলেন সিংহ

সমিতির জন্ম হয় ইং ১৯২৭ সাল মার্চ মাসে। তখন আমার বয়স ১৫/১৬, ছেলেবেলা থেকেই আমি রিকেটী এবং ফোঁড়া ও খোস্ প্যাঁচড়ায় সর্বদা কষ্ট পেতাম। ঠাকুর্দা ও কাকা ছিলেন ডাক্তার; দিনে ৩/৪টে ফোঁড়া অপারেসন্ করতেন, এর উপর আবার হয়েছিল উরুস্তম্ভ, সেটা অপারেসন্ করাবার পর ৭/৮ মাস খুব ভুগেছিলাম। তারপর প্লুরেসী হওয়াতে বুকে জল জমে, তুলার প্যাড বাঁধা থাকতো বুকে। এইভাবে ছোটবেলা থেকেই আমি নানারকম রোগে ভুগতে থাকি। এই রোগ যন্ত্রণা থেকে কি করে মুক্তি পাবো এবং শরীরের কিভাবে উন্নতিসাধন করবো, সদা সর্বদাই এই চিন্তাই আমার মনে জাগরূক থাকে। শরীরের এই অবস্থাতেই দল গঠনের প্রবল ইচ্ছা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। জামাইবাবুর কাছ থেকে একটা তিন নম্বরের ফুটবল কিনে ছোট একটা দল করে নিকটেই হাওয়া পুকুর মাঠে 'বয়েজ স্বরাজ ক্লাব' নামে খেলাধূলা আরম্ভ করি এবং কয়েক মাস ধরেই এই খেলা চলতে থাকে। আমাদের বাড়ীর দেওয়ালে একটা সাইন্ বোর্ড টানাই। আমার দাদা কিন্তু এসব পছন্দ করতেন না। তিনি বার দুই তিন এই বোর্ড তুলে উনুনে পুড়িয়ে দেন। আমার খুড়তুতো দাদা ৺রাসবিহারী সিংহ এই বোর্ড লিখে দিতেন। দাদাকে লুকিয়ে আমার খেলা চলতে থাকে, কেননা পড়াশুনার দিকে আমার বিশেষ ঝোঁক ছিল না, আর প্লুরেসী হওয়ার দরুন একটু বেশী বয়সেই আমাকে পড়াশুনা আরম্ভ করতে হয় এবং বিদ্যে গড়ায় ২ বছর ডাক্তারী পড়া পর্য্যন্ত। এই খেলা নিয়েই আমার সঙ্গীরা প্রায় আমাকে মারধোর করতো, আমার দুর্বলতার জন্য আমি কিছুই করতে পারতাম না। পরিশেষে একদিন আমাদেরই বাড়ীর সামনে আমাকে প্রচণ্ড মারধোর করে। আমি কিছুই করতে পারিনি, ছাদে উঠে ঢিল ছুঁড়তে থাকি। এই মারই আমাকে প্রেরণা দেয় এবং প্রতিজ্ঞা করি আমি এর প্রতিশোধ নোবই এবং পরবর্তী কালে শরীর গঠন ও শক্তি সঞ্চয় করে আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি। উল্লিখিত ঘটনার পরে সাহা পাড়ায় একটি জিম্‌ন্যাষ্টিক ক্লাবে ভর্ত্তি হই, সেখানে ডন্, বৈঠক ইত্যাদি অনুশীলন করতে থাকি, কিন্তু শারীরিক অক্ষমতার দরুন নিয়ম অনুযায়ী কিছু করতে পারতাম না। অন্য সভ্যেরা এই দেখে খুব হাসাহাসি করতো, খুব লজ্জা পেতাম। এই লজ্জা কাটাবার জন্য মাসখানেক বাদে আমাদেরই একটি ক্ষুদ্র জমিতে নিজে নিজেই ব্যায়াম করতে থাকি, পরে বাঁশের একটি প্যারালাল বার ও রীং ও ডন্‌কাঠ ক্রয় করি, দুই তিন মাসের মধ্যেই স্প্রীং ডাম্বেল, মুগুর ও চেষ্ট এক্সপ্যাণ্ডার ক্রয় করে পুরোদমে ব্যায়াম অভ্যাস করতে থাকি। এই সময় ৺মধুসূদন ঘোষকে মাঝে মাঝে এনে তাঁর কাছ হতে সঠিক প্রণালীগুলি শিক্ষা করতাম। যন্ত্রাদি কিনতে যা টাকা লাগতো তা বাবার দেরাজ থেকে অবলীলাক্রমে গ্রহণ করতাম। ইং ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার সঙ্গে যোগদান করলেন ৺সত্যরঞ্জন মিত্র, কালীপদ দাস, ৺তিনকড়ি বসু এবং ১৯২৮ সালে এলেন ৺মণিমোহন পাল, ৺চারুচন্দ্র সিংহ, শিবনারায়ণ দাস, শিবনারায়ণ নাইডু, রামবিলাস গুপ্ত, ৺মণিলাল ঘোষ। ৺মণিমোহন পাল হলেন সভাপতি, লেখক সম্পাদক, ৺সত্যরঞ্জন মিত্র গ্রাউণ্ড ম্যানেজার এবং শিবনারায়ণ দাস ট্রেনিং মাষ্টার এই ৪টী পদ এবং আমারই দেওয়া নামে রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতির পরিচালন কমিটি গঠিত হয়। এই বছর সভ্য সংখ্যা হয় ১৫ জন। ১৯২৯ সাল থেকে সভ্য সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ৺রামকৃষ্ণ ঘোষ সভাপতি, ৺বিজয় গোপাল সরকার সহঃ সভাপতি এবং শ্রী রামবিলাস গুপ্ত কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ও শ্রী গোপালকৃষ্ণ বসুমল্লিক, ৺প্রভাস মিত্র, শ্রী সৌরেন সিংহ, রবীশ্বর দাস প্রভৃতি যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে সমিতি ভারোত্তোলন, ডন্, মগুর প্রভৃতি প্রতিযোগিতার সূচনা করে। পূর্ববর্ণিত রোগগুলি থেকে মুক্তি পেয়ে এবং শরীর গঠন ও শক্তি সঞ্চয়ে এতই সাফল্য লাভ করেছিলাম যে পল্লীবাসীর অনেক তরুণকেই শরীর সাধনায় আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ১৯৩১/৩২ সালে শ্রী রবীন্দ্রনাথ সিংহ, বিমল চন্দ্র সিংহ, ৺রাসবিহারী সিংহ, শ্রী সুনীল সরকার, ৺জ্যোতিরীন্দ্র মোহন সিংহ এবং আরও অনেকে আমার সহিত ব্যায়ামে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে ৺রাসবিহারী সিংহ কর্তৃক সমিতিতে সার্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ইতিহাস সমিতির ক্রমবিকাশের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। *(পুনর্মুদ্রিত)*

রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতির ক্রমবিকাশ

শ্রী গৌতম সিংহ
সভাপতি, রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতি

১৯২৭

আজ থেকে ৭৫ বছর আগে যে সময়টা ছিল আর ছিল যে পরিস্থিতি তার পট পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই, তবু আজও যেমন মানুষ স্বপ্ন দেখে সে যুগেও সে তেমনই স্বপ্ন দেখতো। সে স্বপ্ন ছিল আদর্শ ভিত্তিক, আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়াসে সংগ্রামী শক্তিরও অভাব ছিল না তার মধ্যে। এই মানুষেরই একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও গতিবেগ অসংখ্য দুরতিক্রম্য বাধা বিঘ্নকে নিশ্চিত করে কত শত আপাত অসম্ভব ধারণা ও বিশ্বাসকে মূর্ত্ত করে তুলেছে অতীতে, তার সংখ্যাবিহীন দৃষ্টান্ত আমাদের মানস পটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিশেষতঃ তখন এমন এক যুগ ছিল যখন নিরলস কর্ম ও শক্তি-সাধনার আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে দেশের যুব সমাজ চেয়েছিল এমন একদল মানুষ গড়ে তুলতে যারা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে বিদেশী শাসক শ্রেণীর দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে জন্মভূমিকে মুক্ত করতে সমর্থ হবে।

ঁশৈলেন সিংহ ছিলেন এমন এক স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও উদ্যমী কিশোর যিনি ঐ একই আদর্শের প্রেরণায় স্বপ্ন দেখেছিলেন এমনই একটি সংগঠনের যা কালক্রমে জাতির গঠন কার্যে ও সেবায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারবে এবং তারই ফলশ্রুতি —শ্রীসিংহ কর্তৃক কিশোর বয়সেই ঁঅতুল কৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের প্রসন্নকুমার দত্ত লেনস্থ এক খন্ড জমিতে বর্ত্তমান সমিতির গোড়াপত্তন বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা, —যা সাম্প্রতিককালে সমগ্র পশ্চিমবাংলায় এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম আদর্শ স্থানীয় সংগঠন হিসাবে পরিগণিত। একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, বর্ত্তমান রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতি সর্ব্বাঙ্গে শ্রীশৈলেন সিংহেরই আদর্শ অনুপ্রাণিত নিরলস কর্ম্মনিষ্ঠার স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর এই প্রশংসার্হ প্রচেষ্টায় তাঁর তদানীন্তন দুই অন্তরঙ্গ সাথী ঁমধুসূদন ঘোষ এবং ঁসত্যরঞ্জন মিত্রের সাহায্য ও ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯২৮

আরো কয়েকজন কিশোর সমিতিতে যোগদান করে এর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু নিদারুণ অর্থাভাবে সমিতির আশু প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের উপকরণ সংগ্রহের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তথাপি ঐ কিশোর তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে পিতৃ প্রদত্ত দৈনিক জলযোগের জন্য সামান্য অর্থ হতে ক্লেশ স্বীকার করেও সাধ্যমত সঞ্চয় করতেন শুধু বর্ত্তমানের কম্পমান ক্ষীণ দীপশিখাটিকে ভবিষ্যতের পূত নির্ব্বাত হোমাগ্নিতে রূপায়িত করার শুভ প্রয়াসে, তাঁর সেই নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপেই তিনি সংগ্রহ করলেন ছোট একটি বারবেল, সাধারণ একটি ডনবার ও একটি চেষ্ট একস্প্যান্ডার। এই বৎসরই সমিতির প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথম সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হন ঁমণিমোহন পাল ও প্রথম কর্ম্মসচিব শ্রীশৈলেন সিহ। শ্রী সৌরিন্দ্র মোহন সিংহ, শ্রীজ্যোতিরীন্দ্র মোহন সিংহ, শিবনারায়ণ নাইডু, রামবিলাস গুপ্ত প্রমুখ বেশ কয়েকজন সদস্য এই প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

১৯২৯

সম্মুখে যাদের আদর্শের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, আলোই তাদের পথ প্রদর্শন করে, এই কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়েও ঐ কিশোর গোষ্ঠী এতটুকু নিরুদ্যম না হয়ে সমিতির অস্তিত্ব রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প ছিলেন এবং সমিতির প্রতিষ্ঠাতার অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর সহিষ্ণুতা তৎকালীন সভ্যদের অনুপ্রাণিত করেছে। এদের কর্ম্মপ্রেরণায় আকৃষ্ট হয়ে সর্ব্বশ্রী

বসন্ত কুমার মিত্র, তিনকড়ি বসুমল্লিক, রামপ্রসাদ গুপ্ত, রামবিলাস গুপ্ত, মনীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ আরও কয়েকজন কিশোর সমিতিতে যোগ দিলেন এবং সমিতির সভ্য সংখ্যা হল তখন ১৫।

১৯৩০

সমিতির সভ্যদের উদ্যম ও শুভ প্রচেষ্টা এই সময় পল্লীর কয়েকজন রুচিসম্পন্ন ও সহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁহাদের সহায়তায় ব্যায়ামানুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভব হয়। সভ্য সংখ্যা এই সময় ২৫। সমিতি এই বৎসর হাওড়া জেলা ভারোত্তোলন, মুগুর ও ডন প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে এবং সমিতির সভ্যরা প্রতি বিভাগেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। ৺গোপাল কৃষ্ণ বসুমল্লিক, ৺সত্যরঞ্জন মিত্র ও শিবনারায়ণ দাস ভারোত্তোলন ও নানাবিধ ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনে সুনাম অর্জ্জন করেন। শরীর চর্চ্চা ও সমাজসেবা তথা মানসিক বিকাশ সাধন একই সাথে চলতে থাকে। এই বৎসর হতেই সমিতি রামকৃষ্ণপুর লাইব্রেরী ও ফ্রেন্ডস সেঞ্চুরী ক্লাবের (অধুনা রামকৃষ্ণপুর সংসদ) সহিত যুক্তভাবে প্রতি রবিবার পল্লীবাসীদের কাছ হতে চাল ও অর্থ সংগ্রহ করে নিয়মিত ভাবে কয়েকটি দুঃস্থ পরিবারের ভরণ পোষণের সাহায্য করতে আরম্ভ করে। সমিতির সরস্বতী পূজা এই বৎসর হতেই শুরু হয় এবং অদ্যাবধি তাহা সাড়ম্বরে সম্পন্ন হচ্ছে।

১৯৩১

এই বৎসর সমিতির পরিচালনায় "বেঙ্গল এমেচার ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা" অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলার বিভিন্ন স্থান হতে প্রতিযোগিগণ যোগ দেন, লাঠি ও বক্সিং খেলায় সমিতির দুইজন সভ্য ৺সুরেশ চন্দ্র রায় ও ৺বিভূতি ভূষণ দত্ত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে সমিতির গৌরব বর্দ্ধন করেন। শারীরিক ও মানসিক বিকাশ যে পরস্পরের পরিপন্থী নয় তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ সমিতির সভ্যরা কিশোর সভ্য শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় আপন হাতের লেখা ও রেখায় রূপায়িত করে প্রকাশ করলেন একটি বার্ষিকী — "মিলন সাথী"।

শিবপুর গোলাপ বাগান ক্লাব কর্ত্তৃক আয়োজিত হাওড়া ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় এই বৎসর শ্রীগোপাল কৃষ্ণ বসুমল্লিক, ৺প্রভাস কুমার মিত্র ও শ্রীশৈলেন সিংহ নিজ নিজ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯৩২

"বেঙ্গল এমেচার ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা নাম পরিবর্ত্তন করে নিখিল বঙ্গ ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা" — নামকরন হয় এবং এই প্রতিযোগিতায় শ্রীশৈলেন সিংহ, শ্রীগোপাল কৃষ্ণ বসুমল্লিক, ৺প্রভাস কুমার মিত্র, সত্যরঞ্জন মিত্র প্রমুখ ৫-৬ জন সভা প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত নিখিল বঙ্গ আন্তঃ ক্লাব মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সমিতির ৺বিভূতি দত্ত ও আরও কয়েকজন সদস্য বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করেন। এই বৎসরই হাওড়া ফেডারেশন অফ এসোসিয়েশনস্ প্রতিষ্ঠিত হয় যার অন্যতম উদ্যোক্তা এই সমিতির শ্রীশৈলেন সিংহ।

মানসিক বিকাশ সাধনের পটভূমিকায় এই বছরে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমিতির অন্যান্য বিভাগের সহিত ক্ষুদ্রাকারে একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের সংযোজন। এই গ্রন্থাগারটি প্রথমে ছোট একটি পারিবারিক সংগঠন হিসাবে স্থাপন করেন সমিতিরই এক কিশোর সভ্য শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহ। পারিবারিক সংগ্রহ, পুরস্কার প্রাপ্ত অথবা উপহারলব্ধ কিছু সংখ্যক বই দিয়ে এই গ্রন্থাগারটির গোড়াপত্তন হয়, পরে শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহের উদ্যম ও আগ্রহাতিশয্যে এই গ্রন্থাগারটি সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরে সমিতিরই একটি বিভাগরূপে পরিগণিত হয়। পরবর্ত্তীকালে সমিতির আর এক কিশোর সভ্য রথীন্দ্রনাথ মিত্রের ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এই গ্রন্থাগারটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

১৯৩৩

নিখিল বঙ্গ ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সমিতির শ্রীগোপাল কৃষ্ণ বসুমল্লিক ও ৺প্রভাস মিত্র প্রমুখ কয়েকজন

সভ্য বিভিন্ন বিভাগে শীর্ষস্থান অধিকার করায় সমিতির সুনাম বাংলার নানা স্থানে প্রচারিত হয়। এই সময় হতে ব্যায়াম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বহু যন্ত্রাদি ক্রয় করা সম্ভব হয় এবং নানাবিধ ব্যায়াম কৌশল, সামরিক কুচকাওয়াজ ও সামরিক বাদ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীসুনীল কুমার সরকারের নেতৃত্বে হাওড়া বেলিলীয়াস পার্কে বাংলা নববর্ষ উৎসবে বিভিন্ন সংস্থা কর্ত্তৃক কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ৺হেমন্ত কুমার বসু জি.ও.সি. হন।

১৯৩৪

সমিতির ক্রমবর্দ্ধমান কার্যক্রমের জন্য স্বল্পপরিসর জমিতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এক ঘেঁষের মাঠে সমিতির ক্রিয়াকর্ম্ম স্থানান্তরিত হয় এবং জিনিষপত্র যথাযথ রক্ষণের জন্য একটি ক্ষুদ্র ঘরও ভাড়া করা হয়। সমিতির সভ্য সংখ্যা এখন ৮০তে দাঁড়ায়। এই বৎসর কলিকাতা সরস্বতী সমিতির শিক্ষক ৺রাধানাথ চন্দ্র ও গৌরহরি বসু সমিতির সভ্যগণকে সামরিক কুচকাওয়াজ ও কৃত্রিম যুদ্ধ কৌশল প্রশিক্ষণের ভার গ্রহণ করেন এবং এই সময় হতে বাংলাদেশের নানা স্থান হতে ক্রীড়া ও ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ আসতে থাকে। বৎসরের প্রারম্ভেই সমিতির সামরিক বাদ্য বিভাগ গঠিত হয় এখন যা সমগ্র হাওড়া জেলার গর্ব্বের বস্তু। কলিকাতা সিমলা ব্যায়াম সমিতি এবং শিবপুর রিজার্ভ ফোর্সের নিকট সভ্যরা নিয়মিত ভাবে সামরিক বাদ্যের প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

এই বৎসরটি সমিতির ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে কারণ সমিতির সর্ব্বপ্রথম ৺দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় এই বৎসরেই। যে সময়ের কথা বলছি তখন আমাদের পল্লীতে দু'একটি অবস্থাপন্ন পরিবারের গৃহে পারিবারিক দুর্গাপূজা ছাড়া এখনকার মত সর্ব্বজনীন পূজার প্রচলন ছিলন না। কলকাতাতেও নগন্য সংখ্যক সমিতির উদ্যোগে বারোয়ারী বা সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হত। সাধারণভাবে সকল স্তরের পল্লীবাসীর কয়েকজনের কথা চিন্তা ক'রে ... পূজার মাত্র দশদিন আগে প্রায় আকস্মিক ভাবেই সভ্যদের মনে ৺দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের অভিপ্রায় জাগে। যথা ইচ্ছা তথা পথ। অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অল্প সময়ের মধ্যেই ৪৮০ টাকার মত চাঁদা তোলা হয় এবং দরিদ্রসেবা, যাত্রাভিনয় ইত্যাদি সহযোগে প্রসন্নকুমার দত্ত লেনস্থিত শ্রীঅনাথ সরকারের জমিতে সাড়ম্বরে ৺পূজা পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই কৃতিত্বের মূলে যাঁদের বিশেষ অবদান ছিল, তাঁরা হলেন ৺রাসবিহারী সিংহ, সর্ব্বশ্রী শৈলেন সিংহ, শঙ্কর মিত্র, পঙ্কজ ঘোষ, ভোলানাথ ঘোষ, পূর্ণ চ্যাটার্জী, শিবনারায়ণ নাইডু, গোপাল বসুমল্লিক, ৺রমেশ মুখার্জী, ৺সত্যরঞ্জন মিত্র, ৺পঞ্চানন মুখার্জ্জী, ৺প্রভাস মিত্র, ৺বিভূতি ভূষণ দত্ত প্রভৃতি সভ্যবৃন্দ। পূজা উপসমিতির প্রথম সভাপতি ৺হেমচন্দ্র দত্তসভ্যদের উৎসাহিত করেছিলেন এবং প্রথম পূজা সচিব ৺রাসবিহারী সিংহ তাঁর বিচক্ষণ কর্ম্মদক্ষতায় পূজাকে সাফল্যমন্ডিত করতে পেরেছিলেন। শক্তি ও স্বাস্থ্য চর্চ্চায় সভ্যগণ মূলতঃ নিযুক্ত ছিল বলেই প্রথম কয়েক বছর আমরা 'সার্ব্বজনীন শক্তিপূজা' এই নামেই ৺মহামায়ার আরাধনায় ব্রতী হই। পরবর্ত্তীকালে এই নাম ৺সার্ব্বজনীন পূজা'য় পরিবর্ত্তিত হয়।

১৯৩৫

সমিতির ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অন্যান্য কার্য্যাবলী প্রসারিত হওয়ায় সমিতির কার্য্যালয় পূর্ব্বোক্ত ঘর হইতে ৺মধুসূদন ঘোষের বাড়ীর দুইখানা ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময়েই ৺বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় সমিতির সভ্যদের ব্যাগ পাইপ বাদ্যশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়।

এই বৎসর ডাঃ সুধীর সরকারের ব্যবস্থাপনায় হাওড়া মাজুতে মাজু হাইস্কুলের রজত জয়ন্তী উৎসবে শ্রীসুনীল সরকারের পরিচালনায় সমিতির ব্যান্ডপার্টি আমন্ত্রিত হয়। এই অনুষ্ঠানে হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন।

১৯৩৬

সভ্যগণ লাঠি, ছুরি, বক্সিং প্রভৃতি খেলায় পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিজেদের

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। লাঠি ও ছুরি খেলায় ঁধরণীধর চ্যাটার্জ্জী ও বক্সিং খেলায় ঁগোরাচাঁদ দত্ত সভ্যদের শিক্ষাদান করেন। সভ্য সংখ্যা এই বৎসর একশতের উপর পৌঁছায়। এই বছরে রাজগঞ্জে ঁপ্রাণকৃষ্ণ পালের বাড়ীর সামাজিক সম্মেলনে সমিতির ব্যান্ডপার্টি আমন্ত্রিত হয়।

১৯৩৭

এই বৎসর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশৈলেন সিংহ স্কাউট মাষ্টার, সেন্ট জনস্ এম্বুলেন্স ও ওয়াই.এম.সি.এ. ট্রেনিং-এ সাফল্য অর্জ্জন করেন। বাংলার প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে সমিতির প্রথম শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় এই বৎসর। ৪৬ জন সভ্য যোগদান করে শিবিরের দিনগুলি আনন্দোজ্জল করে তোলেন। স্থানীয় অধিবাসীগণ সভ্যদের প্রদর্শিত লাঠি, ছোরা ও অন্যান্য ক্রীড়া কৌশল দেখে খুবই চমৎকৃত হন। শ্রীগোপাল কৃষ্ণ বসুমল্লিকের দাঁত দিয়ে লোহার পাটি বেঁকানো দেখে দর্শকবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হন।

প্রশস্ত ক্রীড়া প্রাঙ্গনের অভাবে এই সময় হতে ঁনবগোপল ঘোষের ৮১ নং রমাকৃষ্ণপুর লেনস্থ প্রাঙ্গণে সভ্যদের খেলাধূলার ব্যবস্থা হয় এবং সভ্যদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারের জন্য নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রচলন করা হয়।

১৯৩৮

হাওড়া, কলিকাতা ও মফস্বলের বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হয়ে সমিতির সভ্যগণ সামরিক কুচকাওয়াজ, শারীরিক কসরৎ ও নানাপ্রকার ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করে জন সাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করে। সমিতির ব্রতচারী বিভাগ এই বৎসর খোলা হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়।

এই সময় কলিকাতা ন্যাশানাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউটের পুনর্মিলন উৎসবে সমিতির সামরিক বাদ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে মুগ্ধ করে এবং সমিতি তাঁর আশীষ ধন্য হওয়ার গৌরব লাভ করে।

এই বৎসর সমিতির বাৎসরিক শিবির সাঁইথিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় এবং শান্তিনিকেতন পরিদর্শন কালে সমিতির সভ্যগণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করে। সভ্য সংখ্যা এই বৎসর দেড়শতের উপর পৌঁছয়।

এই বৎসরেই শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহের উদ্যোগে স্থানীয় দুঃস্থ ছাত্রদের একটি সান্ধ্য শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কমূলক সাপ্তাহিক আলোচনা চক্রেরও আয়াজন করা হয়। এই উভয় প্রচেষ্টায় সর্ব্বশ্রী সৌরেন্দ্র মোহন সিংহ, বিমল চন্দ্র সিংহ ও সুনীল কুমার সরকার সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

১৯৩৯

এই বৎসর সর্ব্বশ্রীভবেশচন্দ্র মিত্র, শিবশঙ্কর মিত্র, বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী, গৌরী চৌধুরী ও ধীরেন চৌধুরী প্রভৃতি সভ্যগণের অক্লান্ত চেষ্টায় সমিতির কুস্তি বিভাগের উদ্বোধন হয় এবং ২০/২৫ জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করতে থাকে।

সমিতির সভ্য ঁগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক হাওড়া জেলা ভারোত্তোলন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অদ্যাবধি এই সংস্থা ইহার কার্য্যাবলী অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করিতেছে।

১৯৪০

ক্রমবর্দ্ধমান সভ্য সংখ্যা এবং তদ্‌জনিত স্থানাভাব হেতু সমিতির ব্যায়াম বিভাগও ঁসুরেশচন্দ্র ঘোষ, ঁশ্যামসুন্দর ঘোষ ও ঁরামকৃষ্ণ ঘোষের ঐ ৮১ নং রামকৃষ্ণপুর লেনস্থ জমিতেই স্থানান্তরিত হয়।

এই বৎসর সর্ব্বশ্রী গোপাল গোবিন্দ খাঁড়া, ভবেশচন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ পাইন, শিবশঙ্কর মিত্র, ঁপাঁচকড়ি মুখার্জ্জী প্রভৃতি সভ্যগণ হাওড়া জেলা ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন এবং আমাদের সমিতি দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়।

শ্রীগোকুল চন্দ্র সরকারের পরিচালনায় সমিতির স্বেচ্ছাসেবক দল কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগ দেয় এবং তাঁরই নেতৃত্বে সমিতির সামরিক বাদকদল নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের রামগড় অধিবেশনে যোগদান করে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

১৯৪১

ড্রিল, কুচকাওয়াজ, ব্যায়াম প্রভৃতি ছাড়াও এক শ্রেণীর সভ্যগণের খেলাধূলার উৎসাহ দেখা দেয় এবং শ্রীসুবিমল দে সরকার কর্তৃক ভলিবল খেলার প্রবর্ত্তন করা হয়। এই খেলায় আমাদের সমিতি হাওড়া জেলায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে।

সমিতির জিনিষপত্র রক্ষার্থে স্থানাভাবে আমরা ৺জীতেন্দ্রনাথ সরকারের একটি গৃহ ব্যবহার করিবার অনুমতি লাভ করি এবং কয়েক বৎসর কিছু কিছু জিনিষ ঐ গৃহে রাখা হয়।

১৯৪২

শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়া বেঙ্গল জুনিয়ার ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় নিজ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমিতির ক্রিয়াকলাপ কিছুটা ব্যাহত হয়। এই বৎসরেই শ্রীনিতাই মুখার্জ্জী ও শ্রী গৌরী শঙ্কর মুখার্জী হাওড়া জেলা ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেন।

১৯৪৩

সমিতির সভ্যগণ সর্ব্বশ্রীভবেশ চন্দ্রমিত্র, শিবশঙ্কর মিত্র, শিবনাথ চ্যাটার্জী, অলোক মিত্র, সুবিমল দে সরকার, ললিত রঞ্জন সরকার, হরিমোহন ঘোষ প্রভৃতি ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, যুযুৎসু ও মুষ্টিযুদ্ধের কৌশলাদি প্রদর্শন করিয়া বিভিন্ন স্থানে সমিতির সুনাম বৃদ্ধি করেন। এই সময় হতে সমিতিতে নিয়মিত ফুটবল, বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন খেলার প্রচলন হয়। শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়া সিনিয়র বেঙ্গল ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সমিতির সভ্য সংখ্যা এখন ১৯০এ পৌঁছয়।

সমিতি পরিচালিত "সিন্‌হা পাঁচ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতা" এই বৎসর শুরু হয় এবং সমিতির বেশ কিছু সংখ্যক সভ্য সর্ব্বশ্রীভবেশ চন্দ্র মিত্র, ধীরেন সরকার, ললিত রঞ্জন সরকার, অর্জ্জুন চক্রবর্তী প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ষে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

এই বৎসর স্মরণীয় সেই ভয়াবহ বন্যায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত আর্ত্তজনের সেবায় সমিতির সভ্যগণের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিতরণের জন্য তাঁরা অক্লান্ত প্রয়াসে বদান্য ও সহৃদয় নরনারীর নিকট হতে অর্থ, খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্র পরিচ্ছদাদি সংগ্রহ করেন। সমিতির বিশিষ্টা হিতৈষিণী ৺অতুল কৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের পত্নী ৺অসমা সুন্দরী সিংহ এই সময় তদ্‌কালীন ৫০০ টাকা মূল্যের স্বর্ণলঙ্কার দান করে সমিতির বন্যা তহবিলের উদ্বোধন করেন।

১৯৪৪

সমিতি পরিচালিত নিখিল বঙ্গ ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার নাম পরিবর্ত্তন করে "পূর্ব্ব ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা" নামকরণ করা হয় এবং ভারতীয় ভারোত্তোলন সংস্থার সহিত রেজিষ্ট্রী করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 'ভারতীয় ভারোত্তোলন সংস্থা' (Indian Weightlifting Federation) এর জন্মের অন্যূন ১৪ বছর আগে থেকেই রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতি নিয়মিতভাবে ভারোত্তোলন অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, সমিতি কর্তৃক ভারোত্তোলন প্রবর্ত্তন ও চর্চ্চা পরবর্ত্তীকালে স্থানীয়, রাজ্যভিত্তিক অথবা কেন্দ্রীয় যাবতীয় ভারোত্তোলন সংস্থা সংগঠন প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টির মূল উৎস ছিল।

সিনিয়র বেঙ্গল ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় এই বছর শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ডাঃ অধীর কুমার ব্যানার্জী ও শ্রীসুধাংশু ঘোষের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমিতির ড্রিল বিভাগের প্রভূত উন্নতি

সাধিত হয়।

১৯৪৫

সমিতির এক উৎসাহী কিশোর সভ্য ও গ্রন্থাগারিক রথীন্দ্রনাথ মিত্রের অকাল মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে সমিতি পরিচালিত "রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা" আরম্ভ হয় এই বৎসরে।

এই বৎসর তমলুকে সমিতির বার্ষিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৬

ভারতের ইতিহাসের এক কলঙ্কিত বৎসর। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপন্ন জনসাধারণের সেবায় ও তাঁদের বিপন্মুক্ত করার কাজে সভ্যগণ নিযুক্ত থাকাকালীন সমিতির এক সভ্য অতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী দুর্বৃত্তের গুলিতে প্রাণ হারান।

এই বৎসর আমতায় সমিতির বার্ষিক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনষ্টিটিউটের প্রাঙ্গনে বাণী নিকেতনে বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে সমিতির সভ্যরা লাঠি, ছুরি খেলা ইত্যাদি প্রদর্শন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করেন। শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়া বাগ্‌বাজার জিমন্যাসিয়াম পরিচালিত এসিয়াটিক্ ভারোত্তোলন (বর্তমান নাম রাজেন্দ্র ভারোত্তোলন) এবং সমিতি পরিচালিত পূর্ব্ব ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ব্যান্টাম ওয়েট বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করেন।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রীরাসবিহারী সিংহকে সম্পাদক করে সমিতির জন্য একটি "জমি ও গৃহনির্ম্মাণ তহবিল" গঠিত হয়।

এই বৎসেরর শেষার্দ্ধে রামকৃষ্ণ ঘোষের নির্দ্দেশে তাঁর বাটীস্থিত সমিতির কার্য্যালয় ও ক্রীড়াঙ্গন সমিতিকে দুঃখের সহিত স্থানান্তরিত করতে হয়।

১৯৪৭

বৎসরের প্রারম্ভে সমিতির ক্রীড়াঙ্গন পঞ্চুলাল সাহার ৩৮নং নেপাল সাহা লেনস্থ জমিতে স্থানান্তরিত হয় এবং তন্নিকটস্থ একটি গৃহে সমিতির কার্য্যালয় স্থাপিত হওয়ায় আশু সঙ্কট হতে সাময়িক পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালের শেষাবধি আমরা এই মাঠ ব্যবহার করি।

এই বৎসর ফেব্রুয়ারীতে সমিতির সংবিধান প্রবর্ত্তিত হয় এবং ১৮৬০ সালের একবিংশতিতম আইন অনুসারে সমিতি রেজেষ্ট্রীভুক্ত হয়।

এই বৎসর "শিবসাধন স্মৃতি" টাগ্ অব্ ওয়ার প্রতিযোগিতার প্রচলন হয় এবং হস্তলিখিত পত্রিকা "দল বেঁধে" এই পরিবর্ত্তিত নামে আত্মপ্রকাশ করে। সমিতির সভ্য শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সরকার আন্তঃজেলা ভলিবল প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন। পরবর্ত্তি দুই বৎসর শ্রীসরকার এই গৌরব অর্জ্জন করেন।

এই বৎসর দুর্গোৎসব তারাপদ বসুর ঈশান চন্দ্র বসু লেনস্থ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় ও ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালেও দুর্গাপূজা ঐ মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতির বার্ষিক শিক্ষা শিবির ঝাঁঝায় অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৮

শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়ার নেতৃত্বে স্কাউট বিভাগ গঠিত হয়। সর্ব্বশ্রী গোপাল গোবিন্দ খাঁড়া, বিভূতি ভূষণ সাহা, ভোলানাথ মন্ডল, ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় দত্ত এবং ডাঃ সুধন্বা সরকার স্কাউট মাষ্টার ট্রেনিং পাশ করেন এবং ডাঃ অধীর ব্যানার্জী ও শ্রী বিমল ঘোষ কাব মাষ্টার ট্রেনিং এ উত্তীর্ণ হন। এদের প্রচেষ্টায় কয়েক মাসের মধ্যেই ১৬ জন রোভার স্কাউট, ২৮ জন স্কাউট ও ৭ জন কাবস্ সভ্য তালিকাভুক্ত হয় এবং এই বিভাগকে ভারত স্কাউটস্ এন্ড গাইডসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহিত রেজিষ্ট্রীভুক্ত করা হয়। স্কাউট দলের শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় রাঁচী সেন্ট জন স্কুলে।

সমিতির সভ্য নিতাই চন্দ্র মুখার্জ্জী হাওড়া জেলা ভারোত্তোলন ও এশিয়াটিক ভারেত্তোলন প্রতিযোগিতায় নিজ বিভাগে যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করে সমিতির সুনাম বৃদ্ধি করেন।

নেতাজীর জন্মদিনে হাওড়া নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট এক সম্মিলিত শোভাযাত্রা পরিচালনার সর্ব্বাধিনায়ক নির্ব্বাচিত হন আমাদের শ্রীশৈলেন সিংহ। ঐ দিবসেই বাটানগরে এক অনুষ্ঠানে সমিতির সামরিক বাদক দল অংশ গ্রহণ করেছিল।

যুব উৎসব ও জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের উৎসবানুষ্ঠানে সমিতির সভ্যগণ নানাবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করে জন সাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

১৯৪৯

সমিতি পরিচালিত প্রথম বার্ষিক "শিবসাধন স্মৃতি" দৌড় প্রতিযোগিতার সূচনা হয় এবং অদ্যাবধি ইহা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমিতির কয়েকজন সভ্য সর্ব্বশ্রী নিমাই কোলে, সতীন্দ্র চক্রবর্তী এই প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন।

এই বৎসর থেকে ঁনগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের ৭নং নেপাল সাহা লেনস্থ তাঁর বাড়ীর একখানি ঘর সমিতির কার্য্যালয় হিসাবে ব্যবহার করতে দেন এবং আমরা কয়েকবছর তা' ব্যবহার করি।

সমিতির স্কাউট দলের শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় মধুপুরে ঁহরকুমার দে'র বাটিতে।

বাৎসরিক উৎসবে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীশ্যামাপদ বর্ম্মণ সমিতির সভ্যগণ প্রদর্শিত কৃত্রিম ও জঙ্গল যুদ্ধ দেখিয়া মুগ্ধ হন ও সভ্যদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। স্কাউটার ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় দত্ত এই যুদ্ধানুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

১৯৫০

হাওড়া জেলা ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সমিতির সভ্য নিতাই মুখার্জ্জী ও গৌরীশঙ্কর মুখার্জ্জী যথাক্রমে নিজ নিজ বিভাগে ২য় ও ১ম স্থান লাভ করেন এবং দেহশ্রী প্রতিযোগিতায় শ্রীনিতাই মুখার্জী শীর্ষ স্থান লাভ করে সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করেন।

এই বৎসর বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় অলিম্পিক গেম্‌সে সমিতির সভ্য ঁগিরিজা নাথ মুখার্জী ও শৈলেন সিংহ ভারোত্তোলনে বিচারক নিযুক্ত হয়ে সমিতিকে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বৎসরের প্রথমভাগে সভ্যগণ কর্ত্তৃক "বঙ্গে বর্গী" নাটকখানি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হয়।

দুর্গোৎসব এই বৎসরে ঁতারাপদ বসু মহাশয়ের ৫৭ নং রামকৃষ্ণপুর লেনস্থ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।

স্কাউট দলের শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় পুরীতে। আমাদের পৃষ্ঠপোষক ঁঅতীন্দর দে মহাশয় ও সহ সভাপতি ঁসুশীল কুমার দে মহাশয় আমাদের নানারকম ভাবে সাহায্য করেন।

সমিতির সভ্য সংখ্যা এখন ২২৫।

১৯৫১

সমিতির কয়েকজন সভ্য এবারেও হাওড়া জেলা ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন এবং সমিতি দলগত ভাবে শীর্ষস্থান লাভ করে। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান গেম্‌সে ঁগিরিজা নাথ মুখার্জ্জী ও শ্রীশৈলেন সিংহ অফিসিয়াল নিযুক্ত হয়ে সমিতিকে গৌরাবান্বিত করেন। আমাদের সমাজসেবা বিভাগ পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের জন্য একটি সাহায্য ভান্ডার খুলে প্রায় একশত দুর্গত পরিবারকে ৬ মাসের মত চাউল, বস্ত্রাদি ও অর্থ সাহায্য প্রদান করে।

এই বৎসর দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় ঁঅনুকুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসন্নকুমার দত্ত লেনস্থ জমিতে।

সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক "কালিন্দী" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

স্কাউট শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ লালবাগ স্কুল বাটীতে।

১৯৫২

সমিতির পঁচিশ বৎসর পূর্ত্তির গৌরবজ্জ্বল বৎসর। ৩রা ফেব্রুয়ারী হতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সপ্তাহ্ ব্যাপী রজত-জয়ন্তী উৎসব ৺রামকৃষ্ণ ঘোষের ৮১ না রামকৃষ্ণপুর লেনস্থ প্রাঙ্গনে বিশেষ আড়ম্বরের সহিতবিভিন্ন অনুষ্ঠান সূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ তাঁদের শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন। উৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়ার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তৎসহ সর্ব্বশ্রী বিভূতি ভূষণ সাহা, দেবপ্রসাদ বসু, শ্যামসুন্দর মুখার্জী ও সত্যচরণ কাঁড়ার অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করে। উৎসব প্রাঙ্গনে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, সভ্যগণের ক্রীড়া কৌশল এবং শ্রীরণেন্দ্র নাথ সিংহের "অঙ্কনের মাধ্যমে সমিতির ক্রমবর্দ্ধমান ইতিহাস" সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে। প্রদর্শনীতে শ্রীগণেশ চন্দ্র মিত্রের উদ্যোগ ও অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

এই বৎসর সমিতি পরিচালিত এবং বঙ্গীয় অপেশাদার ভারোত্তোলন সংস্থা কর্ত্তৃক অনুমোদিত "পূর্ব্ব ভারত শ্রী" দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতার সূচনা করা হয়।

দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৺তারাপদ বসু মহাশয়ের ৫৭ নং রামকৃষ্ণপুর লেনস্থ জমিতে। পরবর্ত্তী দুই বৎসরেও (১৯৫৩ - ৫৪ সাল) ঐ জমিতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বার্ষিক স্কাউট শিক্ষা শিবির দেওঘরে আর. মিত্র হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় এবং শিবির চলাকালীন স্কাউটদলের দুইজন সভ্য শ্রীললিত রঞ্জন সরকার ও শ্রীসুবোধ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাইসাইকেল যোগে দেওঘরে গিয়া মূল স্কাউটদলের সঙ্গে মিলিত হন।

১৯৫৩

সমিতি পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম কৌশলাদি প্রদর্শন, ড্রিল, কুচকাওয়াজ ও উৎসবাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয় এবং সমিতির কার্য্যাবলী অব্যাহত থাকে। সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৫০তে পৌছায়।

১৯৫৪

সমিতির ইতিহাসে এই বৎসরটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, কারণ এই বৎসরই আষ্টাবর মাসে সহৃদয় জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহায়তায় এবং সর্ব্বোপরি শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে সমিতি তার বর্ত্তমান ক্রীড়া প্রাঙ্গণটি, যা'র পরিমাণ ১৫ কাঠা, —২০ হাজার টাকার মূল্যে ক্রয় করতে সমর্থ হয় যা'র ফলে সমিতির বহুদিনের যত্নলালিত আকাঙ্খা বাস্তবে রূপায়িত হয়।

উক্ত জমি ক্রয়ের বিষয়ে সর্ব্বশ্রী গোপাল গোবিন্দ খাঁড়া, বিভূতি ভূষণ সাহা ও অন্যান্য সভ্যের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। মূলতঃ উহাদের প্রচেষ্টায় এই জমি ক্রয় করা সম্ভব হ'য়েছিল।

সমিতি কর্ত্তৃক ৺সরস্বতী পূজার রজত-জয়ন্তী উৎসব এই বৎসর পালিত হয়।

সমিতি পরিচালিত "সিন্‌হার পাঁচ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতা" এবং "শিবসাধন স্মৃতি ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা" এই বৎসর বেঙ্গল রোড রেস এসোসিয়েশনের সহিত রেজেষ্ট্রীকৃত হয়।

ডিসেম্বরে কলকাতার লেক্ ময়দানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের দশম বার্ষিক শিক্ষাশিবিরে শ্রীসুকুমার সরকার যোগ দেন। এই বৎসর গঙ্গানগরে আয়োজিত 'ভারত স্কাউটস্ ওয়ার্কসপ' ক্যাম্পে শ্রীসুকুমার সরকার যোগদান করেন এবং পরবর্ত্তীকালে তিনি শিক্ষাশিবিরের অফিসিয়াল নির্ব্বাচিত হন।

১৯৫৭

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সমিতির সভ্যগণ নানাবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করে দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

এই বৎসর বন্যার্ত জনসাধারণের সেবা ও ত্রাণকার্য্যে সমিতির সভ্যদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৮

সমিতির একটি বালিকা বিভাগ খোলা হয়। কটকে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সমিতির সভ্য সর্ব্বশ্রী শ্যাম সুন্দর মুখার্জী, মৃণাল শীল, শিবনাথ দে সরকার, ধীরেন সরকার কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে যোগদান করেন।

এই বৎসর সাড়ম্বরে সমিতির দুর্গাপূজার রজত-জয়ন্তী পালন করা হয়।

১৯৫৯

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শৈলেন সিংহ ভারত স্কাউটস্ এন্ড গাইডস্ কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক 'মেডেল অফ মেরিট' সম্মানে ভূষিত হন। সমিতির সাধারণ কার্য্যধারার সাবলীল গতি অক্ষুন্ন থাকে এবং কার্য্যক্রমানুসারে উৎসব অনুষ্ঠানাদি যথারীতি পালিত হয়। সভ্যসংখ্যা ২৮০ তে পৌঁছায়।

১৯৬০

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত উনবিংশতিতম জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সমিতির সর্ব্বশ্রীশৈলেন সিংহ, গোপাল গোবিন্দ খাঁড়া, ধীরেন সরকার, সুনীল সরকার, শিবনাথ দে সরকার, হরিমোহন ঘোষ ও পরিতোষ চ্যাটার্জী কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে যোগদান করেন।

এই বৎসর সমিতির সমাজ সেবা বিভাগের অধীনে দুগ্ধ কেন্দ্র স্থাপন করে পল্লীর ৪০টি দুঃস্থ পরিবারকে নিয়মিত দুগ্ধ বিতরনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৬১

সমিতির ইতিহাসে আর একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত হল। ২৮যে জুন তারিখে সমিতির নিজস্ব ভবনের ভিত্তি স্থাপন করলেন সমিতির সভাপতি ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ।

ফেব্রুয়ারীতে এর্নাকুলামে অনুষ্ঠিত "জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা" ভারতশ্রী" এবং "ভারত কুমার" দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় সমিতির সর্ব্বশ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়া, ধীবেন সরকার এবং সুনীল সরকার কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে যোগদান করেন।

প্রায় সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান সূচীর মাধ্যমে বিশ্বকবি. রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়।

১৯৬২

জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত বিংশতিতম জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রী গোপাল গোবিন্দ খাঁড়া, ধীরেন সরকার, সুনীল কুমার সরকার এবং জীবন চ্যাটার্জ্জী অন্যতম পরিচালক নির্ব্বাচিত হয়ে সমিতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন। সমিতির ব্যায়াম বিভাগের সভাপতি শ্রীদেবসাধন বসু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক "জাষ্টীস অফ দি পীস" নিযুক্ত হন।

সমিতির যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার এই বৎসর ৮ জন সদস্যের একটি "ট্রাষ্ট বডির" উপর ন্যস্ত করা হয় এবং এই "ট্রাষ্ট বডি' রেজিষ্ট্রীভূক্ত হয়।

১৯৬৩

কটকে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভারোত্তোলন এবং ভারতশ্রী প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়া, ধীরেন সরকার ও শিবনাথ দে সরকার অন্যতম পরিচালক নির্ব্বাচিত হন।

শ্রীঅজয় মুখার্জ্জী "হাওড়া বিদ্যাথীশ্রী" নির্ব্বাচিত হন এবং শ্রীসুবোধ মুখার্জ্জী "মাসলম্যান" প্রতিযোগিতায় দ্বীতীয় স্থান অধিকার করেন।

শ্রী শেখর বসু স্কাউট মাষ্টার ট্রেনিং পাশ করেন।

ডিসেম্বরে সমিতির স্কাউটদল হাওড়া লোকাল এ্যসোসিয়েসনের সহিত যুগ্মভাবে কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে ভারতীয় স্থল বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান জেঃ জে.এন. চৌধুরীর সম্মানে আয়োজিত এক সম্বর্ধনানুষ্ঠানে অংশ গহণ করে।

সমিতির পাঠাগারের উন্নয়ন কল্পে এই বৎসর একটি চ্যারিটি শো'র ব্যবস্থা করা হয় এবং "বিচারক" ছবিটি প্রদর্শিত হয়। তদানীন্তন সমিমতির পক্ষ থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের হস্তে ৪০১ টাকার একটি চেক প্রদান করা হয়।

১৯৬৪

এই বৎসর সমিতির পৃষ্ঠপোষক "রবীন্দ্রলাল সিংহর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী পদে বৃত হওয়া সমিতির পক্ষে যুগপৎ আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।

ফেব্রুয়ারীতে কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রীশৈলেন সিংহ, গোপাল গোবিন্দ খাঁড়া, ধীরেন সরকার, শিবনাথ দে সরকার ও শ্যাম সুন্দর মুখার্জ্জী অন্যতম পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন।

কয়েক বৎসর বন্ধ থাকার পর এ বৎসরের প্রথমেই স্কাউট দলের শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় ঘাটশীলায়।

দুর্গোৎসবের সময় পূজামন্ডপে নেতাজীর জীবনী সম্পর্কিত কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য চিত্রের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

মার্চ্চ মাসে ঝাড়গ্রামে হাওড়া জেলা স্কাউট শিক্ষা শিবিরে শ্রীধীরেন চ্যাটার্জ্জী যোগদান করেন। এপ্রিলে আমাদের স্কাউটদল কোণায় একটি হাইকিংএর অনুষ্ঠান করে। ডিসেম্বরে পুনরায় স্কাউট শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় দুমকায়।

শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়া ও শ্রীধীরেন সরকার যথাক্রমে ভারতীয় ভারোত্তোলন সংস্তার এ্যাসোসিয়েট সেক্রেটারী ও অনারারী ট্রেজারার পদে নির্ব্বাচিত হন।

সমিতির সভ্য সংখ্যা এখন ৩০০।

১৯৬৫

ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত স্কাউটস্ এন্ডগাইডস্ (পশ্চিমবঙ্গ) পরিচালিত গঙ্গানগর কাব মাষ্টার ট্রেনিং কোর্সে শ্রীজীবন চ্যাটার্জ্জী যোগদান করে সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হণ।

হাওড়া জেলা ভারোত্তোলন ও দেহ গঠনকারী সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসবে সমিতির স্কাউটদল স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে। স্কাউট আন্দোলনের উদ্যোক্তা লর্ড বেডেন পাওয়েলের জন্ম দিবসে আমাদের স্কাউটরা অংশ গ্রহণ করে। রেডক্রস সোসাইটি আয়োজিত পতাকা দিবসে স্কাউটদল অর্থ সংগ্রহ করে। এপ্রিল মাসে মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা স্কাউট শিক্ষা শিবিরে সর্ব্বশ্রী শেখর বসু, প্রতাপ সিংহ, শক্তি চক্রবর্ত্তী, স্বপন বসু, স্বপন মুখার্জ্জী যোগদান করে। মে মাসে বাটানগরে অনুষ্ঠিত স্কাউট মাষ্টার ট্রেনিং পরীক্ষায় শ্রীপ্রতাপ সিংহ এবং আগষ্ট মাসে গঙ্গানগরে অনুষ্ঠিত কাব মাষ্টার ট্রেনিং পরীক্ষায় শ্রীশচীনাথ মজুমদার উত্তীর্ণ হন। ৮ই আগষ্ট সমিতির স্কাউটদল শ্রীবিষ্ণু সাধন বসুর হাওড়াস্থিত বাগান বাড়ীতে একটি হাইকিং এর অনুষ্ঠান করে।

"পূর্ব্ব ভারত ভারোত্তোলন" এবং "পূর্ব্ব ভারতশ্রী" প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অন্যান্য বৎসরের সংখ্যাকে অতিক্রম করে এক নতুন নজির স্থাপন করে।

ডিসেম্বরে আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে হাওড়া জেলা "সিনিয়র ভারোত্তোলন," "বিদ্যার্থীশ্রী" ও "হাওড়াশ্রী" প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

স্কাউটদলের শিক্ষাশিবির হাজারীবাগে সমিতির সভাপতি ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ সিংহের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৎসর সমিতির ভবনের প্রথম পর্যায়ের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়।

১৯৬৬

জানুয়ারীতে সমিতির কাবে'রা গঙ্গানগরে একদিন ব্যাপী এক শিক্ষাশিবিরের আয়োজন করে। সমিতির স্কাউট ইতিহাসে কাবেদের নিয়ে আয়োজিত এই প্রথম শিবির।

এই বৎসর আন্তঃ সভ্য ক্রিকেট লীগের প্রবর্ত্তন করা হয়।

সমিতির কিশোর সভ্য শ্রীবিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জী হাওড়া ও কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত স্বল্প ও দূর পাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

"বঙ্কিমচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে সাঁতরাগাছি স্কাউট গ্রুপের সহিত যুগ্মভাবে আমাদের স্কাউটরা প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করে।

ডিসেম্বরে কলকাতার লেক্ ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ পরিচালিত ভলিবল শিক্ষা শিবিরে শ্রীমেঘনাথ সাহা যোগদান করে।

সমিতির বার্ষিক স্কাউট শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় রাজমহলে।

১৯৬৭

সমিতির ৪০ বৎসর পূর্ত্তি উৎসব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সমিতির ১০ দিন ব্যাপী সাধম্বর অনুষ্ঠানগুলি জন সাধারণ কর্ত্তৃক খুবই সমাদৃত হয়েছিল। এই উৎসবে আকর্ষণীয় একটি "স্মরণিকা" প্রকাশ করা হয়। উৎসবের তালিকাভুক্ত অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্ম্মীয় সঙ্গীত, ব্যায়াম প্রদর্শনী, ড্রিল, জিমনাষ্টিক, ভারোত্তোলন ও দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক "মানময়ী গার্লস স্কুল" নাটকটি অভিনীত হয়। এই উৎসবে বহু গণ্যমান্য ও প্রখ্যাত অতিথিকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এই বৎসর "রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়" বহু খ্যাতনামা প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করায় প্রতিযোগিতা বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। এই কর্ম্মসূচীতে সর্ব্বশ্রীকাশীনাথ বসুমল্লিক, গৌতম সিংহ ও রবীন্দ্র নাথ মিত্র প্রমুখ সভ্যদের ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয়।

আমাদের ভলিবল দল হাওড়া জেলা প্রতিযোগিতায় সম্মানজনক স্থান লাভ করে।

শ্রীসুবিমল দে সরকারের নিয়মিত শিক্ষাদান ও সহযোগিতার ফলে আমাদের স্কাউট বিভাগ উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করে। প্রায় ৪০ জন স্কাউট ও রোভার্স কল্যানীতে অনুষ্ঠিত সর্ব্বভারতীয় জাম্বুরীতে যোগ দেয়। এ বৎসর স্কাউটদের মধ্যে হাইকিংয়েরও ব্যবস্থা করা হয় এবং রাজ্যে ও জেলা পরিচালিত বহু সমাবেশে স্কাউটরা যোগ দিয়ে কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে আসে।

এ বৎসরের দুর্গপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও সরস্বতী পূজা আনুষঙ্গিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সহযোগে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

১৯৬৮

ভারতীয় ভারোত্তোলন সংস্থা মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য ভারোত্তোলকদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান আমাদেরই সমিতি প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত করেন। সার্ভিসেস দলের শ্রীএম্.এল.ঘোষ মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে মনোনীত হন।

এই বৎসর শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ও ভারতশ্রী গৌর সরকারের তত্ত্বাবদানে ৪৯ জন ভারোত্তোলক এবং শরীর গঠনকারী যথারীতি অনুশীলন করে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ক'রে সমিতির সুনাম বৃদ্ধি করে। ইহার মধ্যে যথাক্রমে জেলাভিত্তিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান এবং "কিশোরশ্রী" দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযেগিতায়

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় সর্ব্বশ্রী সুধীর নাগ ও সত্য সাহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জুনিয়র জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রীপরেশ সাউ, সুখেন্দু বসু মল্লিক এবং শিবনাথ বাগ ফেদার ও বেনটাম ওয়েট বিভাগে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্থান অধিকার করে সমিতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন।

জাতীয় অসি চালন প্রতিযোগিতায় সমিতির দুজন সভ্য সর্ব্বশ্রী দীপক সরকার ও দিলীপ সরকার পশ্চিমবঙ্গ -র পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য মনোনীত হয়।

এই বৎসর বাটানগর রিক্রিয়েশন্ ক্লাব সমিতিকে একটি টেবিল টেনিস বোর্ড উপহার দেন।

মেদিনীপুরে বন্যাপীড়িত জনগণের সেবার জন্য অর্থ, চাল, গম ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করা হয় এবং দুস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ভারত স্কাউটস্ ও গাইডসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার হেডকোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আন্দুলে ডাঃ ভবানী দে'র বাগান বাড়ীতে সমিতির বাৎসরিক হাইকিংয়ের আয়োজন করা হয়। বাসে দীঘা ভ্রমণে ৫৪ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

সমিতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর শ্রীবিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জী ২৫ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় এবং বহু ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন করে।

এই বৎসর হাওড়া মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হওয়ার জন্য শ্রীদেবসাধন বসু এবং ভারোত্তোলনে আন্তর্জাতিক বিচারক নির্ব্বাচিত হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করার জন্য শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়াকে সমিতির সভ্যবৃন্দ আন্তরিক অভিনন্দন জানায়।

শ্রীসত্যদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই বৎসরেই সমিতিতে সেন্টজন এ্যাম্বুলেন্সের ইউনিট স্থাপিত হয়।

ভারতীয় ভারোত্তোলক সংস্থার সহকারী সম্পাদক এবং মাদ্রাজ ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জুনিয়র ও সিনিয়র ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হওয়ায় শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়া, আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত পি এন্ড টি চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় কর্ম্মকর্ত্তা রূপে অংশ গ্রহণ করায় শ্রীধীরেন সরকার এবং সমিতির ক্রীড়া সম্পাদক শ্রীঅশ্বিনী কুমার দত্ত হাওড়া জেলা ভারোত্তোলক ও শরীর গঠন সমিতি এবং হাওড়া জেলা মুষ্টিযুদ্ধের এসোসিয়েশনের সহঃ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায় সমিতি গৌরবান্বিত॥

শ্রী মতী শেফালিকা ঘোষ তাঁর স্বর্গত পিতা বঙ্কিম চন্দ্র দত্তের স্মৃতি রক্ষার্থে "বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত স্মৃতি তোরণের" নির্ম্মাণ কার্য্যে সমিতিকে ১০০০ টাকা দান করে সভ্যদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন।

১৯৬৯

ভারোত্তোলনে সমিতির ইতিহাসে এই বছরটি একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। এই বৎসর হাওড়া জেলা জুনিয়র ভারোত্তোলন এবং অখিল বঙ্গ যুব উৎসব ভারোত্তোলনে সমিতি চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। ইহা ব্যতীত দক্ষিণ কলিকাতা ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ও অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি পরচালিত ভারোত্তোলন প্রতিযেগিতায় রানার্স আপ এবং সমিতি পরিচালিত পূর্ব্ব ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায়ও রানার্স আপ হয়ে সমিতি মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় ভারোত্তোলন (জুনিয়র) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য সর্ব্বশ্রীনিখিল সাহা, সূর্য্যকুমার দাস, বিমল মিত্র, সুকান্ত রায়চৌধুরী এবং মহঃ আনসারী নির্ব্বাচিত হন। শ্রীসূর্য্যকুমার দাস ফেদার ওয়েট বিভাগে প্রথম, মিডিল ওয়েট বিভাগে শ্রীবিমল মিত্র দ্বিতীয় ও মহঃ আনসারী তৃতীয় স্থান লাভ করেন। কটকে অনুষ্ঠিত সর্ব ভারতীয় জুনিয়র ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ঐ তিনজন সভ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

আন্দুলে ডাঃ ভবানী দে'র বাগান বাড়ীতে সমিতির বাৎসরিক হাইকিংয়ের আয়োজন করা হয়।

এই বৎসর সমিতির জিমনাসিয়াম হলের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়।

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশৈলেন সিংহ ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস্ কর্ত্তৃক "বার টু দি মেডেল অফ মেরীট" সম্মানে ভূষিত হন।

১৯৭০

বহুবাজার ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত বহুবাজার ভারোত্তোলন এবং বহুবাজার "দি জিমনাসিয়াম" পরিচালিত "মিঃ জিম্" প্রতিযোগিতায় সমিতি চ্যাম্পিয়ান হয়, ইহা ব্যতীত বালীতে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা (সিনিয়র) ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সমিতি রানার্স আপ হয়।

সমিতির সদস্য সর্ব্বশ্রীঅমিত সামন্ত, বিশ্বজিৎ সামন্ত ও অশোক মিত্র বিভিন্ন মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব অর্জ্জন করে।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত "সুব্রত মুখার্জ্জী" ফুটবল প্রতিযোগিতায় সমিতির সভ্য শ্রীশঙ্কর পাল পশ্চিমবঙ্গ স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সমিতি পরিচালিত "সিনহার পাঁচ মাইল ভ্রমণ" প্রতিযোগিতায় শ্রীবিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জী প্রথম স্থান লাভ করেন।

এ বৎসর দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১৭৬ জন দুঃস্থ নরনারীকে বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়।

হাজারিবাগ্ জেলার পাত্‌রাতুতে সমিতির স্কাউট শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭১

জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত স্কুল গেমসে বিহার দলের বিপক্ষে খেলার জন্য সমিতির সভ্য শ্রীঅশোক কুমার পাল পশ্চিমবঙ্গ স্কুলের পক্ষে নির্ব্বাচিত হন।

পশ্চিমবঙ্গ "সিনিয়র ভারোত্তোলন" এবং "বঙ্গশ্রী" প্রাতিযোগিতায় সমিতির সভ্য সর্ব্বশ্রী সমীর মিত্র ও মহঃ আনসারী ব্যান্টম বিভাগে প্রথম ও মিডিল ওয়েট বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

হাওড়া জেলার পক্ষে একমাত্র প্রতিনিধি এবং সমিতির সভ্য শ্রীবিশ্বজিৎ সামন্ত ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইনটার ক্লাব বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

এই বৎসর জিম্‌নাষ্টিক শিক্ষক শ্রীহৃষিকেশ মন্ডল (হৃষিজি) ও শ্রীনিমাই কোলের অপরিসীম উৎসাহ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জিম্‌নাষ্টিক্ বিভাগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা সম্ভব হয়।

সমিতি প্রাঙ্গনে স্কাউট ও রোভার্সদের ১২ ঘন্টা ব্যাপী শিবিরানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

এই বৎসরও বন্যাত্রানের জন্য সহৃদয় পল্লীবাসীদের নিকট হতে অর্থ, চাল, গম এবং বস্ত্রাদি সংগ্রহ করে ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে অর্পিত হয়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে সমিতির জিমনাসিয়ামে কিশোর সভ্য শ্রীশৈলেন চৌধুরীর পরিচালনায় বিজ্ঞান ও বাণিজ্য প্রদর্শনীটি দর্শকদের আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। বিজয়া সম্মিলনীতে শ্রীদুলাল মোহন পালের পরিচালনায় সমিতির সভ্য ও সভ্যাদের দ্বারা "খুনী" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

সমিতির সহঃ সভাপতি শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়া ভারতীয় ভারোত্তোলন সংস্থার সম্পাদক এবং সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅশ্বিনী কুমার দত্ত ও কার্য্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীদুলাল মোহন পাল ভারোত্তোলনে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বিচারক নির্ব্বাচিত হওয়ায় সমিতির ইতিহাসে আরও একটি গৌরবদীপ্ত অধ্যায় সংযোজিত হয়।

১৯৭২

অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সমিতির সভ্য সর্ব্বশ্রীসমীর মিত্র ও মহঃ আববাস যথাক্রমে ফ্লাইওয়েট বিভাগে প্রথম এবং মিডিল ওয়েট বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কালীঘাট

পার্কে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবাংলার স্কুলদলের নির্ব্বাচনী শিক্ষা শিবিরে কুমারী কল্যাণী দত্ত প্রমুখ সভ্যারা অংশ গ্রহণ করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করে।

এই বৎসর টেবিল টেনিস্ খেলার প্রবর্ত্তন করা হয়। সমিতির দু'জন মুষ্টিযোদ্ধা মার্শাল বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপে যোগদান করে নিজ নিজ বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে।

শিবপুর নবদূত সংঘ পরিচালিত ১০ মাইল ভ্রমণ প্রযোগিতায় সমিতির কীর্ত্তিমান ভ্রমণবীর শ্রীবিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জী ৬৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করে।

সমাজসেবা বিভাগটি সমিতির একটি গর্ব্বের বস্তু। এই বিভাগের সম্পাদক শ্রীসুকুমার সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮ জন নিয়মিত সাহায্য গ্রহীতা ব্যতীত দুর্গাপূজা উপলক্ষে অন্যুন ২০০ জনকে বস্ত্র পরিচ্ছদ বন্টন করা সম্ভবপর হয়, তদুপরি সরস্বতী পূজায় দুঃস্থ জনকে কম্বল বিতরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র ছাত্রদের পরীক্ষার ফি, প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয় বাবদ অর্থ সাহায্য এবং দুঃস্থ বালিকাদের বিবাহের জন্য এককালীন অর্থ সাহায্য করা হয়।

এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ পর্ষদ সমিতিকে এককালীন ৩৫০ টাকা এবং জেলার সামাজিক শিক্ষা বিভাগ ১০০ টাকা মঞ্জুর করে।

এই বৎসর পাঠাগারের উন্নতি কল্পে তপন সিংহের "আরোহী" চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

পুরুলিয়া জেলার ঝালদা হিন্দি হাইস্কুলে এই বৎসর স্কাউটদের শিক্ষা শিবির অনষ্ঠিত হয়।

এই বৎসর সমিতির অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়া ভারতীয় ভারোত্তোলন সংস্থার পক্ষে ভারতীয় ভারোত্তোলক দলের ম্যানেজার এবং কোচ হইয়া মিউনিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

১৯৭৩

হুগলী জেলার কোতরং-এ অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সমিতির সদস্য শ্রীসমীর মিত্র স্ব-বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। শ্রীমিত্র ও শ্রীশিবনাথ বাগ বারানসীতে অনুষ্ঠিত জুনিয়র জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

সমিতির পূর্ব্বতন সাধারণ সম্পাদক শ্রীধীরেন সরকার ভারতীয় ভারোত্তোলন সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

কুমারী কল্যাণী দত্ত, কুমারী নিবেদিতা মিত্র ও কুমারী রুনু হাজরা রাজ্য প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে পাঞ্জাবের চন্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। কুমারী কল্যাণী দত্ত কটকে অনুষ্ঠিত সর্ব্বভারতীয় স্কুলদলের জিম্‌নাষ্টিক প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে যোগদান করেন। এই বৎসরেই কুমারী দত্ত জাতীয় বৃত্তি লাভ করেন।

সর্ব্বশ্রী অমিত সামন্ত ও তপন বসু রাজ্য জুনিয়র মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় স্ব স্ব বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন, পরে এঁরা ভিলাইএ অনুষ্ঠিত জুনিয়র জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেঅংশগ্রহণ করেন।

শ্রীকাশীনাথ বসু মল্লিকের প্রচেষ্টায় হাতে লেখা "দল বেঁধে" পত্রিকা ও দেওয়াল পত্র 'পাথেয়' প্রকাশিত হয়।

জিতেন্দ্র নাথ কুমার সমিতির দুর্গোৎসবে ৫১ কেজি ওজনের ঘন্টা দান করে সমিতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হন।

"জাষ্টিস অব দি পীস" পদে বৃত হওয়ায় সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শ্রীরঘুনাথ দে'কে সমিতির সভ্য বৃন্দ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে।

শ্রীরঘুনাথ দে সমিতিকে ৫০০০ টাকা দান করেন এবং সমিতির জিমনাসিয়াম গৃহটি তাঁর পিতামহ এবং সমিতির প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক স্বর্গত অতীন্দ্র দে মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে "অতীন্দ্র স্মৃতি ব্লক" নামে চিহ্নিত হয়।

কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সমিতি প্রাঙ্গনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুটি স্যানিটারি প্রিভি নির্ম্মাণ করে দেওয়ায় সমিতির কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শ্রীমুরারী মোহন ঘোষ সমিতিকে একটি ওজন গ্রহণের যন্ত্র উপহার দেন।

সমিতির অন্যতম সহঃ সভাপতি ডক্টর নিমাই সাধন বসু এই বৎসর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি. লিট্ উপাধি লাভ করেন।

সমিতির সভ্য ও শিক্ষক শ্রীনীলমণি ব্যানার্জ্জী প্রশিক্ষক-(কোচ) হিসাবে ভিলাইতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বিচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হন।

এই বৎসর বিহারের শিমুলতলায় সমিতির স্কাউটদের বাৎসরিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৪

এই বৎসর সমিতির সদস্য শ্রী টি.মালাকার "পূর্ব্বভারতশ্রী" আখ্যা লাভ করেন।

শ্রীশ্যাম সুন্দর মন্ডল রাজ্য জুনিয়র ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় নিজ বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

জয়পুরে অনুষ্ঠিত সর্ব্বভারতীয় স্কুল জিমনাষ্টিক প্রতিযোগিতায় কুমারী কল্যাণী দত্ত পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত জাতীয় জিমনাষ্টিকে অংশগ্রহন করে সমিতির তিনজন সভ্যা কুমারী কল্যাণী দত্ত, কুমারী নিবেদিতা মিত্র ও কুমারী রুনু হাজরা বাংলা দেশের পেক্ষ স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করেন।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্ব্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় জিমনাষ্টিক্ প্রতিযোগিতায় সমিতির সভ্য শ্রীবিকাশ আদক অংশগ্রহণ করেন।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় স্কুল মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় দুজন সদস্য সর্ব্বশ্রীতপন বসু ও অমিত সামন্ত সেমি ফাইনাল পর্য্যন্ত উন্নীত হন।

এই বৎসরেই কিশোর সভ্য সভ্যাদের মানসিক বিকাশে উৎসাহ দানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ পর্ষদের সাহায্যে "হবি-সেন্টার" খোলা হয়। সমিতির পাঠাগারের উন্নতি সাধনের জন্য সত্যজিৎ রায়ের "জলসাঘর" ফিল্মটি যোগমায়া সিনেমা হলে প্রদর্শিত হয়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে অন্যূন ৪০০ শত নিঃস্ব ও দরিদ্র নরনারী ও শিশুদের মধ্যে বস্ত্র পরিচ্ছদাদি বিতরণ করা হয়। এই বৎসর সমিতির দুর্গা পূজার ৪০ বৎসর পূর্ত্তি উৎসব স প্তাহাধিক কাল ব্যাপী নাটক, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ধর্ম্ম সঙ্গীত, শারীরিক শৈলী ও অন্যান্য ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন প্রভৃতি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেন।

সমিতির ব্যায়ামাগার নির্ম্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০০০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন।

এই বৎসর পুরুলিয়া জেলার বিষ্ণু পুরে স্কাউটদের বাৎসরিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়।

৪৮তম বাৎসরিক উৎসবের সভাপতি মিঃ সি. লেডেন্ট, ফ্যাক্টরী ম্যানেজার বাটা ইন্ডিয়া লিঃ এবং সমিতির সভাপতি ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ সিংহকে স্কাউট ক্রুপ স্কার্ফ দিয়ে সম্মানিত করে।

১৯৭৫

বিহার ষ্টীল প্ল্যান্টস্, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, উড়িষ্যা প্রভৃতি পূর্ব্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ও প্রতিষ্ঠানের ভারোত্তোলক ও দেহগঠনকারীদের যোগদানে সমিতি পরিচালিত ৪০তম পূর্ব্ব ভারত ভারোত্তোলন ও পূর্ব্বভারতশ্রী প্রতিযোগিতার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়।

সমিতির দু'জন সভ্য সর্ব্বশ্রী মহঃ গজনভী ও শ্যামসুন্দর মন্ডল হাওড়া জেলার সলপে অনুষ্ঠিত জেলা জুনিয়র ও সিনিয়র ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় নিজ নিজ বিভাগে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ইরাণের তেহেরানে অনুষ্ঠিত এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে সমিতির সহঃ সভাপতি শ্রীগোপাল গোবিন্দ খাঁড়া ভারতীয়

ভারোত্তোলক দলের ম্যানেজার হিসাবে যোগদান করেন।

প্রধান শিক্ষক শ্রীহৃষিকেশ মন্ডলের (হৃষিজী) তত্ত্বাবধানে সমিতির জিমন্যাষ্টিক্ বিভাগের কিশোর কিশোরীরা উত্তরোত্তর উন্নতি প্রদর্শন করতে থাকে।

কুমারী কল্যাণী দত্ত, কুমারী রুনু হাজরা এবং শ্রীবিকাশ আদক মধ্যপ্রদেশের ঝাঁসীতে অনুষ্ঠিত সর্ব্বভারতীয় জিমনাষ্টিক প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেন। কুমারী রুনু হাজরা ১৯৭৩ -৭৪ সালের জন্য জিমনাষ্টিকে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৪ই ডিসেম্বর হাওড়া জেলা যোগ ব্যায়াম প্রতিযোগিতা আমাদের সমিতির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদেরই সভ্যা কুমারী কল্যানী দত্ত নিজ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এই বৎসর সমিতির দুজন সভ্য সর্ব্বশ্রী নীলমণি ব্যানার্জ্জী ও তপন বসু যথাক্রমে ওয়েষ্ট বেঙ্গল বেঙ্গলী বক্সিং ও সোসিয়েশনের সম্পাদক এবং হাওড়া জেলামুষ্টিযুদ্ধ সংস্থার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

শ্রীগোপাল দেবনাথ মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল স্পোর্টসে সাফল্য অর্জ্জন করেন।

বাটা সু কোং বার্ষিক ১০১ টাকা অনুদান ব্যতীত চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ আলমারী, ষ্টীল আলমারী, টাইপ মেশিন, স্কাউটদের ইউনিফরমের কাপড়, করগেট সীট, জানালা, দরজা, জুতা, বল ও বেলুন প্রভৃতি বহু দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ দান করে সমিতিকে প্রভূত সাহায্য করেন।

এ বৎসর নিয়মিত ২৪ জন দুঃস্থ নরনারীকে সাহায্য দান ব্যতীত দুর্গাপূজা উপলক্ষে আনুমানিক ৫০০ দরিদ্র নরনারী ও শিশুকে বস্ত্র পরিচ্ছদাদি দিয়া সাহায্য করা হয়।

এ বৎসরেও সমিতি বন্যা ও খরাপীড়িত নরনারীর সাহায্য কল্পে সহৃদয় পল্লীবাসীদের নিকট হতে অর্থ, চাল, গমব, আটা ও বস্ত্র পরিচ্ছদাদি সংগ্রহ করে ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্ম্মাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পন করে।

স্কাউটদের বার্ষিক শিক্ষাশিবির এ বৎসর বিহারের মধুপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠাগারের উন্নতি কল্পে শ্যামাশ্রী সিনেমায় "স্বরলিপি" ফিল্ম শোর আয়োজন করা হয়।

১৯৭৬

এই বৎসর সমিতির ইতিহাসে আর একটি গৌরোবজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত হল। শ্রীকল্যানময় দে সরকারের নেতৃত্বে অপর তিনজন সভ্য সর্ব্বশ্রী বাবলু রায়, রবীন্দ্রনাথ মিত্র ও মানস মুখার্জী সমিতির সভাপতি ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ সিংহের শুভেচ্ছা ও আশীষ নিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধানে রূপকুন্ড অভিযানে ১৯৭৬ সালের ৫ই অক্টোবর যাত্রা করেন এবং বহু দুর্গম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে ও বহু ঐতিহাসিকতথ্যাদি সংগ্রহ করে সাফল্যের সহিত সুস্থ দেহে প্রত্যাবর্তন করেন। আকাশবাণী মারফৎ এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ যথারীতি প্রচার করা হয়েছিল।

সমিতির আর এক জন সভ্য শ্রীপ্রবীর সিংহ হেমকুন্ড, নন্দনকানন ও গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী ও গোমুখ অভিযানে সাফল্য লাভ করে ফিরে আসেন।

সমিতির অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীভবেশ চন্দ্র মিত্র শ্রীশ্রীঅমরনাথের বরফাবৃত দুর্গমপথ পরিক্রমা করে সুস্থ শরীরে ফিরে আসেন।

শিবসাধন স্মৃতি ৫ মাইল দৌড় ও সিন্‌হার ৫ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় বহু বিখ্যাত প্রতিযোগী যোগদান করাতে প্রতিযোগিতা বিরাট সাফল্য অর্জ্জন করে।

জিমনাষ্টিক বিভাগের সভ্য ও সভ্যারা শ্রীহৃষিকেশ মন্ডল ও শ্রীশৈলেন ওঝার শিক্ষকতায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে ক্ষুদিরাম ষ্টেডিয়ামে এবং জিমনাষ্টিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত দ্বিতীয় এশীয়ান জিমনাষ্টিক চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযেগিতায় যোগদানের জন্য নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় কুমারী কল্যানী দত্ত যোগদান করেন।

কলকাতা ইউনিভার্সিটি জিমনাষ্টিক প্রতিযোগিতায় কুমারী কল্যানী দত্ত প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং কুরুক্ষেত্র ও হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত আন্তঃ ইউনিভার্সিটি জিমনাষ্টিক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ইউনিভার্সিটি "ব্লু" লাভ করেন।

সমিতির সভ্য সভ্যারা বাংলার নানাস্থানে তাঁদের জিমনাষ্টিক ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেন।

রেকর্ড সংখ্যক প্রতিযোগী "রথীন্দ্র স্মৃতি আমৃত্তি" প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় প্রতিযোগীতা বিরাট সাফল্য লাভ করে।

কলকাতা মেট্রোপলিটান বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রী তপন বসু, শ্যামল মিত্র, আশীষ দে, গৌতম দে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

হাওড়া জেলা টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় সমিতির দুইজন সভ্য শ্রীকল্লোল মন্ডল ও রাজকুমার অধিকারী কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়ে সমিতির সুনাম অক্ষুন্ন রাখে।

জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় যোগ ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় সমিতির সভ্য শ্রীদুলাল পাত্র ৯৬ জন প্রতিযোগীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং শ্রীগুণধর সাঁতরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সার্টিফিকেট লাভ করেন।

শ্রীদুলাল মোহন পাল ও শ্রীস্বরাজ কুমার চ্যাটার্জীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সমাজ সেবা বিভাগ প্রভূত উন্নতি সাধন করে। দুঃস্থ পরিবারদেরবস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি বিতরণ করা হয়। ইহা ব্যতীত মাদার টেরেসা প্রদত্ত ১০০টি ফ্রক ও দুগ্ধ দুঃস্থ বালক বালিকাদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

সমিতির ৪৩তম দুর্গাপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ালটেয়ারে (অন্ধ্রপ্রদেশ) অনুষ্ঠিত এন.সি.সি., আই.এন. এস., নৌ সৈনিক ক্যাম্পে আমাদের সমিতির সভ্য শ্রীকৃষ্ণ আদকসর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক নির্বাচিত হয়ে সমিতিকে গৌরবান্বিত করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার এ্যাডভাইসারী বোর্ড ৫০০ টাকা, হাওড়া জেলা সোশ্যাল এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক ১২৫ টাকা ও সেরীফ অফ কলকাতা কর্তৃক ১০০ টাকা অনুদান সমিতির উন্নতি কল্পে বিশেষ সহায়তা করে এবং সমিতি তার জন্য উক্ত সংস্থাগুলির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীঅনিমেষ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে আমাদের ৪ জন স্কাউট ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা শিক্ষা শিবিরে যোগদান করে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মরণে একটি শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডক্টর প্রদ্যোত সেনগুপ্ত।

১৯৭৭

সমিতির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তির মহিমোজ্জল বৎসর। ২১শে জানুয়ারী হতে ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক তিন সপ্তাহব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমিতির নিজস্ব প্রাংঙ্গণে সাড়ম্বরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শুভেচ্ছাবার্ত্তা প্রেরণ করেন। এই উৎসবে তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় একটি স্মারক পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। চন্ডীপাঠ ও হোম সহযোগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী নিখিলানন্দ মহারাজ উৎসবের সূচনা করেন। উৎসবের তালিকাভুক্ত বহু অনুষ্ঠানের সঙ্গে পথ পরিক্রমা, নেতাজী জন্ম জয়ন্তী, সাধারণতন্ত্র বার্ষিকী, গুণিজন সম্বর্দ্ধনা, স্কাউট ক্রীড়া কৌশল, যোগব্যায়াম ও জিমন্যাষ্টিক্ প্রদর্শনী, ভারোত্তোলন, বসে-আঁকো, রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি ও সিন্‌হা'র পাঁচ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতাঞ্জলি, নাটক, নৃত্যনাট্য তথ্য কেন্দ্রের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবিধান ও বিশেষ প্রশংসা

অর্জ্জন করে। এই উৎসবে বহু খ্যাতনামা অতিথির উপস্থিতি আমাদের উৎসাহবর্দ্ধনে সহায়তা করে। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ্য সমিতিতে এই বছরেই বসে-আঁকো অঙ্কন প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয়।

সর্ব্বশ্রী কল্যাণ দে সরকার, রবীন মিত্র, সুব্রত চক্রবর্ত্তী ও বাবলু রায়ের গোমুখ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ইত্যাদি সাফল্য সহ অভিযান এবৎসরের একটি বিশেষ ঘটনা। কুমারী কল্যানী দত্ত চণ্ডীগড়ে সংগঠিত জাতীয় জিম্‌ন্যাষ্টিক্ প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্ব্বাচিত হন।

এই বৎসরে ফেব্রুয়ারীতে শ্রীস্বরাজ চ্যাটার্জী ইয়ং মেন্‌স্ ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পৈলানের ধ্যান আশ্রমে সংগঠিত সমাজসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

'দুর্গাপূজার সঙ্গে 'অন্নকুট' উৎসব এই বৎসর হ'তে প্রবর্ত্তিত হয়, আজও তা' অব্যাহত আছে।

১৯৭৮

শ্রীকল্যাণ দে সরকার জাতীয় পর্ব্বতারোহণ সমিতি কর্ত্তৃক 'নন্দাদেবী' অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হন। গোলরক্ষক হিসাবে ভারতীয় ফুটবলদলের দুরপ্রাচ্য ও অন্যান্য দেশ সফরে সমিতির সদস্য (যিনি মোহনবাগান ক্লাবের সভ্যও বটে) শ্রীসন্তোষ কুমার বসু অংশ গ্রহণ করেন।

এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীস্বরাজ চ্যাটার্জ্জী একবালপুরে সমাজসেবা বিষয়ে শিক্ষামূলক প্রদর্শনী সংগঠন করেন।

সমিতির সভ্যবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত শ্রীসত্যজিত রায় পরিচালিত 'অভিযান' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ সমিতির বিশেষ কৃতী সদস্যা কুমারী কল্যানী দত্তের নামোল্লেখ ও তাঁর কৃতিত্বের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান হয়তঅবান্তর হবেনা। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্য্যন্ত জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌স, যোগব্যায়াম, স্কুল গেম্‌স্ প্রভৃতির ক্ষেত্রে জেলা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ইনি অনন্য সাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন এবং নামমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে ২য় বা ৩য় স্থানাধিকারী হ'লেও অধিকাংশ স্থলে প্রথম স্থানের গৌরব অর্জ্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে উপর্য্যুপরি দু'বার 'ব্লু' লাভে সম্মানিত হন। এঁর প্রতিযোগিতার কয়েকটি ক্ষেত্র হ'ল ঃ— হাওড়া জেলা জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌স, হাওড়া জেলা যোগব্যায়াম, জাতীয় স্কুল গেমস্, আন্তঃ কলেজ জিমন্যাষ্টিক্‌স, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় জিমন্যাষ্টিক্‌স্, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌স্ ও জাতীয় জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌স্ ইত্যাদি।

১৯৭৯

গ্রাম বাংলার অভূতপূর্ব্ব বন্যায় ক্লিষ্ট ও আর্ত্ত জনগণের মধ্যে বিতরণের জন্য সমিতির সদস্য ও স্থানীয় সহৃদয় অধিবাসীদের নিকট হতে সংগৃহীত বস্ত্র পরিচ্ছদাদি, খাদ্য সামগ্রী ও অর্থ কলিকাতাস্থ ভারত সেবাশ্রম সংঘের সচিবের হস্তে প্রদান করা হয়।

কুমারী কল্যানী দত্ত গুজরাটে সংগঠিত (জুনিয়র) জাতীয় জিম্‌ন্যাষ্টিক্ প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য নির্ব্বাচিত হন। কুমারী রমা রায়চৌধুরী ও শ্রীগুণধর সাঁতরা বারানসীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় পশ্চিবাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং যথাক্রমে স্ব স্ব বিভাগে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেন।

শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় সমিতির স্কাউটস্‌রা হাওড়া সাঁতরাগাছিতে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা স্কাউটস্ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ ন্যাশন্যাল স্পোর্টস্ ইন্‌ষ্টিট্যুটের উদ্যোগে সংগঠিত জিম্‌ন্যাষ্টিক্ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমিতির জিম্‌ন্যাষ্ট শ্রীবিকাশ আদক যোগদান করেন।

সমিতির সহঃ সভাপতি ডঃ নিমাই সাধন বসু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন।

সমিতির বার্ষিক স্কাউট শিক্ষাশিবির এ বছর শিমূলতলায় অনুষ্ঠিত হয়। শিবির পরিচালক ছিলেন শ্রী কল্যাণ দে সরকার।

১৯৮০

কুমারী রমা রায়চৌধুরী ও শ্রীগুণধর সাতরা বাঙ্গালোর সংগঠিত জাতীয় যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং স্ব স্ব বিভাগে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ স্থানের অধিকারী হন। রাজ্য যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় কুমারী রমা রায়চৌধুরী ১ম স্থান ও মেট্রোপলিটান যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় কুমারী শম্পা ঘড়ুই ২য় স্থান দখল করেন।

সমতিরি প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, আজীবন সদস্য ও বর্ত্তমানে অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীধীরেন সরকার বৃটেনের কার্ডিফে সংগঠিত কমনওয়েলথ্ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় ভারোত্তোলক দলের ম্যানেজার নির্ব্বাচিত হন।

কার্য্যনির্ব্বাহী সভাপতি শ্রীশৈলেন সিংহ্ বারানসীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় অন্যতম বিচারক হিসাবে যোগদান করেন।

এ বছর হাজারিবাগ রোডে ৺সমর মিত্রের বাড়ীতে সমিতির বার্ষিক স্কাউট শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকল্যাণ দে সরকার শিবির পরিচালক ছিলেন।

১৯৮১

রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে সমিতি প্রাঙ্গনে দুই মাস ব্যাপী জিম্ন্যাষ্টিকের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হয় এবং এই প্রশিক্ষণে অন্যূন ৪০ জন বালক বালিকা যোগদান করেন।

শ্রীগুণধর সাঁতরা পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার যোগব্যায়াম শিক্ষাক্রমে সাফল্যের সঙ্গে উত্তর্ণ হন।

শ্রীগুণধর সাঁতরা ও কুমারী রমা রায়চৌধুরী হাওড়া জেলা যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করেন। এবং সর্ব্বশ্রী কল্যাণ সাহা ও কৃষ্ণ চন্দ্র সরকার কলকাতা মেট্রোপলিটান যোগ প্রতিযেগিতায় স্ব স্ব বিভাগে যথাক্রমে ১ম ও ৪র্থ স্থানের অধিকারী হন।

হাওড়া সর্ব্বোদয় মনিমেলা ও ষষ্ঠীতলা ব্যায়াম সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় শ্রীসোমনাথ দে ১ম স্থান অর্জ্জন করেন।

দেশে সমাজ কল্যাণ ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ হ'তে সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য ডাঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জ্জী ডাঃ বি.সি. রায় জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হন।

সর্ব্বশ্রী কৃষ্ণ আদক ও স্বপনমণি সরকার রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক রাষ্ট্রপতির রোভার্স সম্মানিকায় ভূষিত হন।

হরিয়ানার রোটকে অনুষ্ঠিত জাতীয় থ্রো বল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী পশ্চিমবঙ্গীয় দলের প্রশিক্ষক নিযুক্ত হন শ্রীকৃষ্ণ আদক।

১৯৮২

হাওড়া জেলা যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় আমাদের সমিতি দলগত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

সমিতির সভ্যবৃন্দ বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম, জিম্ন্যাষ্টিক্ ও যোগব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন ক'রে হাওড়া বাউরিয়ার অধিবাসীদের আনন্দ দান করেন।

জাপানের নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় দলের ব্যাবস্থাপক নিযুক্ত হন সমিতির অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীধীরেন সরকার।

১৯৮৩

কুমারী মৌসুমী ঘোষাল, সর্ব্বশ্রী জয়ন্ত রায় ও সৌমেন দে জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী পশ্চিমবঙ্গীয় দলের অন্তর্ভূক্ত হন।

দিল্লীতে সংগঠিত নবম এশিয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহী সভাপতি শ্রীশৈলেন সিংহ, সহঃ সভাপতিগণ শ্রীগোপাল খাঁড়া ও শ্রীধীরেন সরকার, আজীবন সদস্যবৃন্দ ডাঃ অরবিন্দ ঘোষ, ডাঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জ্জী, ডাঃ এম, এস, ঘোষ ও শ্রীপ্রতাপ সিংহ এবং সদস্য শ্রীদীপক দাস বিভিন্ন বিভাগে পর্য্যবেক্ষক, বিচারক বা ব্যবস্থাপক রূপে অংশ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ শ্রীশৈলেন সিংহ ১৯৫১ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারতের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তারূপে প্রতিনিধিত্ব করার দুর্লভ সম্মান লাভ করেন।

সমিতির উদ্যোগে এবছর সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের সুবর্ণ জয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। 'অন্নকূট' ও কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তবৃন্দের তৃপ্তি বিধানের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান ব্যতীত ও শতাধিক দুঃস্থ নরনারী ও শিশুদের মধ্যে বস্ত্র ও পরিচ্ছাদাদি বিতরণ করা হয়। দুর্গাপূজা উপলক্ষে এবারের স্মরণিকা বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল।

১৯৮৪

সমিতির অন্যতম সহঃ সভাপতিদ্বয় সর্ব্বশ্রী গোপাল খাঁড়া ও ধীরেন সরকার দ্বিতীয়বারের জন্য যথাক্রমে ভারতীয় ভারোত্তোলন সংস্থার সচিব ও নির্ব্বাচন তথা প্রশিক্ষণের চেয়ারম্যানের পদে নির্ব্বাচিত হন।

হাওড়ার আর্য্যসমাজে মে মাসে অনুষ্ঠিত অষ্টম জেলাভিত্তিক যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় কুমারী মৌ লাহিড়ী স্বীয় বিভেগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বার্ণপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রী জয়ন্ত রায়, দীপঙ্কর দে ও কুমারী মৌসুমী ঘোষাল পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। শ্রীজয়ন্ত রায় ও কুমারী মৌসুমী ঘোষাল স্ব স্ব বিভাগে দ্বিতীয় স্থান এবং শ্রীদে পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

সমিতির পৃষ্ঠপোষক ডঃ নিমাই সাধন বসু ইণ্ডিয়ান এশিয়াটিক সোসাইটির সহঃ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

এ বৎসর সমিতির সাহিত্য বিভাগের সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক অনুশীলন কেন্দ্র সংযুক্ত হয়। এখানে আগ্রহী কিশোর কিশোরী সভ্য সভ্যাদের আবৃত্তি, নৃত্য, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৯৮৫

হাওড়ার অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ক্লাব মাষ্টারর্স প্রশিক্ষণ শিবিরে সমিতির পাঁচজন সভ্য যোগদান করেন।

হাওড়া রেডক্রস, শিবপুর স্বামীজী মণিমেলা, হাওড়া সেন্ট টমাস স্কুল ও কলকাতা চিড়িয়াখানা কর্ত্তৃপক্ষের বিভিন্ন সময়ের আমন্ত্রণে সমিতির স্কাউটদল জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন।

আগষ্ট মাসে সমিতি প্রাঙ্গণে সংগঠিত হাওড়া জেলা পেট্রোল লিডার্স প্রশিক্ষণ শিবিরে সমিতির ১০ জন স্কাউট যোগদান করেন।

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌সে বয় স্কাউট এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সংগঠিত একটি মুক্ত শিবিরে সমিতির ২৭ জন স্কাউট অংশগ্রহণ করেন।

চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় শ্রীদীপঙ্কর দে পশ্চিমবঙ্গে'র প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

হাওড়ার আর্য্যসমাজে মে মাসে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় কুমার মৌ লাহিড়ী নিজ বিভাগে চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য শ্রী (বর্ত্তমানে প্রয়াত) অনিল কুমার মুখার্জ্জী হাওড়া মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হন।

সমিতির পৃষ্ঠপোষক ডাঃ এম, এস, ঘোষ বিদেশে সেজার্টস মেডিসিন সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা চক্রে যোগদান করেন।

ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসাবে সমিতির অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীগোপাল খাঁড়া পশ্চিম জার্মানীর ফ্র্যাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া সংগঠন ও পরিচালন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আলোচনাচক্রে যোগদান করেন।

এ বছর বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে শ্রীকল্যাণ দে সরকারের পরিচালনায় সমিতির বার্ষিক 'ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হয়। স্কাউট ও কাব সহ ৪১ জন সদস্য ক্যাম্পে যোগদান করেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্কাউট ও কাবেরা সমিতির প্রাঙ্গণে এক সন্ধ্যায় 'ক্যাম্পফায়ার' অনুষ্ঠান প্রদর্শন ক'রে সমবেত সকলকে আনন্দদান করেন।

১৯৮৬

শ্রীদিপঙ্কর দে, কুমারী মৌসুমী ঘোষাল, কুমারী সোমা রায় ও কুমারী বেবি রায় হাওড়ার শালকিয়ায় অনুষ্ঠিত জেলা যোগ ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় স্ব স্ব বিভাগে যথাক্রমে ১ম, ১ম, ৫ম ও ২য় স্থান অধিকার করেন। খিদিরপুরে বডি গার্ড লাইনে অনুষ্ঠিত রাজ্য যোগব্যায়াম প্রতিযেগিতায় শ্রীদিপঙ্কর দে ও কুমারী মৌসুমী ঘোষাল নিজ নিজ বিভাগে ১ম ও ৫ম স্থান লাভ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীদিপঙ্কর দে ১৯৮৪ হ'তে ১৯৮৬ সাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি ৩ বার জেলা সাব-জুনিয়র যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে জেলাভিত্তিক নজির স্থাপন করেন। অধিকন্তু শ্রীদে ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্য্যন্ত পর পর ৩ বার জাতীয় যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। আরও গৌরবের বিষয় যে, আকাশবাণীর প্রতিনিধি দু'পর্য্যায়ে শ্রীদিপঙ্কর দে'র সঙ্গে যোগব্যায়ামে তাঁর কৃতিত্বের প্রশ্নে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয় সাক্ষাৎকারই বেতারে যথারীতি (১২-৯-৮৬ ও ২০-১০-৮৬ তারিখে) প্রচারিত হয়।

আমতা ব্রতচারী ও যোগব্যায়াম শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় নিজ বিভাগে কুমারী সোমা রায় প্রথম স্থান লাভ করেন এবং মূল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায়ও প্রথম হবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন।

জাতীয় যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান অধিকারী শ্রীজয়ন্ত রায়কে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা জানান হয়।

বিভিন্ন শারীরিক অসুখে যৌগিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থায় 'যোগ চিকিৎসা কেন্দ্র' খোলা হয়।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 'সব পেয়েছির আসরে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সমিতির কিশোর সভ্যগণ অংশগ্রহণ করে। হাওড়া 'ব্রতী' ক্লাবের আমন্ত্রণে সমিতির ব্যাণ্ডদল তাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

হীরক-জয়ন্তীর প্রস্তুতিপর্ব্বের অঙ্গ হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন ২রা অক্টোবর সমিতির পুনর্গঠিত স্কাউটদল একটি চিত্তাকর্ষক পথ পরিক্রমার আয়োজন করেন। স্কাউটদলের সঙ্গে সমিতির অন্যান্য সদস্যরাও এই পদযাত্রার সামিল হন।

নিখিল ভারত বয় স্কাউটস্ সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা কর্ত্তৃক ক্ষুদিরাম ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত স্কাউট সমাবেশে সমিতির স্কাউটদলও যোগদান করেন এবং এঁরা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে রাজ্য সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রকের উদ্যোগে সংগঠিত 'ক্রীড়া দিবস' স্মারক মিছিলেও অংশগ্রহণ করেন। সমিতির সভ্য সর্ব্বশ্রীগৌর মোহন দাস ও চরণ দাস পাল নেতাজী ষ্টেডিয়ামে সংগঠিত স্কাউট প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন। সাঁত্রাগাছিতে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর প্রশিক্ষণ শিবিরে সমিতির ১৯ জন স্কাউটস্ অংশ গ্রহণ করেন এবং ঝিঁকিরায় সংগঠিত একদিনের জেলা স্কাউটস্ শিক্ষাশিবিরে সমিতির ১০ জন সভ্য যোগ দেন।

কথক, ভরতনাট্যম্ ইত্যাদি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগের অধীনে একটি নৃত্য-গীত শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়।

সমিতির অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীগোপাল খাঁড়া বাংলাদেশের ঢাকায় সংগঠিত দক্ষিণ এশিয় ফেডারেশনের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ভারতীয়দলের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। সিওলে অনুষ্ঠিত দশম এসিয়াডেও তিনি ভারতীয় দলের অন্যতম পরিচালক ছিলেন।

জাতীয় যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় স্বীয় বিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকারিণী ফ্রেণ্ডসক্লাবের কুমারী কাকলি সরকারকে সমিতি প্রাঙ্গণে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জানান হয়।

আগষ্ট মাসে রামরাজা বিজয়ার দিন হাওড়া রেডক্রশের আহ্বানে সমিতির স্কাউটস্ দল স্বেচ্ছাসেবীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করে।

ঐ মাসেই ভারত সরকারের অধীন ফিল্ড পাবলিশিটি বিভাগের সৌজন্যে সমিতি প্রাঙ্গণে দুই দিন তথ্য ও শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয়।

৩১শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া পর্ষদ কর্ত্তৃক আয়োজিত 'শান্তির উদ্দেশ্যে দৌড়' অনুষ্ঠানে সমিতির ৩০ জন সভ্য অংশগ্রহণ করেন।

২রা অক্টোবর হ'তে ৩ দিন ব্যাপী বয় স্কাউটদের একটি শিক্ষাশিবির (রাজ্যভিত্তিক) বোলপুরের শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির স্কাউট ও কাবদল এই শিবিরে যোগদান করেন। শ্রীশৈলেন সিংহ ছিলেন দলনেতা।

সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই পূজার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সম্পাদক রাসবিহারী সিংহের মৃত্যুর কারণে পূজার সকল আড়ম্বর ও আনন্দানুষ্ঠান সাধারণ ভাবে বর্জ্জন করা হয়।

এ বৎসর বাটা সু কোং ও ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ সিংহ, শ্রীমতী মণিমালা সিংহ, শ্রী শৈলেন সিংহ ও শ্রীগুরুপ্রসাদ দত্ত প্রমুখ শুভানুধ্যায়ীগণ সঞ্চিত গ্রন্থরাজির কিয়দংশ দান ক'রে সমিতির গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন। আমরা এঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

১৯৮৭ — হীরক জয়ন্তী বর্ষ

বিঘ্নসমাকীর্ণ দীর্ঘপথ উত্তীর্ণ হয়ে সমিতি ৬০ বৎসরে পদার্পণ করল। সমিতির বৈচিত্র্যবহুল ইতিহাসে 'হীরক জয়ন্তী' এক বর্ণময় অধ্যায়ের সংযোজন।

হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বশ্রী অশোক সেন, অজিত পাঁজা, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী এবং রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করেন।

মর্য্যাদাবহ সাড়ম্বর এক দীর্ঘ কর্মসূচী নিয়ে ১লা জানুয়ারী হতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী, এই সময়কালের মধ্যে দু'টি পর্য্যায়ে জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়।

চণ্ডীপাঠ সহ মাঙ্গলিক ক্রিয়াদির মধ্য দিয়ে ১লা জানুয়ারী সকাল ৮টায় উৎসবের সূচনা। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটায় জয়ন্তীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের শ্রীসৎ স্বামী বিজয়ানন্দজী মহারাজ। শ্রী শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ নিঃসৃত ভক্তিসঙ্গীতে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

সমগ্র হীরক জয়ন্তী উৎসব ছিল শারীরিক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনমূলক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচী সমৃদ্ধ, যার মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠান উল্লেখ্য যথা — টর্চ দৌড়, পদযাত্রা, স্কাউটদের ক্রীড়াকৌশল, রাজ্য লোকসঙ্গীত শাখার লোকসঙ্গীত ও নৃত্য, আবৃত্তি, শ্রী জগন্নাথ ও শ্রীমতী উর্মিলা বসুর শ্রুতিনাটক, শ্রী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুমিত্রা সেনের রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্রী শক্তি ঠাকুরের আধুনিক গান, নৃত্যনাট্য 'কালমৃগয়া', হারমোনিক্সের নৃত্যনাট্য 'বিজয়িনী বন্দিতা', সমিতির সঙ্গীত-নৃত্যশাখার 'ছড়ার গানের নাচ', জ্ঞানেন্দ্র অপেরার 'পুতুল নাচ', মূকাভিনয়, রাজ্য পুলিশ ব্যাণ্ড, সব পেয়েছির আসরের শারীরিক ক্রীড়া ও ব্রতচারী নৃত্য, প্রফুল্লতীর্থের 'সাধনপথে শ্রী রামকৃষ্ণ' নাটিকা, নিউথিয়েটার্স গ্রুপ অভিনীত নাটক 'গাব্বুখেলা', চিত্রে 'সমিতির ক্রমবিকাশ' প্রদর্শনী, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিষয়ক মডেল প্রদর্শনী এবং 'গুণিজন' সম্বর্ধনা প্রভৃতি।

বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানগুলিতে ক্রীড়া জগৎ, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বৃত্তের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সভাপতি, প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন, যাঁদের ভাষণ ও পরামর্শ যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং সার্বিকভাবে অনুষ্ঠানগুলিকে সমৃদ্ধ ও অর্থবহ ক'রে তুলেছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন — ডঃ নিমাই সাধন বসু (বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য), শ্রী প্রভাস রায় (Dist. Comr. Boy Scouts), উমা খান (Regional Tr. Comr. Boys Scouts Assn.), 'অর্জুন' শ্রী লক্ষ্মীকান্ত দাস, শ্রী রবীন্দ্র আগরওয়াল (Chairman, E. I. Motion Picture Asson.), শ্রী পার্থ ঘোষ (আকাশবাণী), শ্রী শান্তিপ্রিয় ব্যানার্জী (ক্রীড়া সাংবাদিক), শ্রী প্রসূন মুখার্জী I.P.S. (Supdt. of Police, How.), ডাঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জী (সভাপতি Indian Asson. of Sports Medicine, How.), শ্রী অম্বিকা ব্যানার্জী (M.L.A.), শ্রী রমেন ভট্টাচার্য্য I.P.S. (Inspector General of Police), শ্রী বালচন্দ্রন (Distt. Magistrate) এবং শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী (ক্রীড়া সাংবাদিক, অমৃতবাজার) প্রমুখ।

২রা জানুয়ারী হাওড়া পুরসভার মেয়র শ্রী অলোকদূত দাসের পৌরোহিত্যে সমিতির ৬০তম বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

All India Boy Scouts Asson.-এর State Commr. শ্রী দেবসাধন বসুর সভাপতিত্বে স্কাউটস্‌দের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শিত হয়।

১১ই জানুয়ারী ৩৭তম শিবসাধন স্মৃতি ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা, 'যেমন খুশি আঁকো' এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা (১ম পর্ব) সম্পন্ন হয়।

১৩ই জানুয়ারী 'আকাশবাণী'র শ্রী পার্থ ঘোষের পৌরোহিত্যে 'রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি' প্রতিযোগিতা বিশেষ মর্য্যাদাপূর্ণ বাতাবরণে উৎসাহ ও আগ্রহের সঙ্গে নিষ্পন্ন হয়।

৬ই ফেব্রুয়ারী Women's রাজ্য ভারোত্তলন, ৭ই এবং ৮ই ৫৭তম Eastern India ভারোত্তলন প্রতিযোগিতা সমিতি প্রাঙ্গণে পর্য্যাপ্ত আড়ম্বর ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী হাওড়া জেলা জিম্‌ন্যাষ্টিক চ্যাম্পিয়নশিপ সমিতির ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

১৯৮৮ — সমিতির ক্রমবিকাশ

সমিতির বর্ষব্যাপী কর্মকাণ্ড বিবৃত করার প্রারম্ভে একটি অপ্রত্যাশিত অঘটনের কথা গভীর বেদনার সঙ্গে উল্লেখ অনিবার্য। সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত চিকিৎসক, সমিতির জন্মাবধি সকল ঘটনার সাক্ষী, সর্বকালীন সুখদুঃখের সাথী এবং আমাদের সবার অভিভাবকপ্রতিম ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ সিংহ ১৫ই জানুয়ারী সবাইকে চিরতরে ত্যাগ করে অনন্ত ধামে প্রস্থান করেন। শুধু এই সমিতি নয় হাওড়ার বিভিন্ন শিক্ষা, চিকিৎসক ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি হাওড়া পুরসভার কমিশনারও ছিলেন। সমিতিতে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁর কাছে সমিতির ঋণ অপরিশোধ্য। এই বছরেই সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য পূর্ণেন্দু শেখর মজুমদার স্বল্পকালীন রোগভোগের পর পরলোক গমন করেন। সমিতিকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন যা সমিতির ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭তে ৫৭তম পূর্বভারত ভারোত্তলন প্রতিযোগিতা যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বভারতের বিভিন্ন রাজ্য ছাড়াও Eastern Rly., S.E. Rly. এবং Steel Plants প্রতিযোগীরাও অংশগ্রহণ করে। S.E. Rly. ১৯৮৭ সালের Team Champion হয়। পরবর্তী বছর হতে এই প্রতিযোগিতা আর রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতির ব্যবস্থাপনায় এ রাজ্যে করা যাবে না, এই মর্মে সারাভারত ভারোত্তলন সংস্থার উর্দ্ধতন পদাধিকারীর কাছ থেকে অজ্ঞাত কারণে আকস্মিকভাবে এক নির্দেশ আসে। মহিলাদের রাজ্য ভারোত্তলন প্রতিযোগিতাও এই বছর সমিতির ব্যবস্থাপনায় শেষ বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়।

শিবসাধন স্মৃতি ৫-মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় ১৪ই ফেব্রুয়ারী যথেষ্ট উৎসাহের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে মগরার Md. Sakir Hossian Laskar প্রথমস্থান লাভ করেন। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে ক্যারাটে ও জুডো প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

কিশোর সভ্যদের মধ্যে একটি ফুট-টেনিশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রী রমেশ দেবনাথ ও শ্রী হৃষিকেশ মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে যোগব্যায়ামে সমিতি উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করে। শ্রী দীপঙ্কর দে 'যোগকুমার' শিরোপা অর্জন করেন। শ্রী দীপঙ্কর দে ও শ্রী ভবানী সরকার জাতীয় যোগ প্রতিযোগিতায় (রাঁচীতে অনুষ্ঠিত) ৪র্থ স্থান লাভ করেন। সমিতির পরিচালনায় একটি যোগ-নিরাময় কেন্দ্র চালু করা হয়।

কার্য্যনির্বাহী সভাপতি শ্রী শৈলেন সিংহ হাওড়া জেলা ভারোত্তলন সংস্থার সভাপতি ছাড়াও Boy Scouts Association কর্তৃক Asst. Commissioner নির্বাচিত হন। Chairman শ্রী শৈলেন সিংহ,

Scout Master শ্রী মোহিনীমোহন কোলে এবং শ্রী গৌর মোহনদাসের তত্ত্বাবধানে ৩০ জন Scouts এবং ৪০ জন Cubs শিক্ষার্থী আছে।

হাওড়া ময়দানে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঋষি অরবিন্দের প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচনের অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলারক্ষায় সাহায্যের জন্য সমিতির Scouts দল আমন্ত্রিত হয়। ডিসেম্বর '৮৭তে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত State Training Camp-এ একজন Scout Master ও ১৬ জন স্কাউটস্ যোগদান করেন। স্কাউট্স্ অ্যাসোসিয়েশন-এর হাওড়া জেলা শাখার Athletic Meet-এ সমিতির ২০ জন স্কাউট্স্ অংশগ্রহণ করেন এবং ঐ শাখার উদ্যোগে কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলিতে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণে ২৫ জন Cubs যোগ দেন।

সমাজসেবা বিভাগের সহযোগিতায় অন্যূন ৩৫টি স্থানীয় দুঃস্থ পরিবার নিয়মিত আর্থিক ও অন্যান্য আনুকূল্য লাভ করে। এছাড়াও স্থানীয় দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের কন্যার বিবাহে, পরিবারভুক্ত অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসায়, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করে। এই বছর হাওড়ার রামকৃষ্ণ সংঘে সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য ১০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

পূজার সময় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে যথারীতি বস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি বিতরণ করা হয়। এই বিষয়ে শ্রী অম্বিকা ব্যানার্জী M.L.A. ডাঃ দুলাল পালের সাহায্যদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ সিংহ সমিতির ব্যবহার্য কিছু আসবাব দান করে সমিতির কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

সাহিত্য বিভাগের সভাপতি শ্রী রবীন্দ্র নাথ সিংহের পরিচালনায় পাথেয় অভিদায় একটি হস্তলিখিত পত্রিকা পূজার সময় প্রকাশিত হয়। লেখকরা সমিতির বিভিন্ন বয়সের সদস্যবৃন্দ।

বসে-আঁকো প্রতিযোগিতায় (ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮) অন্ততঃ ১০০ জন কিশোর কিশোরী যোগদান করে।

কিশোরী সদস্যদের ধ্রুপদী সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞা পরিচালিকার তত্ত্বাবধানে একটি পৃথক বিভাগ শুরু হয়েছে।

সার্বজনীন দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজাও যথাযথ উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। দুঃস্থ পরিবারদের মধ্যে যথারীতি বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়।

এই বৎসর আমাদের পৃষ্ঠপোষক ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী 'ধন্বন্তরী' উপাধি লাভ করেন এবং শ্রী রঘুনাথ দে Bharat Chambers of Commerce-এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৮৯

পূর্ববছরের মতো এবারও নেতাজী সুভাষ, রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজী জন্মজয়ন্তী ও স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র দিবস যথাযথ মর্য্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। ৬১তম বার্ষিক উৎসব সমিতির সভ্যসভ্যাদের বিভিন্ন ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী দীপ মুখার্জী।

এবছর আমাদের আজীবন সদস্য গোপাল বসুমল্লিক, যিনি সমিতির জন্মলগ্ন হতেই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন, তাঁকে চিরতরেই হারাই এবং হারাই আরও এক কর্মব্রতী উৎসাহী তরুণ আজীবন সদস্যকে নাম যাঁর সমর বসু।

বহিঃক্ষেত্রে খো খো, কাবাডি, ফুটটেনিস নিয়মিত খেলা।

হৃষিকেশ মণ্ডলের অধীনে ২০ জন কিশোর কিশোরীর জিমন্যাস্টিক প্রশিক্ষণ লাভ। কৃষ্ণ সরকারের

দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগব্যায়াম শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজ্য প্রতিযোগিতায় অশোক প্রসাদ, রাজ্য প্রতিযোগিতায় দীপঙ্কর দত্ত ও শর্মিষ্ঠা দাসের যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার। দীপঙ্কর ও ভবানী সরকার রাজ্য প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান প্রাপ্ত হয় এবং জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়। হরিয়ানায় জানুয়ারী ১৯৮৯-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় দীপঙ্কর ৪র্থ স্থান লাভ করে।

ঘরোয়া ক্রীড়া ক্যারম, তাস, দাবা, টেবিল টেনিস ইত্যাদিতে সদস্যগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। শিবসাধন স্মৃতি ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা ১৪ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। মোহনবাগান অ্যাথেলেটিক ক্লাবের অজিত হাজরা ১ম স্থান অধিকার করে। সমিতির সভ্যদের মধ্যে দীপক ব্যানার্জী ১ম স্থান লাভ করে। বিগত ৪৭ বছর ধরে সমিতির উদ্যোগে E.I.W.L. প্রতিযোগিতা সার্বিক সাফল্যের সঙ্গে সমিতি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবার পর ভারতীয় W.L. সংস্থার নির্দেশে অজ্ঞাত কারণে এবৎসর হতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে।

গৌরমোহন দাস ও অর্পণ রায় হাওড়া জেলা বয় স্কাউট্‌স্ অ্যাসোসিয়েশনের যথাক্রমে Treasurer ও Quarter Master নির্বাচিত। ডিসেম্বরে ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত রাজ স্কাউট্‌স্ শিবিরে সভাপতি শৈলেন সিংহের নেতৃত্বে ২৭ জন স্কাউট্‌স্ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। উৎপল ঘোষ, অর্পণ রায়, দীপক ব্যানার্জী ও অনুপম ঘোষ Cub Master-এর Warrant লাভ করেন। শ্রী শৈলেন সিংহের নেতৃত্বে ৩৩ জন স্কাউটস্ ও ২ জন অফিসিয়াল আমতা খড়িয়পে অনুষ্ঠিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন।

পূর্ব্বাপর বছরের মতো এ বছরেও সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে যথারীতি ৩০টি দুঃস্থ পরিবারকে নিয়মিত সাহায্য দান ও পূজার সময় অন্যূন ২০০ জন দরিদ্র ও নিঃসহায় পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের মধ্যে বস্ত্র ও পরিচ্ছদ বিতরণ অব্যাহত থাকে।

সার্বজনীন দুর্গাপূজার সময় কিশোর সদস্যগণ কর্তৃক বীরাষ্টমী অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়। এবছর সরস্বতী পূজার হীরক জয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে হস্তলিখিত পত্রিকা 'পাথেয়' পূজার সময় প্রকাশিত হয় এবং সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

জুন মাসে রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা প্রায় ৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন রুচির পাঠকদের শিক্ষা ও শিশু বিকাশ বিনোদনের জন্য এ পর্য্যন্ত প্রায় ৬০০০ হাজার বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ সংগৃহীত আছে।

এই বছরই সমিতির পৃষ্ঠপোষক শ্রী রঘুনাথ দে I.F.A. সভাপতি এবং আজীবন সদস্য শ্রী গোপাল খাঁড়া Indian Olympic Association -এর সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৯০

সমিতির বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২৬শে জানুয়ারী। সমিতি ও সেতু হোসিয়ারী সংস্থার যৌথ সহযোগিতায় ১৪ই জানুয়ারী ৪০তম বার্ষিক 'শিবসাধন স্মৃতি দৌড় প্রতিযোগিতা' নিষ্পন্ন হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৭৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে শ্রী অজিত হাজরা প্রথম স্থান লাভ করেন এবং সমিতির সদস্যদের মধ্যে শ্রী দীপক ব্যানার্জী প্রথম হন।

শ্রী উমা খাঁর দক্ষ অভিভাবকত্বে দীঘায় অনুষ্ঠিত Scout Master's Training Camp-এ সর্বশ্রী

উৎপল ঘোষ, অপর্ণ রায় ও দীপক ব্যানার্জী সাফল্য লাভ করেন, ১৫ই আগষ্ট শ্রী শৈলেন সিংহের নেতৃত্বে ৪০ জন স্কাউটস্ পল্লীর পথসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। জেলা Qr. Master ও Cub Master শ্রী অরুণ নাগের পরিকল্পনায় প্রজ্ঞানন্দ হাইস্কুলে জেলা Sixers Training Camp অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়ার ঝিকিরায় সমিতির ৫৩তম Camp অনুষ্ঠিত হয়। ৬০ জন স্কাউট্স্, কাব্স্ ও অফিসিয়াল যোগদান করেন। শ্রী হৃষিকেশ মণ্ডল ও শ্রী উৎপল ঘোষ যথাক্রমে Camp Chief ও Dy. Camp Chief ছিলেন। ঝিকিরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রী সতীশ চন্দ্র খাটুয়া আন্তরিক সাহায্যদান করেন। ৭ই জানুয়ারী অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি প্রাঙ্গণে জেলা কাবস্ মিট অনুষ্ঠিত হয়, রাজ্য Asstt. State Commr. শ্রী শৈলেন সিংহের উপস্থিতিতে ঝিকিরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী সতীশ চন্দ খাটুয়াকে Grand Howl দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

যোগ ব্যায়ামে অন্ততঃ ১৫০ জন শিক্ষার্থী শ্রী কৃষ্ণ সরকারের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত অনুশীলনরত। সোনারপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্য প্রতিযোগিতায় শ্রী দীপক মিত্র, শ্রী অশোক প্রসাদ ও কুমারী শর্ম্মিষ্ঠা দাস স্ব স্ব শ্রেণীতে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করেন। অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতিতে অনুষ্ঠিত All Bengal যোগসুন্দর প্রতিযোগিতায় শ্রী দীপঙ্কর দে এবং শ্রী রাজীব দত্ত নিজ নিজ শ্রেণীতে যথাক্রমে ১ম ও ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

শ্রী হৃষিকেশ মণ্ডলের অধীনে ২০ জন কিশোর কিশোরী জিমন্যাস্টিক্স্ অনুশীলন করেন।

কিশোর ও তরুণ সদস্যরা হ্যাণ্ডবল, খো-খো ও কাবাডি ইত্যাদি খেলায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন। 'সব-পেয়েছির আসরের' শ্রী সুবীর গাঙ্গুলী এসব ক্রীড়ায় সদস্যদের উপযুক্ত সহায়তাদান করেন্। দু'জন সদস্য 'সব পেয়েছির আসরের' অভিজ্ঞান ও শংসাপত্র লাভ করেন। শ্রী অর্পণ রায়ের পরিচালনায় ৩০ জন সদস্য জাগরণ ও সুভাস পল্লীতে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেন। ২৩ জন সদস্যের একটি দল সালকিয়া থেকে বেলুড় 'জহর জ্যোতি র‍্যালি'তে অংশগ্রহণ করেন। ৪০ জন সদস্য নেহেরু শতবার্ষিকী উৎসবেও যোগদান করে সমিতির জাতীয়তাবোধের সাক্ষ্য বহন করেন।

এই বৎসর দুর্ভাগ্যবশতঃ আজীবন সভ্য ডাঃ অনিল কুণ্ডু ও কিশোর সভ্য কৌশিক বিশ্বাসের অকালমৃত্যু আমাদের মর্মাহত করে।

সমাজ সেবা বিভাগ ও পূজা বিভাগের কর্মসূচী পূর্বাপর বৎসরের অনুরূপ ছিল। 'বীরাষ্টমী' যথাযথ মর্য্যাদার সঙ্গে পালিত হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালনায় 'পাথেয়' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কাসুন্দিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সহায়তায় ২২শে জানুয়ারী বসে আঁকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২৫০ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থাও অসংহত থাকে।

এই বৎসর সমিতির পৃষ্ঠপোষক ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী কলকাতার সেরীফ নিযুক্ত হন। সমিতির অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রী গোপাল খাঁড়া ও শ্রী ধীরেন সরকার কমনওয়েলথ ম্যানেজার নির্বাচিত হন। ৬৩তম বার্ষিক উৎসব ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯০তে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপীত হয়।

১৯৯১

কাসুন্দিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সৌজন্যে ও সমিতির উদ্যোগে শিবসাধন বসু দৌড় প্রতিযোগিতা ১৭ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। ৬০ জন পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীর মধ্যে শ্রী বিকাশ সরকার ১ম স্থান অধিকার করেন। ২০ জন সফল প্রতিযোগী পুরস্কৃত হন। সমিতরি সদস্য প্রতিযোগীদের মধ্যে শ্রী দীপক

ব্যানার্জী ১ম হন।

হাওড়া জেলা বয় স্কাউট্‌স্ অ্যাসোসিয়েশনের শ্রী শৈলেন সিংহ চেয়ারম্যান সহ সমিতির আরও কয়েকজন সদস্য ১৯৯০-৯১ সালের জন্য বিভিন্ন উচ্চপদে নির্বাচিত হন। শ্রী শ্যামসুন্দর মুখার্জী, সুব্রত দত্ত, উৎপল ঘোষ ও অর্পণ রায়ের তত্ত্বাবধানে ১৯-২০মে তে গড়ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন শিবিরে ৫৫ জন স্কাউট্‌স্, রোভার্স, কাব্‌স্ ও কয়েকজন অভিভাবক যোগদান করেন। H.I.T. Park-এ অনুষ্ঠিত Swimming classes-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শ্রী গৌরমোহন দাসের তত্ত্বাবধানে এবং সর্ব্বশ্রী অর্পণ রায়, উৎপল ঘোষ, অনুপম ঘোষ ও জয়ন্ত চৌধুরীর পরিচালনায় ৪১ জন স্কাউট্‌স্ ও কাব্‌স্ শারীরিক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করে। ২৬শে হতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রী শৈলেন সিংহ, বিভূতি সাহা প্রমুখ প্রবীন সদস্যদের তত্ত্বাবধানে ঘাটশিলায় (মুসাবনি) ৫৪তম বার্ষিক শিবির অনুষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় বাসিন্দা শ্রী দুর্গাদাস ব্যানার্জীর কাছে এই সময় যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

শ্রী রমেশ দেবনাথ, শ্রী কৃষ্ণ সরকার ও শ্রী অলোক গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণে যথেষ্ট গতি সঞ্চারিত হয়। আন্দুলে অনুষ্ঠিত All Bengal Yogabayam Contest-এ কুমারী কঙ্কণা সিংহ, কুমারী সর্ব্বাণী সরকার ও শ্রী অলোক গোস্বামী নিজ নিজ বিভাগে যথাক্রমে ১ম, ৫ম ও ৩য় স্থান অধিকার করেন। জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা Championship প্রতিযোগিতায় শ্রী জয়ন্ত রায়, অলোক গোস্বামী ও কুমারী কঙ্কণা সিংহ যথাক্রমে ১ম, ৩য় ও ৪র্থ স্থান লাভ করেন। বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত রাজ্য championship প্রতিযোগিতায় কুমারী করুণা সিংহ ৩য় হন এবং আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন।

টেবিল টেনিসে শ্রী সুকুমার অধিকারীর সুদক্ষ প্রশিক্ষণের ফলে অন্যান্য শিক্ষার্থীর মধ্যে সর্ব্বশ্রী রণদীপ মিত্র (Cadet team), অভিজিৎ সাহা, অসিত মণ্ডল, সোমশঙ্কর চ্যাটার্জী, শুভদীপ কর এবং সুমন দে হাওড়া জেলা Club championship, ক্ষুদিরাম অনুশীলনকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত রাজ্য club championship, জেলা স্কুল championship, রাজ্য স্কুল championship প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করে পুরস্কৃত হন। সর্ব্বশ্রী শুভদীপ ও সুমন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে B.T.T.A'র ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন শিবিরে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য নির্বাচিত হন।

সাহিত্য বিভাগের পরিচালনায় রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কলকাতা হাওড়ার প্রায় ৬০ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীও যথাযথ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে মর্য্যাদার সঙ্গে পালিত হয়।

এবার পূজার সময় অন্যূন ১১০ দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র পরিচ্ছদাদি প্রদান করা হয়। বীরষ্টমী উদ্‌যাপন ব্যতীত ও বিজয় সম্মিলনীতে শ্রী কাজল রায়ের পরিচালনায় সভ্যগণ কর্তৃক অভিনীত 'রক্ত সাক্ষর' নাটক পরিবেশিত হয়।

এসব ঘটনার আবর্তেও কয়েক শোকবিধুর ঘটনাও আছে। সমিতির আজীবন সদস্য নিতাই হাজরা, সুকুমার দে সরকার, ডাঃ সতেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, দেব কুমার দত্ত, আনন্দ মোহন বড়াল এবং ডাঃ সুধাংশু শেখর সরকার চিরকালের জন্য আমাদের ত্যাগ করে অনন্তধামে প্রস্থান করেন এবং আমাদের হৃদয়কে স্মৃতি ভারাক্রান্ত করে রেখে যান।

এই বছর আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য ডাঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জী 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হন। সমিতির অন্যতম সহঃসভাপতি শ্রী গোপাল খাঁড়া, যিনি Indian Olympic Association-এর কার্য্যকরী

সমিতির একজন নির্বাচিত সদস্যও বটে, বেজিং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়াডে ভারতীয় ভারোত্তলন প্রতিযোগী বাহিনীর ম্যানেজার নিযুক্ত হন। আজীবন সদস্য শ্রী নন্দগোপাল বসু C.A. কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ Asian Veteran Athletic championship-এ ম্যারাথন রেসে ১২শ স্থান, ১৯৯০ ও '৯১ অনুষ্ঠিত National Vateran Atheletic Championship-এ ১০,০০০ মিটার দৌড়ে ৩য় স্থান লাভ করেন এবং ১৯৯১ সালে Turku, Finlond-এ অনুষ্ঠিত World Veteran championship-র জন্য প্রতিযোগী নির্বাচিত হন। আলোচ্য বর্ষে হ্যাণ্ডবল খেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৫ জন সদস্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রী অনুপম ঘোষ, অরুণ পাল, অসিত পাল, পিন্টু মণ্ডল ও জয়ন্ত চৌধুরী কলকাতায় অনুষ্ঠেয় হ্যাণ্ডবল লিগ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হন।

'সব-পেয়েছির আসরে'র শ্রী সুবীর গাঙ্গুলীর পরিচালনায় 'খো-খো', ড্রিল ইত্যাদির নিয়মিত অনুশীলন অব্যাহত আছে। হাওলা জেলা 'খো-খো' প্রশিক্ষণ শিবির সমিতি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এবং কুমারী রমা চ্যাটার্জী ও কুমারী সর্ব্বাণী সরকার সহ আরও ৬ জন শিক্ষার্থী ধুবুলিয়ায় আয়োজিত আন্তঃ রাজ্য 'খো-খো' championship প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলার প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। লিলুয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তঃ জেলা subjunior খো-খো প্রতিযোগিতায় আমাদের কয়েকজন সদস্য যোগদান করেন।

১৯৯২

সমিতরি ৬৪তম বার্ষিক উৎসব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Sports and Youth Services বিভাগের Programme Cordinator শ্রী শম্ভুনাথ মল্লিকের পৌরোহিত্যে ২রা জুন যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ চন্দন রায়চৌধুরী।

১৬ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় সমিতির বার্ষিক খেলাধুলা। পশ্চিমবঙ্গ Road Race Association-এর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী কালী সিং এর সভাপতিত্বে এবং কাসুন্দিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সৌজন্যে ৪২তম শিবসাধন স্মৃতি দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রী দেওকান্তলাল ছিলেন প্রধান অতিথি। স্ত্রী পুরুষ ৬৪জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। সফল প্রতিযোগীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। সমিতির সদস্য প্রতিযোগীদের মধ্যে শ্রী দীপক ব্যানার্জী প্রথম হন। Indian Olympic Association এর Executive Committee-র সদস্য এবং Indian Weght Lifting Federation-এর সম্পাদকের হাত হতে সফল প্রতিযোগী (যাঁরা দৌড় সম্পূর্ণ করেন) শংসাপত্র গ্রহণ করেন।

১৪ই জুলাই সর্বশ্রী মোহিনী কোলে, উৎপল ঘোষ, অর্পণ রায় ও জয়ন্ত চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে সলপে একদিনের শিবিরে ১৩ জন Cub যোগ দেন। ১লা সেপ্টেম্বর শ্রী অর্পণ রায় ও শ্রী উৎপল ঘোষের নেতৃত্বে ৪০ জন স্কাউটস্, কাব্স্ ও রোভার্স অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতিতে অনুষ্ঠিত State Rally তে অংশগ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমাদের সভাপতি শ্রী শৈলেন সিংহ। সমিতির ৪৫ জন স্কাউট্ ও কাব্স্ ২৪শে নভেম্বর জাতীয় সেবাদলের বিজয়া সম্মিলনীর Rally তে যোগ দেন। ১৫ই ডিসেম্বর সাঁতরাগাছিতে অনুষ্ঠিত রাজ্য Scouter Meet-এ সমিতির স্কাউটার সর্বশ্রী মোহিণী কোলে, গৌর মোহন দাস ও উৎপল ঘোষ অংশ গ্রহণ করেন। ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত রাজ্য Scouts camp-এ সর্বশ্রী গৌরমোহন দাস ও উৎপল ঘোষের নেতৃত্বে সমিতির ৩০ জন স্কাউট্স্ ও কাব্স্ যোগদান করেন। সমিতি প্রাঙ্গণে ১৮ই জানুয়ারী ৯২তে Parents Day Cum Rally অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে স্কাউট্স্দের অভিভাবকগণও উপস্থিত থেকে সদস্যদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ২৮শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত রাজ্য championship-এ সমিতির Scouts Petrol ৩য় স্থান ও Cub pack ৫ম স্থান লাভ করে।

শ্রী রমেশ দেবনাথ ও শ্রী দেবাশিস মুখার্জী সহ শ্রী হৃষিকেশ মণ্ডলের পরিচালনায় যথাক্রমে যোগ ব্যায়াম ও জিম্‌ন্যাস্‌টিক্‌সের কার্য্যধারা অব্যাহত। যোগব্যায়ামে শ্রী জয়ন্ত রায় ও শ্রী অশোক প্রসাদ জেলা ও রাজ্য প্রতিযোগিতায় উচ্চ স্থান লাভ করেন।

শ্রী সুকুমার অধিকারীর পরিচালনাধীন টেবিল টেনিসে সর্ব্বশ্রী সুমন দে ও শুভদীপকর রাজ্য Championship Cadet গ্রুপে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হন। Sports Authority of India-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Sports Talent প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য নির্বাচিত হন। অনূর্দ্ধ ১২ বছর বয়সের বিভাগে সর্ব্বশ্রী সৌমিক সাহা। মৃণ্ময় দে সরকার, সুমন দে, শুভদীপ কর এবং অমিয় প্রামাণিক জেলা ও রাজ্য প্রতিযোগিতায় উত্তম ফল প্রদর্শন করেন। Writers' Building-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Office Sports Federation প্রতিযোগিতায় শ্রী রঞ্জিত রায় Semi Final পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হন এবং ব্যক্তিগতভাবে Champion হন। সাব-জুনিয়ার বিভাগে জেলা চ্যাম্পিয়ন এবং জেলা স্কুল প্রতিযোগিতায় শ্রী সোমশঙ্কর চ্যাটার্জী যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হন। রাজ্য প্রতিযোগিতায় শ্রী সাহা ও শ্রী চ্যাটার্জী যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ৮ম স্থান লাভ করেন।

রাইটার্স বিল্ডিং-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Open Tournament এবং রাজ্যস্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শ্রী সৌমিক সাহা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। শ্রী সোমশঙ্কর চ্যাটার্জী রাজ্য প্রতিযোগিতার সাব-জুনিয়ার বিভাগে হাওড়া জেলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন এবং ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের B.T.T.A পরিচালিত কোচিং ক্যাম্পে সারা বছরের জন্য মনোনীত হন।

নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য 'খো-খো' প্রতিযোগিতায় সমিতির সদস্যা কুমারী রমা চ্যাটার্জী ও কিশোর সদস্য সর্ব্বশ্রী সোমনাথ দাস, দীপঙ্কর ঘোষ এবং অসিত মণ্ডল হাওড়া জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন। বালিকা বিভাগ এই প্রতিযোগিতায় রানার-আপ হয়।

সাহিত্য বিভাগের পরিচালনায় রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং পূজা বিভাগের উদ্যোগে পুজোর সময় বীরাষ্টমী যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়া সম্মিলনীতে শ্রী কাজল রায়ের পরিচালনায় সভ্যগণ কর্তৃক 'শত্রু' নাটিকা প্রদর্শিত হয়। সমিতির আজীবন সদস্য শ্রী সত্যনারায়ণ দাস সঙ্গীত পরিচালনা করেন। সমাজসেবা বিভাগের কার্য্যধারা পূর্বানুরূপ।

শোকের আঘাত স্বরূপ এবার হারাই আমরা অছি পরিষদের সদস্য সুনীল সরকারকে। তিনি ছিলেন আইনজীবি এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর সুপরামর্শ সমিতিকে যথেষ্ট উপকৃত করেছে। তরুণ বয়সে তিনি সমিতির ব্যায়াম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর স্মৃতি সমিতি দীর্ঘকাল রোমন্থন করবে।

এবছর সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য ডাঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জী ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত হন। সমিতির অন্যতম সহঃসভাপতি ও Indian Weight Lifting Federation-এর সম্পাদক শ্রী গোপাল খাঁড়া India Olympic Association-এর কার্য্যনির্বাহী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন এবং অন্যতম আর এক সহঃসভাপতি শ্রী ধীরেন সরকার Indian Weight Lifting Federation-এর Technical Director নির্বাচিত হন। সমিতির অছি পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী দেবসাধন বসু স্কাউট্‌স্‌-এর সর্বোচ্চ সম্মান 'Silver Elephant' লাভ করেন। সমিতির আজীবন সদস্য ডাঃ চন্দন রায়চৌধুরী Asiatic Society-র সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সর্বজনপ্রিয় আমাদের সমিতির সভাপতি শ্রী শৈলেন সিংহ শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Sports and Youth Services বিভাগ কর্তৃক Sports Award-1992 সম্মানে অলঙ্কৃত হন।

১৯৯৩

এবছরের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণীর সূত্রপাতের পূর্বে দৈবনির্দেশিত কয়েকটি আকস্মিক অঘটনের উল্লেখ অপরিহার্য্য। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও আজীবন সদস্য নকুড়চন্দ্র বাগ, সৌরেন্দ্র মোহন সিংহ, অনিল কুমার গাঙ্গুলী, সরল বসু মল্লিক, কালিচরণ বিশ্বাস এবং শৈলেন দে সরকারকে চিরতরে হারিয়েছি। এঁদের কাছে সমিতি নানাভাবে ঋণী। এঁদের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

১৬ মে'৯২ যথারীতি বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়া পৌরসভার অল্ডারম্যান শ্রী অশোক কুমার মল্লিক এবং বিধানসভার সদস্য শ্রী অম্বিকা ব্যানার্জী যথাক্রমে সভাপতি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

২৩ জানুয়ারী'৯৩ নেতাজী জয়ন্তী উদ্‌যাপনের পর বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বয়স্ক সদস্যরাও যোগ দেন। ৪৩তম শিবসাধন বসু দৌড় প্রতিযোগিতা বিধানসভার সদস্য শ্রী অম্বিকা ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে ১৭ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার এবং অন্যান্যদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। প্রথমস্থান অধিকার করেন South Howrah Athletic Club-এর শ্রী বীরেন্দ্র সিংহ এবং সমিতির অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে শ্রী ভি. উমাপতি প্রথম হন।

স্কাউট্‌স্ বিভাগের শ্রী অর্পণ রায় (G.S.M.) এবং শ্রী উৎপল ঘোষ (S.M.)-এর পরিচালনায় ১০.৫.৯২এ সমিতি প্রাঙ্গনে জেলা Rally অনুষ্ঠিত হয় এবং ২২.১১.৯২তে শ্রী অর্পণ রায়, শ্রী উৎপল ঘোষ ও শ্রী অনুপম ঘোষের তত্ত্বাবধানে জেলা Association-এর বিজয়া সম্মিলনী সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে ২১.৮.৯২ সমিতি প্রাঙ্গণে এক Blood Group নির্ণেয় শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্কাউট্ এবং কাবস্‌রাও তাঁদের রক্ত পরীক্ষা করান।

সর্ব্বশ্রী উৎপল ঘোষ, অর্পণ রায় ও অনুপম ঘোষের পরিচালনায় এক দিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবির ২৭.৯.৯২ তারিখে সমিতি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়; শিক্ষণের অঙ্গ হিসাবে স্কাউট্‌স্‌রা কিছু সমাজসেবামূলক কাজও যথা, পথসংস্কার ইত্যাদিও নিষ্পাদন করেন।

অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য বিধায়ক শ্রী অম্বিকা ব্যানার্জী সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন। ডিসেম্বর'৯২ জেলা স্কাউট্‌স্ সংস্থা আয়োজিত পুরীর প্রশিক্ষণ শিবিরে সমিতির ৯০ জন স্কাউট্‌স্ যোগদান করেন।

২৬শে জানুয়ারী'৯৩ রাজ্যের ক্রীড়া বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত হাওড়া কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে Display Competition এ সমিতির স্কাউট্ বিভাগ অংশগ্রহণ করে।

গৌরবের বিষয়, সমিতির সভাপতি শ্রী শৈলেন সিংহ হাওড়া জেলা Boy Scouts Association-এর চেয়ারম্যান এবং শ্রী উৎপল ঘোষ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

শ্রী রমেশ দেবনাথের পরিচালনায় যোগব্যায়াম বিভাগের শ্রী জয়ন্ত রায় রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েও অসুস্থতার কারণে যোগদানে অসমর্থ হন। ৩.১.৯৩-এ তিলোত্তমা সেলাই কেন্দ্র (হাওড়া) কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শ্রী জয়ন্ত রায় প্রথম ও কুমারী বৈশাখী দাস দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৯২-৯৩ সালে অনুষ্ঠিত জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় সবকটি প্রতিযোগিতায় সমিতির কুমারী কঙ্কণা সিংহ চ্যাম্পিয়ন হন।

ভারোত্তোলন বিভাগের কার্য্যধারা শ্রী জগন্নাথ মিত্রের তত্ত্বাবধানে নতুনকরে শুরু করা হয়েছে। টেব্‌ল টেনিস বিভাগের শ্রী সুকুমার অধিকারীর পরিচালনায় একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। কুমারী তমালিকা দে, সর্ব্বশ্রী মৃণ্ময় দে সরকার ও শুভদীপ কর রাজ্য প্রতিযোগিতায় (ক্যাডেট্ শ্রেণী) অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হন এবং এঁরা জাতীয় প্রতিযোগিতায় রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবেও নির্বাচিত হন। হাওড়া জেলা আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় শ্রী সোমশঙ্কর চ্যাটার্জী রানার-আপ হন এবং রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে হাওড়া জেলা প্রতিযোগী দলের নেতৃত্ব দেন। জেলা প্রতিযোগিতায় কুমারী কুন্তলী বিশ্বাস রানার-আপ হন এবং রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় জেলা দলের নেতৃত্ব দেন। তাঁর দলই চ্যাম্পিয়ন হয়। শ্রী অংশুমান ভট্টাচার্য্য ২৪ পরগণা, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন এবং রাজ্য প্রতিযোগিতায় ২৪ পরগণা জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন।

১২ই হতে ১৪ই জানুয়ারী '৯৩ H.I.T. Stadium এ অনুষ্ঠিত জেলা খো-খো প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রী অমিত পাল, অমিত মণ্ডল, দীপঙ্কর ঘোষ, অমরনাথ দাস ও সব্যসাচী দাস অংশগ্রহণ করেন।

প্রাত্যহিক ড্রিল ও অন্যান্য খেলাধূলা ছাড়াও কিশোর সদস্যদের জন্য একটি Rubber Ball League Championship এবং সকলের জন্য একটি একদিনের Rubber Ball Knock-out Championship প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সাহিত্য বিভাগের পরিচালনায় রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী আবৃত্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সহযোগে সাড়ম্বরে পালিত হয়। ৩১.১.৯৩ "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতা এবং ৪৯তম "রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি" প্রতিযোগিতা যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৪.২.৯৩ সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে দুর্গাপূজায় এবছর শতাধিক দুঃস্থ পুরুষ, মহিলা ও বালক/বালিকাদের মধ্যে বস্ত্র-পরিচ্ছদাদি বিতরণ করা হয়।

সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজায় বীরাষ্টমী উৎসবে বিভিন্ন প্রকার ড্রিল, যোগব্যায়াম, জিমন্যাষ্টিক্‌স্ ইত্যাদি প্রদর্শিত হয় এবং দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

বিজয়া সম্মিলনীতে শ্রী কাজল রায়ের পরিচালনায় এবং শ্রী সত্যনারায়ণ দাসের আবহসঙ্গীত সহযোগে সদস্যদের দ্বারা অভিনীত 'ওরা জাগছে' নাটকটি প্রদর্শিত হয়।

সমিতির সরস্বতী পূজাও যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়।

সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য ডাঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জী গত অলিম্পিকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৯৪

এবছর সমিতির ইতিহাসে নতুন একটি দিক্-চিহ্ন অঙ্কিত হল। দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর শুভলগ্নে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ শ্রী শৈলেন সিংহ সমিতির সদস্যগণ সহ পল্লীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে সমিতির নতুন জিমন্যাসিয়াম সহ প্রস্তাবিত দ্বিতীয় একটি দ্বিতল ভবনের শিলান্যাস করেন। তাঁর একান্ত নিষ্ঠা, উদ্যোগ ও পরিশ্রম ভিন্ন এই প্রকল্পটির বাস্তব রূপায়ণের শুভ সূচনা সম্ভবপর হত না। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই যথেষ্ট নয়।

নতুন অট্টালিকায় ব্যবহার্য্য নির্মাণ উপকরণগুলি সমিতি প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় কিশোর সদস্যদের নিয়মিত ড্রিল ও অন্যান্য শারীরিক অনুশীলনের স্থানাভাব ঘটে এবং সেই কারণে এগুলি স্থগিত রাখার প্রয়োজন হয়।

১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ পদ্মশ্রী শৈলেন মান্নার সভাপতিত্বে সমিতির ৬৬তম বার্ষিক উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হবার পর এ বছর উপরিউক্ত একই কারণে বার্ষিক উৎসব ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখতে হয়।

সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমাদের পূর্ব্বতন সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যতম সহঃসভাপতি শ্যামসুন্দর মুখার্জ্জীর প্রয়াণে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশার্থে এবারের পূজা অনাড়ম্বরভাবে সম্পন্ন হয়। যদিও এবার পূজার হীরক জয়ন্তী বর্ষ ছিল।

এবারের শিবসাধন স্মৃতি দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রায় ৬০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

জেলা স্কাউট্‌স্ সংস্থা আয়োজিত স্কাউট্‌স্ শিবিরে সমিতির স্কাউট্‌স্ দল যোগদান করে। সমিতি প্রাঙ্গণে একটি Scouts Rallyও অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতি প্রাঙ্গণে একটি মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয় এবং শতাধিক সদস্য অংশগ্রহণ করে।

যোগব্যায়ামে কুমারী কঙ্কণা সিংহ আগের বছরের মতো এবারেও জেলা, রাজ্য ও জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন।

সমাজসেবা বিভাগের কার্য্যাবলী যথারীতি অব্যাহত আছে।

১৯৯৫

সমিতির ৬৭তম বার্ষিক উৎসব উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত মে মাসে উদ্‌যাপিত হয়। এই সময় ড্রিল, ভারোত্তলন, যোগব্যায়াম, জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌স্ প্রভৃতি শারীরিক ক্রীড়াকলা প্রদর্শিত হয়। প্রবীণ ও কিশোর সদস্যদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান মে মাসে সম্পাদিত হয়।

শ্রী হৃষিকেশ মণ্ডলের অধীনে জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌সের উন্নতি অব্যাহত। জিম্‌ন্যাস্‌টিক্‌সে জাতীয় বৃত্তিপ্রাপ্তা কুমারী কল্যাণী দত্ত শিক্ষার্থীদের হাওড়ায় এই প্রথম আরবীয় পদ্ধতিতে শারীরিক ব্যায়াম প্রশিক্ষণ শুরু করেন।

শ্রী রমেশ দেবনাথের পরিচালনায় যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ যথারীতি চল্‌ছে।

দুই অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক সর্ব্বশ্রী দেবাশিষ দাস ও প্রতাপ মুখার্জ্জীর অধীনে ২৫ জন শিক্ষার্থী সদস্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

ভারোত্তলনে প্রধান প্রশিক্ষক শ্রী শ্রীনিবাস প্রসাদের তত্ত্বাবধানে আগ্রহী সদস্যগণ নিয়মিত অনুশীলন করে। ২২শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ৪৫তম শিবসাধন স্মৃতি ৫-মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৭০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে নদীয়া জেলার শ্রী বিপুল পাঠক প্রথম হন এবং সমিতির সদস্যদের মধ্যে শ্রী সঞ্জয় চৌধুরী হন প্রথম।

সমিতির ৩০ জন Scouts এবং Cubs মাইথনে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা শিবিরে যোগ দেন। শ্রী উৎপল ঘোষ Camp Treasurer এবং শ্রী অর্পণ রায় Cub-in-charge নির্বাচিত হন। একযোগে ভারত সরকারের ক্রীড়া বিভাগ ও All India Boy Scouts Association এর উদ্যোগে বি. ই. কলেজে অনুষ্ঠিত

পূর্বাঞ্চল National Integration Camp এ সমিতির ৩৮ জন স্কাউট্‌স্ ও কাব্‌স্ যোগ দেন। সর্ব্বশ্রী উপল ঘোষ ও অর্পণ রায় Quarter Masters মনোনীত হন এবং সর্ব্বশ্রী দীপক ও দীপেন ব্যানার্জ্জী Senior Rovers মনোনীত হন।

শিবপুর বিজয় সংঘের বাৎসরিক উৎসবে যোগদানের জন্য সমিতির স্কাউট্‌স্‌রা আমন্ত্রিত হন।

সাধারণতন্ত্র দিবসে অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি কর্তৃক আয়োজিত Scouts Day তে সমিতির ২০ জন Scouts ও Cubs যোগদান করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমিতির সভাপতি শ্রী শৈলেন সিংহ। সমিতির স্কাউট্ মাষ্টার শ্রী উৎপল ঘোষ এবছর All India Boy Scouts Association এর Treasurer নির্বাচিত হন।

সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা যথারীতি উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

সমাজ কল্যাণ বিভাগ নিজস্ব নিয়মিত কার্য্যসূচী ছাড়াও এবছর বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের জন্য একটি 'পদযাত্রা'র আয়োজন করে। সংগৃহীত ২০০১ টাকা ও ৬৭০ খণ্ড বস্ত্র-পরিচ্ছদ বন্যাক্লিষ্টদের মধ্যে বিতরণের জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘকে প্রদান করা হয়।

সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজায় বীরাষ্টমী উৎসব, দরিদ্রের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ ও বিজয়া সম্মিলনী যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতির আজীবন সদস্যা শ্রীমতী পারুল ব্যানার্জ্জী এবছর কলকাতা হাইকোর্ট Bar Association-এর সম্পাদিকা নির্বাচিতা হয়েছেন। সমিতির জিম্‌ন্যাস্‌টিক প্রশিক্ষিকা কুমারী কল্যাণী দত্ত জিম্‌ন্যাস্‌টিক্‌সের বিচারক নির্বাচিত হয়েছেন। ইতঃপূর্বে তিনি জয়নগরে অনুষ্ঠিত রাজ্য জিম্‌ন্যাস্‌টিক্‌স্ প্রতিযোগিতায় বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সমিতির যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ওপর এবছর শোকের ছায়া নেমে এসেছিল যখন আমরা চিরতরে হারাই আমাদের আজীবন সদস্য ও প্রাক্তন সহঃসভাপতি ডাঃ কালীপদ পাইন, অতীব শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আগ্রহী আজীবন সদস্য সুপ্রকাশ দে সরকার ও কমলকৃষ্ণ বোস এবং কিশোর টেবিল টেনিস শিক্ষার্থী সৌমিক সাহাকে। এঁদের অভাব আমরা দীর্ঘকাল অনুভব করব।

১৯৯৬

বিগত সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজায় বীরাষ্টমীর সাথেই সমিতির ৬৮তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়।

৪৬তম শিবসাধন স্মৃতি ৫-মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিযোগীরা যোগদান করেন এবং নদীয়া জেলার কল্যাণী থেকে আগত শ্রী গোপাল সরকার প্রথম স্থানাধিকারীর পুরস্কার লাভ করেন।

১১ই আগষ্ট '৯৬ সমিতি প্রাঙ্গণে দিন-রাতের আন্তঃসভ্য 'পাওয়ার বল' লীগ নক-আউট প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে 'বসে আঁকো' ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতাও যথাক্রমে দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করে। পরবর্তী সময়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জাতীয় শিক্ষক শ্রী ব্রজগোপাল মজুমদার এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক শ্রী দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। এঁরা উভয়েই সমিতির কার্য্যাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

সমিতির উদ্যোগে সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

সমাজসেবা বিভাগের উদ্যোগে নিয়মিত গ্রাপকদের সাহায্য দান ব্যতীতও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থ ও বস্ত্র পরিচ্ছদাদি দান করা হয়।

সর্ব্বশ্রী প্রতাপ মুখার্জী ও দেবাশীষ অধিকারীর সযত্ন প্রশিক্ষণে টেবল্ টেনিস্ বিভাগের উত্তরোত্তর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কুমারী মাধুরী ভদ্র মুস্‌লিম ইন্‌ষ্টিট্যুটে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় এবং হাওড়া জেলা উইমেনস্ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন। কুমারী মৌমিতা ঘোষ ও কুমারী স্নেহা কর্মকার জেলা সাবজুনিয়র ও ক্যাডেট্ বিভাগে সেমিফাইনাল পর্য্যন্ত উত্তীর্ণা হন।

সমিতির স্কাউট্‌স্ বিভাগের ১২ জন সদস্য হাওড়ার H.I.T. স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন। ১৫ই থেকে ২০শে নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত রাঁচি ক্যাম্পে সমিতির সদস্য সর্ব্বশ্রী সুরজিত মাইতি ও অমিত পাল যোগ দেন। এবছর ২২শে ফেব্রুয়ারী হতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত National Integration Camp এ সমিতির সদস্য সর্ব্বশ্রী উৎপল ঘোষ ও দীপক ব্যানার্জ্জী অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯৭

এবছরের কর্মকাণ্ডের সারাংশ লেখনী নিঃসৃত করার প্রাক্‌মুহূর্তে একটি অতীব মর্মান্তিক ও শোকাবহ আকস্মিক ঘটনার উল্লেখ অপরিহার্য্য, যা আমাদের অন্তরকে প্রতিনিয়ত সূচিবিদ্ধ করছে এবং ঘনিষ্ঠ স্বজনহানির বেদনাকেও যেন ম্লান করে দিয়েছে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ সভাপতি শৈলেন সিংহ আমাদের চিরতরে ত্যাগ করে গত ১৫ই অক্টোবর '৯৬ অনন্তলোকে মহাপ্রস্থান করেছেন। একথা সর্বজন পরিজ্ঞাত যে ব্যায়াম সমিতি ও শৈলেন সিংহের নাম প্রায় সমার্থক। ১৯২৭ সালে স্বহস্তরোপিত যে বীজটি আপন স্নেহচ্ছায়ায় সযত্নলালিত হয়ে বর্ণময় প্রাণবন্ত মহীরুহে পরিণত হয়েছে এবং অনুপম অঙ্গসজ্জার নব উদ্ভাসে সাধারণ্যে আজ দৃশ্যমান, হীরক জয়ন্তীর উৎসবের বিচ্ছুরিত আলোকমালায় তিনি যে তা প্রত্যক্ষ করে গেছেন, এটুকুই সান্ত্বনা। তাঁর সঠিক নির্দেশে দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রান্ত, সম্মুখে প্রসারিত কণ্টক সমাকীর্ণ আরও আরও দীর্ঘপথ উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে, পাথেয় শুধু তাঁর আশীর্ব্বাদ ও তাঁর স্মৃতিঋদ্ধ অনুপ্রেরণা।

সমিতির পৃষ্ঠপোষক, আজীবন সদস্য ও রাজ্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক পদ্মশ্রী ডাঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জ্জীর অকাল প্রয়াণ আমাদের গভীরভাবে মর্ম্মাহত করে। প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য ও সুপরামর্শ সমিতির অগ্রগতির পথে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

খেলাধূলা, যোগব্যায়াম, জিম্‌ন্যাসটিক্‌স্ ইত্যাদির দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী যথারীতি অনুসৃত হয় টেবিল টেনিসে সর্ব্বশ্রী দেবাশিস অধিকারী ও প্রতাপ মুখার্জ্জীর তত্ত্বাবধানে সদস্যদের অনেকে জেলা ও রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। কুমারী পিয়ালী দাস হাওড়া জেলা, যুব সংগঠন, ঢাকুরিয়া, বালিগঞ্জ, রাজ্য আন্তঃবিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন।

৪৭তম শিবসাধন স্মৃতি পাঁচ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় ২৬ জন যোগদানকারীর মধ্যে কাঁচড়াপাড়ার শ্রী বিমল হালদার প্রথমস্থান অধিকার করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রী রথীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী সভাপতি ছিলেন।

ভারোত্তলনেও কয়েকজন আগ্রহী সদস্য নিয়মিত অনুশীলন করছেন। এবছর ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী হাওড়া জেলা ভারোত্তলন প্রতিযোগিতা সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

Scout Master সর্ব্বশ্রী উৎপল ঘোষ ও দীপক ব্যানার্জ্জী অধীনে ৩০ জন স্কাউট্ ২৪-২৯শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ নদীয়ায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক স্কাউট্ শিবিরে যোগদান করেন। শ্রী সুব্রত দত্ত ছিলেন Camp Chief। ১৯শে নভেম্বর HIT Stadium এ অনুষ্ঠিত Proficiency Badge Training Course এ ৮ জন স্কাউট্স্ অংশগ্রহণ করেন।

সমাজ কল্যাণ ও সাহিত্য বিভাগের কর্মসূচী যথারীতি।

এবারের সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা সভাপতি শৈলেন সিংহের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে অনাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। সরস্বতী পূজার সময় সকল সদস্যের একটি 'Get-togther' অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯৮

সূচনাতে ক'টি অপ্রতিরোধ্য বিষাদঘন ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। আমরা চিরতরে হারিয়েছি — আজীবন সদস্য ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ভোলানাথ ঘোষ, সহঃসভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, আজীবন সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক ডাঃ চন্দন রায় চৌধুরী, হরিসাধন বসু, আজীবন সদস্য ও সক্রিয় কর্মী গোকুল সরকার এবং অমর চক্রবর্ত্তীকে। এঁদের আমরা দীর্ঘকাল স্মরণ করব।

স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস ছাড়াও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

১০ই মে '৯৭-এ অনুষ্ঠিত ৭০তম বার্ষিক উৎসবে ড্রিল, যোগব্যায়াম, জিম্‌ন্যাস্টিক্স্, ভারোত্তলন প্রভৃতি যথারীতি প্রদর্শিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট Shri A. Bhattacharya, I.A.S. এবং অতিরিক্ত S.P. Shri Pankaj Dutta, IPS এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন দ্রোণাচার্য্য Sayed Naimuddin, জাতীয় ফুটবল প্রশিক্ষক।

১৫ই ফেব্রুয়ারী '৯৮-এ সমিতির বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

কিশোর সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারের জন্য Power Ball এবং Double Wicket Cricket প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করা হয়।

রাজ্য যোগব্যায়াম বিচারক ও আজীবন সদস্য শ্রী কৃষ্ণ সরকার ও কুমারী ইলা অধিকারীর পরিচালনায় যোগব্যায়াম বিভাগের কুমারী মধুরিমা দে, সর্ব্বশ্রী অয়ন দে, ঋষভেন্দ্র বসু, সমরেশ দেবর্ষি ও সুতনময় সেনগুপ্ত জুন'৯৭ এ অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। কয়েকজন সদস্য রাজ্য প্রতিযোগিতার জন্য Mohana Culture Association এর উদ্যোগে বেলগাছিয়ায় অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা শিবিরে যোগদান করেন। অন্যূন ২৫ জন সদস্য শ্রী প্রতাপ মুখার্জ্জীর অধীনে নিয়মিত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

সর্ব্বশ্রী সুশীল পাঠক, বিবেকানন্দ কর্মকার ও অসিত হাজরার অধীন আগ্রহী সদস্যগণ ভারোত্তলন অনুশীলন করেন। ২৯শে ও ৩০শে নভেম্বর '৯৭ জগাছায় অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় সমিতির সদস্য সর্ব্বশ্রী রাহুল পাঁজা, শৈবাল পাঠক, সৌরভ সেন ও বি. দেবনাথ স্ব স্ব বিভাগে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

জিম্‌ন্যাসিয়ামের সদস্যরা এবার সাড়ম্বরে মহাবীর পূজা পালন করেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী '৯৮তে অনুষ্ঠিত ৪৮তম শিবসাধন স্মৃতি ৫-মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় কল্যাণীর শ্রী উত্তম বিশ্বাস প্রথম স্থানাধিকারী হন। আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রী রথীন্দ্র মোহন ব্যানার্জ্জী সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

স্কাউট্ ও ক্লাব সদস্যরা ২৪শে আগষ্ট '৯৭তে শিবপুর বোটানিক্সে, অনুষ্ঠিত একদিনের Outing ৯ই নভেম্বর, হাওড়া অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা বয় স্কাউট্স্ অ্যাসোসিয়েশনের বিজয়া সম্মিলনী, ৪ঠা জানুয়ারী '৯৮-এ বিশ্বকল্যাণ সংঘের সুবর্ণজয়ন্তী, ২৬শে জানুয়ারী '৯৮তে অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Scouts Day and Parents Day এবং শিবপুর অভিযাত্রী দল কর্তৃক উদ্যাপিত বিজয়া সম্মিলনীতে যোগদান করেন।

ধুবুলিয়া (নদীয়া) বেলপুকুর হাইস্কুলে ২৫.১২.৯৭ থেকে ২৯.১২.৯৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৫৯তম বার্ষিক স্কাউট্স্ শিবিরে সর্ব্বশ্রী প্রবীর মুখার্জ্জী (Camp Chief), দীপক ব্যানার্জী (Duty Petrol Leader) সুকুমার সরকার (Q. Master) এবং অশ্বিনী কুমার দত্ত (Chief Supervisor) এর অধীনে সমিতির স্কাউট্স্রা ক্যাম্প জীবনে অভ্যস্ত হওয়া ছাড়াও নদীয়ার দর্শনীয় স্থানগুলি যথা, মায়াপুর, বেথুয়াডহরী, কৃষ্ণনগর, প্রভৃতি পরিদর্শন করেন এবং শিবির সমাপনান্তে ফিরে এসে সমিতি প্রাঙ্গণে ১১ই জানুয়ারী ৯৮তে সাড়ম্বরে Camp Fire উৎসব সম্পাদন করেন।

সমাজ কল্যাণ ও পূজা বিভাগের কর্মসূচী পূর্ববর্তী বৎসরের অনরূপ।

১৯৯৯

প্রারম্ভেই শোক সংবাদ দিয়ে এবছরের কর্মকাণ্ডের অবতারণা করতে সঙ্কোচ হলেও নিরুপায়। সমিতির আজীবন সদস্য ও জিম্ন্যাস্টিক্স্ প্রশিক্ষক হৃষিকেশ মণ্ডল (হৃষিজী) যিনি পরম নিষ্ঠায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে জিম্ন্যাসটিক্ বিভাগটি মনের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন এবং অননুকরণীয় অধ্যবসায়ের সঙ্গে আগ্রহী কিশোর-কিশোরী সদস্যদের দীর্ঘকাল প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে, আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর অবদান সমিতি দীর্ঘদিন স্মরণ করবে। এবছর সমিতির আরও কয়েকজন আজীবন সদস্য ও শুভার্থী প্রয়াত হন, এঁরা S. Subramani, পঞ্চানন দত্ত এবং নিতাইচন্দ মুখার্জ্জী এঁদেরও সমিতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

২৩শে মে '৯৮ সমিতির বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। ড্রিল, ভারোত্তলন, যোগব্যায়াম, জিম্ন্যাস্টিক্স্ প্রভৃতি বিভিন্ন শারীরিক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শিত হয়। সভাপতির আসনে ছিলেন প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক পদ্মশ্রী চুনী গোস্বামী, প্রধান অতিথি ছিলেন এশিয়ান কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী অনিন্দ সাহা এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী কানাই দত্ত, Asstt. Commr. of Police (D.D) এবং ডাঃ সুপ্রকাশ মুখার্জ্জী, মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা, হাওড়া।

বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৯৯তে যথেষ্ট উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নিষ্পন্ন হয়। এছাড়াও স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজী সুভাষ জন্মদিবস, কবিগুরু, স্বামীজী ও নজরুলের জন্মজয়ন্তী পূর্বাপর বৎসরের ন্যায় যথারীতি উদ্যাপিত হয়।

যোগব্যায়ামে সমিতির আজীবন সদস্য ও রাজ্য যোগব্যায়াম বিচারক শ্রী কৃষ্ণসরকারের অধীনে কুমারী মধুরিমা দে, দীপা প্রসাদ, সর্ব্বশ্রী চিরঞ্জিত সেনগুপ্ত, অয়ন দে, অরিজিৎ মুখার্জ্জী এবং তন্ময় মণ্ডল জুন '৯৮তে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে ৪ জন রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। বর্তমানে ৪৫ জন যোগশিক্ষার্থী রয়েছেন।

ভারোত্তলনে সর্ব্বশ্রী সুশীল পাঠক, বিবেকানন্দ কর্ম্মকার ও অসিত হাজরার তত্ত্বাবধানে সমিতির সদস্য সর্ব্বশ্রী রাহুল পাঁজা, শৈবাল পাঠক, মহম্মদ আস্‌লাম, দেবেন্দু ব্যানার্জ্জী ও বিনোদগুপ্ত ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর '৯৮তে বাক্‌সাড়ায় শীতলা ব্যায়াম সমিতির ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ বিভাগে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

চন্দননগরে অনুষ্ঠিত Mr. Hercules (নিখিলবঙ্গ) প্রতিযোগিতায় সমিতির শ্রী সুপ্রিয় মাইতি ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেন এবং ২রা মে '৯৯ অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় প্রথম হন।

রাজ্য ভারোত্তলন সংস্থার সৌজন্যে ২০শে ডিসেম্বর '৯৮ এবং ৯ই মে '৯৯তে সমিতি প্রাঙ্গণে দু'টি নির্বাচনী প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী '৯৯তে স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রীমতী শীলাদেবীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ৪৯তম শিবসাধন স্মৃতি দৌড় প্রতিযোগিতায় চাপড়ার শ্রী বাবলু ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করেন। সমিতির স্কাউট্‌স্‌রা অনুষ্ঠানটির নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

স্কাউট্‌স্ দলের বর্ষব্যাপী কার্য্যাবলী নিম্নোক্তরূপ ঃ

(১) ইছাপুর শিবাজী সংঘের উদ্যোগে ১২.৫.৯৮তে অনুষ্ঠিত One-day outing (for cooking test) এ শ্রী মোহিনী কোলের অধীনে ১৩ জন স্কাউটের যোগদান।

(২) ১২.৬.৯৮তে আলিপুর টাকাশাল দর্শনের জন্য ৩৩ জন স্কাউট্‌স্ ও ৫ জন অভিসারের One-day Excursion Trip।

(৩) ১২.৭.৯৮তে সমিতির শৈলেন্দ্র স্মৃতি কক্ষে স্কাউট্‌স্ দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ 'রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা'।

(৪) ১৩.৮.৯৮ ও ১৬.৮.৯৮ সমিতি প্রাঙ্গণে রাজ্য স্কাউট্ সংস্থা আয়োজিত Troop Pack Training Course (Scouts and Cubs) এ সর্ব্বশ্রী সুকুমার সরকার, সুরজিত মাইতি, প্রবীর মুখার্জ্জী, দীপক ব্যানার্জ্জী এবং দীপক মণ্ডল যোগদান করেন। সর্ব্বশ্রী মোহিনী মোহন কোলে, দীপক ব্যানার্জ্জী এবং উৎপল ঘোষ প্রশিক্ষক নির্বাচিত হন।

(৫) ১৫.৮.৯৮ স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন করার পর একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ৩ জন স্কাউট্‌স্, ১১ জন কাব্‌স্ এবং আরও ৭ জন স্কাউট্‌স্ যথাক্রমে Second class, Tender foot এবং Tender Pad ব্যাজ প্রদত্ত হন।

(৬) ৩১.১২.৯৮ হতে ৫.১.৯৯ পর্য্যন্ত এই ৬ দিন মুকুটমণিপুরে ৬০তম বার্ষিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যোগদানকারী স্কাউট্‌স্ দল প্রশিক্ষণ লাভ ছাড়াও স্থানটির মনোরম পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাদিও উপভোগ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সর্ব্বশ্রী প্রবীর মুখার্জ্জী (Camp Chief), দীপক ব্যানার্জী (Training-in-charge), উৎপল ঘোষ (Officer-in-charge), সুরজিৎ মাইতি (Tent Commandant), দীপেন ব্যানার্জ্জী এবং পার্থ ঘোষ (Quarter Master)।

শিবির সমাপনান্তে ২৬.১.৯৯ সায়াহ্নে স্কাউট্ সদস্যগণ সমিতি প্রাঙ্গণে প্রচুর দর্শকের সম্মুখে Camp Fire প্রদর্শন করেন।

১৫ই এপ্রিল '৯৯তে শিবপুর অভিযাত্রী দল কর্তৃক আয়োজিত নববর্ষ উৎসবের পথপরিক্রমায় সমিতির ৫৫ জন স্কাউট্‌স্ যোগদান করেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী '৯৯তে ৪৯তম শিবসাধন স্মৃতি দৌড় প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বহুসংখ্যক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজায় যথারীতি 'বীরাষ্টমী' অনুষ্ঠিত হয় এবং দরিদ্র পরিবারদের মধ্যে শতাধিক নতুন বস্ত্রপরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়। 'বিজয়া সম্মিলনী' অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্যবৃন্দ ও অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ যোগদান করে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ উপভোগ্য করে তোলেন।

সমাজ কল্যাণ বিভাগের কার্য্যধারা পূর্বাপর বৎসরের ন্যায় অব্যাহত আছে।

২০০০

এবারের বৈচিত্র্যময় বার্ষিক উৎসবে শরীরচর্চার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল যথা — ড্রিল, ভারোত্তলন, যোগাসন, স্কাউট্‌স্ কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি প্রভূত উদ্দীপনার মধ্যে প্রদর্শিত হয়। সমিতির বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল সদস্যদের এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী সদস্যদের যথোপযোগী পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২৩শে জানুয়ারী নেতাজী জন্মদিবসে পতাকা উত্তোলন ও ভাষণের পর মধ্যাহ্নে সমিতির বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। তরুণ ও কিশোর সদস্য ছাড়াও সভ্যদের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়।

নিখিলবঙ্গ নববর্ষ উৎসব সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত শিশু মেলায় সমিতির সভ্য শ্রী সন্তোষ সাউ যোগব্যায়ামের নিজ বিভাগে ৮ম স্থান লাভ করেন।

ভারোত্তলন বিভাগে শ্রী সুশীল পাঠকের তত্ত্বাবধানে আগ্রহী সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণ লাভ করছে। মে'৯৯তে হাওড়া জেলা Novice Championship-এ শ্রী সুপ্রিয় মাইতি নিজ ভিাগে ৩য় হন এবং ঐ তারিখে হাওড়া জেলা ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় স্ব-বিভাগে শ্রী রাহুল পাঁজা ২য় স্থান অধিকার করেন। মণিপুরে জুলাই '৯৯তে অনুষ্ঠিত পূর্বভারত প্রতিযোগিতায় শ্রী পাঁজা ২য় স্থান লাভ করেন।

হাওড়া জেলা যোগ সংস্থার উদ্যোগে এবং সমিতির ব্যবস্থাপনায় সমিতি প্রাঙ্গণে ২৪তম হাওড়া জেলা এবং ১৮তম আন্তঃজেলা স্কুল যোগ প্রতিযোগিতা উপযুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গ যোগ সংস্থার ২৬তম রাজ্য প্রতিযোগিতাও সমিতি ভবন ও প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। ৩ দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা যথা, দার্জিলিং, মালদা, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, নদীয়া ও বাঁকুড়া ইত্যাদি জেলা থেকে আগত প্রায় ৩৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এঁদের আবাসন ইত্যাদির ব্যবস্থা সমিতিই সম্পাদন করে। সমিতি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি বিশিষ্ট অতিতিবর্গের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে, এঁদের মধ্যে Bengal Olympic Association-এর সভাপতি ও সম্পাদক, যথাক্রমে শ্রী অশোক ঘোষ, শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য্য, হাওড়া কর্পোরেশনের মেয়র শ্রী স্বদেশ চক্রবর্তী S.P. শ্রী সুরজিত কর পুরকায়স্থ, কলকাতা দূরদর্শনের পরিচালক শ্রী অরুণ কুমার বিশ্বাস এবং কলকাতার D.C.D.D. শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অনেকেই আছেন। হাওড়া জেলা ক্রীড়া পর্ষদের সৌজন্যে এবং হাওড়া জেলা যোগ সংস্থার পরিচালনায় সমিতি প্রাঙ্গণে একমাস ব্যাপী একটি অনাবাসিক জেলা যোগ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

৫০তম শিবসাধন স্মৃতি দৌড় প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিযোগীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রী স্বপন দাস, বাপ্পা দেবনাথ, রামচন্দ্র মাহাতো ও বিনাশ রাউত যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান লাভ করেন। সমিতির সদস্য সর্ব্বশ্রী সোমনাথ দাস ও সব্যসাচী দাস যথাক্রমে ৫ম ও ৬ষ্ঠ হন। শ্রী লক্ষ্মীকান্ত

দাস (অর্জুন) ও সভাপতি শ্রী বিষ্ণুসাধন বসু সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করেন।

স্কাউট্‌স্ বিভাগের শ্রী মোহিনী মোহন কোলের নেতৃত্বে ২৫শে ডিসেম্বর '৯৯ সমিতি প্রাঙ্গণে একদিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

স্কাউট্‌সের কর্মসূচী ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র প্রসারিত ও আরও সময়োপযোগী করার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ সদস্যদের আগ্রহে হাওড়া জেলা বয় স্কাউট্‌স্ ত্যাগ করে গত ২৩শে এপ্রিল ২০০০ সমিতির স্কাউট্‌স্ বিভাগ হাওড়া জেলা 'ভারত স্কাউট্‌স্ ও গাইডস্'-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং তাঁদের অধীনে আসে। সমিতি প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরে সর্ব্বশ্রী রাজকুমার অধিকারী, পার্থ সোম, অমিত পাল, সব্যসাচী দাস, অশেষ ঘোষ এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা সাহা যোগদান করেন।

সমাজ সেবা বিভাগের নিয়মিত কর্মসূচী ছাড়াও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে ২৬শে জানুয়ারী ২০০০ একটি সাধারণ স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির পরিচালিত হয়। শতাধিক পুরুষ মহিলা ও শিশু এই পরীক্ষা শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করেন। বছরে এরূপ একাধিক শিবির আয়োজনের পরিকল্পনা আছে।

এবছর 'কার্গিল তহবিলে' সমাজ কল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে ১০০০ টাকা প্রদত্ত হয়।

সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজায় বীরাষ্টমী ও বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে এবং বিজয়া সম্মিলনীও যথারীতি পালিত হয়।

সমিতির কার্য্যপরিচালনায় বিভিন্ন সদস্যের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ২৫শে ফেব্রুয়ারী একটি ঘরোয়া সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১৫০ জন সদস্য উপস্থিত থাকেন এবং তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বৎসরেও কয়েকটি শোকের ঘটনা আমাদের মর্মাহত করে। সমিতির প্রাক্তন সদস্য লালমোহন অধিকারী ও ললিত রঞ্জন সরকার এবং প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত শৈলেন সিংহের সহধর্ম্মিণী এবং সমিতির একান্ত শুভার্থিনী মনোরমা সিংহ চিরতরে আমাদের ত্যাগ করে অলোকধামে প্রস্থান করেন।

২০০১

বিধি নির্দেশিত অনিবার্য্য শোকাবহ অঘটন হতে এবছরটিও দুর্ভাগ্যক্রমে মুক্ত নয়। বার্ষিক কর্ম্মকাণ্ডের সারাংশ বিবৃত করার পূর্বে আমাদের অন্তর্বেদনা প্রকাশ না করলে সান্ত্বনা পাই না। সমিতির অন্যতম সহঃসভাপতি ও অছি পরিষদের সদস্য বিভূতিভূষণ সাহা গত ৩০.৯.২০০০ তারিখে চিরতরে আমাদের ত্যাগ করে অনন্তলোকে লীন হয়েছেন। বিভূতি সাহা দীর্ঘকাল সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। যে কোনও কাজে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। সমিতির নতুন ভবন নির্মাণে তাঁর সহযোগিতা, পরামর্শ ও পরিশ্রম ছিল অতুলনীয়। অপব্যয় ও অপচয়ের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। সমিতির দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনায় কোনও সমস্যা দেখা দিলে, সমাধানকল্পে তাঁর পরামর্শ যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। বাস্তববোধসম্পন্ন উদ্যোগী এই মানুষটির শূন্যস্থান দীর্ঘকাল হয়ত অপূর্ণ থাকবে। এছাড়াও আমরা হারিয়েছি সদাহাস্যময় আজীবন সভ্য ডাঃ নীলরতন হাটুয়া ও নিমাই ঘোষকে।

২০০০ সালের সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা প্রয়াত বিভূতিভূষণ সাহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাবে নিষ্পন্ন হয়। বীরাষ্টমী ও বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়নি।

পূর্ববর্তী বৎসরের ন্যায় এবারও (২০০১) সাধারণতন্ত্র, নেতাজী সুভাষ জন্মজয়ন্তী ও স্বাধীনতা দিবস যথোচিত গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। ২০০১ সালের সরস্বতী পূজার কয়েকদিন পরে সদস্য ও

সদস্যাদের একটি 'Get-together'-এর আয়োজনে সকলকে সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

সমিতির বার্ষিক স্কাউট্‌স্ শিবির ২৫শে ডিসেম্বর হতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্প চীফ ছিলেন রাজকুমার অধিকারী। শিবির সমাপনান্তে স্কাউট্‌স্ দল সমিতি প্রাঙ্গণে ক্যাম্প ফায়ার অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে সমবেত অতিথিদের আনন্দ বিতরণ করেন।

সদস্যদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও ফুট টেনিস প্রতিযোগিতা যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

৫-২-০১ তারিখে ৫১তম শিবসাধন স্মৃতি দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এবছর সমিতির বার্ষিক উৎসব ২৬ ও ২৭শে মে এ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন শারীরিক ক্রীড়াকৌশল যথা, নানাপ্রকার ড্রিল, যোগাসন, স্কাউট্‌স্‌দের ক্রীড়া ও তাঁদের শিবির জীবনের ঝলক প্রদর্শিত হয়, যা দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করে। দ্বিতীয় দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং সদস্যদের অভিনীত নাটক প্রদর্শিত হয়।

২০শে জানুয়ারী, ২০০১-এ বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় নূন্যকল্পে ৮০ জন বিভিন্ন বয়সী কিশোর-কিশোরী প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

এ বৎসর রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রায় ৬০ জন প্রতিযোগী ছিলেন। সফল প্রতিযোগীদের ঐদিনই নানা আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিচারকদের স্মারক পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

গ্রন্থাগারের সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

যোগব্যায়াম শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত আছে এবং প্রশিক্ষণের মানের যথেষ্ট উন্নতি ঘটায় সম্প্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

হাওড়া জেলা যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতা সমিতি প্রাঙ্গণে ৩০ ও ৩১শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

এবছর (২০০১ সালে) সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজায় বীরাষ্টমীতে কিশোর-কিশোরী সদস্যরা বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম ছাড়াও চিত্তাকর্ষক কয়েক প্রকার যোগাসন প্রদর্শন করে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে সভ্যগণের নাটক বিশেষ উপভোগ্য হয়।

ষষ্ঠীর সায়াহ্নে শতাধিক অসহায় ও দুঃস্থ পুরুষ মহিলা ও ছেলেমেয়েদের বস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি বিতরণ করা হয় এবং একজন দুঃস্থ কলেজছাত্রকে পাঠ্যপুস্তক দিয়ে সাহায্য করা হয়।

সমাজ কল্যাণ বিভাগ এবার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রদর্শন করে। সমিতির আজীবন সদস্য ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান শ্রী রাধিকামোহন দত্ত এই বিভাগের মাধ্যমে ভারত সেবাশ্রম সংঘে দশ হাজার টাকা দান করে সমিতিকে গৌরবান্বিত করেন।

এই বিভাগের উদ্যোগে সমিতি ভবনে চক্ষু ও সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির স্থানীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হয়। অন্যূন ১২৫ জন পরীক্ষার্থী রোগী এদ্বারা উপকৃত হন।

শ্রী দেবপ্রসাদ দে সরকারের উদ্যোগে এবং শ্রী জয়ন্ত কুমার ঘোষের সহায়তায় সমাজ কল্যাণ বিভাগ আরও বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে আছে অসহায় ও দরিদ্র মহিলাদের জন্য একটি স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প (সীবন শিল্প শিক্ষা) ও সম্ভব হলে আরও অন্যান্য বৃত্তি শিক্ষণের পরিকল্পনা। তবে এটাও অবিসংবাদিত

সত্য যে, এধরণের যে কোনও পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে সমিতির উদ্যোগের সঙ্গে পল্লীবাসী জনসাধারণের সদিচ্ছা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

২০০২
প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ

১৯২৭ সালে অর্থাৎ ৭৫ বৎসর পূর্বে স্বর্গতঃ অতুল সিংহের অব্যবহৃত একটি ভূখণ্ডে যে বীজটি রোপিত হয়েছিল, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ২০০২ সালে আজ সেই রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতি প্ল্যাটিনাম বর্ষে উপনীত।

১২ই জানুয়ারী যুবদিবসের পুণ্য প্রভাতে সকাল ৮টায় পূজাপাঠ ও হোমযোজ্ঞের মধ্য দিয়ে শুভারম্ভ হয় প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষের উদ্‌যাপন। বৈকাল ৪ ঘটিকায় বিশেষ উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয় Torch Rally এবং ৫টায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বর্গতঃ শৈলেন সিংহের আবক্ষমূর্ত্তি উন্মোচন। সেইসাথে বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী বিশোকানন্দ মহারাজের পৌরোহিত্যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের শুভ সূচনা ঘোষিত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে আমরা পেয়েছি পঃ বঙ্গ সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী মাননীয় শ্রী সুভাষ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও বিশেষ অতিথি রূপে অধ্যাপক সাহিত্যিক শ্রী শঙ্করী প্রসাদ বসু মহাশয়কে। তাঁদের হাত ধরে উদ্বোধন হয় প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষের স্মারক পুস্তিকা ও সমিতির ইতিহাস সম্বলিত চিত্র প্রদর্শনী। যার রূপকার ছিলেন স্বর্গত শ্রী রনেন সিংহ মহাশয়। ঐদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে শ্রী তরুণ সরকারের বৈদিক সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে।

১৩ই জানুয়ারী দ্বিপ্রহর ২-৩০ মিনিটে আয়োজিত হয় সুদৃশ্য ও মনোরম র‍্যালির মাধ্যমে নগর পরিক্রমা এবং সন্ধ্যায় সমিতি প্রাঙ্গনে বর্ষীয়ান সদস্যদের সম্বর্ধনা জানানোর সাথে সাথে পরিবেশিত হয় পঃ বঙ্গ রিজার্ভ পুলিশের মনোমুগ্ধকর পুলিশ ব্যাণ্ড।

১৪ই জানুয়ারী বেঙ্গল অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী অশোক ঘোষ ও সম্পাদক শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য্যের উপস্থিতিতে স্বনামধন্য ক্রীড়াপ্রেমী ও সমাজসেবীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং রাজ্য সঙ্গীত এ্যাকাডেমীর পরিচালনায় পরিবেশিত হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান।

১৫ই জানুয়ারী পরিবেশিত হয় অতুলপ্রসাদী ও দ্বিজেন্দ্রগীতি এবং তৎসহ অনুষ্ঠিত হয় আজীবন সদস্য শ্রী কাজল রায়ের পরিচালনায় সমিতির সভ্যগন কর্তৃক অভিনীত নাটক ''কাঞ্চনরঙ্গ''।

১৬ই জানুয়ারী পঃ বঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আনুকূল্যে Folk Tribal Culture Centre পরিবেশন করেন 'পুতুল নাচ', মৌমিতা পান্ডা পরিবেশন করেন ম্যাজিক শো এবং সবশেষে পরিবেশিত হয় শিশুরূপম পরিচালিত শিশুনাটিকা ''ব্রহ্মদৈত্যের থলে''।

১৭ই জানুয়ারী পঃ বঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আনুকূল্যে পরিবেশিত হয় লোকনৃত্য ''রায়বেশে'' এবং 'আনন্দ সংস্থা' প্রযোজিত বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য।

১৮ই জানুয়ারী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী শুভেন্দু ঠাকুর, সমবেত আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রুতিমঞ্জিল ও পরিবেশিত হয় ''আগন্তুক'' সংস্থা দ্বারা বাংলা ব্যান্ড।

১৯শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় নাট্যাচার্য্য স্বপনকুমার পরিচালিত ''মাতৃঅঙ্গন'' যাত্রা সংস্থা নিবেদিত যাত্রানুষ্ঠান ''খুনি বধূর ঠিকানা''।

২০শে জানুয়ারী সাহিত্য বিভাগের পরিচালনায় সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয় সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতা। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারতশ্রী কমল ভান্ডারী, পৌরোহিত্য করেন হাওড়া জেলার এস. পি. শ্রী সি. বি. মুরলীধর এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন ভারতশ্রী নিরাপদ পাখিরা মহাশয়।

২১শে জানুয়ারী সান্ধ্যানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী স্বাগতা মুখার্জী, কুমারী শিল্পী পাল এবং সরোদবাদনে সকলকে মুগ্ধ করেন পণ্ডিত সোমা ভট্টাচার্য্য।

২২শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় আনন্দায়ন গীতি সংস্থা পরিবেশন করেন রবীন্দ্র গীতি আলেখ্য, ললিতকলা এ্যাকাডেমী পরিবেশন করেন দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও শৈল্পিক নাট্য সংস্থার পরিচালনায় নাটক ''বিথীকা ও তার মেয়ে''।

২৩শে জানুয়ারী নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালনের পর সমাজসেবা বিভাগের পরিচালনায় আয়োজিত হয় বিনামূল্যে রক্তের বিভাগ নির্ণয় ও রক্তে শর্করা নির্দ্ধারণ শিবির এবং ইচ্ছুক রক্তদাতাদের তালিকা নির্মাণ। সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় আধুনিক গানের আসর— অংশগ্রহণে শ্রী সুবীর সেন, শ্রীমতী শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মিতা পাল।

২৬শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের পর সংগঠিত হয় স্কাউটস্ র‍্যালি এবং সন্ধ্যায় হাওড়ার বিভিন্ন স্কাউটস্ সংস্থা প্রদর্শন করেন তাঁদের স্কাউটস্-এর কার্য্যাবলী ও সমাপ্তি ঘটে Grand Campfire দিয়ে।

২৭শে জানুয়ারী আয়োজিত হয় সভ্যদের বার্ষিক বনভোজন হাওড়া দেউলটির পানিত্রাসে এক আনন্দঘন পরিবেশে।

৩রা ফেব্রুয়ারী ২০০২-এ সমিতির প্ল্যাটিনাম জুবিলী উৎসবের সমাপ্তি দিবসে সমাজসেবা বিভাগের পরিচালনায় আয়োজিত হয় মেডিক্যাল সারভিস সেন্টারের তত্ত্বাবধানে বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির।

ছয় সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে বিশেষ উদ্দীপনার সাথে পালিত হয় প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব সাফল্যের সাথে যা সমিতির ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

২০০২ — ২০০৩

২০০২ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ছয় সপ্তাহ ব্যাপী প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ সুচারু রূপে পালন করার পর ব্যয় সংকোচন করার লক্ষ্যে ২০০২-২০০৩ সালে আমরা কোন বড় ধরণের অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু চিরাচরিত ভাবে নেতাজী জন্মজয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী পালন, প্রজাতন্ত্রদিবস ও রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী যথাযথভাবে পালিত হয়।

১৫ই আগষ্ট খুঁটি পূজার মাধ্যমে দুর্গাপূজার শুভ সূচনা হয়। পঞ্চমী তিথিতে মাতৃদেবীর আবরণ উন্মোচন হওয়ার পর পল্লীর ১২০টি দুঃস্থ পরিবারবর্গের হাতে শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার তুলে দেওয়া হয়।

২৩শে জানুয়ারী ২০০৩-এর সকালে অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে আয়োজিত হয় রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২০০৩ — ২০০৪

প্রতি বৎসরের ন্যায় পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে এক মনোরম ভক্তিগীতি সহ মাতৃদেবীর আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থীর পূণ্যতিথিতে।

পঞ্চমী তিথির সন্ধ্যায় প্রতি বৎসরের ন্যায় ১৫০টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার। লক্ষ্মীপূজার পর অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী উৎসব।

২৩শে জানুয়ারী পতাকা উত্তোলনের পর সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। দ্বিপ্রহর ২টায় আয়োজিত হয় রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ সিংহের স্মৃতিতে প্রথম বার্ষিকী রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। পুরস্কার বিতরণী হয় সরস্বতী পূজার দিন সন্ধ্যায় পুরস্কার বিজেতা প্রতিযোগীর সঙ্গীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে।

২০০৪ — ২০০৫

১৫ই আগষ্ট যথাযথভাবে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের সাথে পালিত হয় ঋষি অরবিন্দের জন্মতিথি। তার পর শুরু হয় খুঁটি পূজার আয়োজন এবং মধ্যাহ্নে উপস্থিত সভ্য/সভ্যাদের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন।

দুর্গাচতুর্থীর দিন সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় সমিতির চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী পল্লীর ১৫০টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

নবমী তিথিতে কুমারী পূজা আয়োজিত হয় মহাসমারোহে। লক্ষ্মীপূজার পর অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান বিচিত্রানুষ্ঠান সহ সভ্যগন কর্তৃক নাট্যাভিনয়।

২৩শে জানুয়ারী নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালনের পর সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে আয়োজিত হয় রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২০০৫ — ২০০৬

১৫ই আগষ্ট ২০০৫ সমারোহসহকারে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন ও ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী পালনের পর অনুষ্ঠিত হয় খুঁটি পূজা ও মধ্যাহ্নভোজ।

দুর্গাচতুর্থী তিথিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাতৃদেবীর আবরণ উন্মোচনের সাথে আয়োজিত হয় ভক্তিগীতির আসর।

পঞ্চমী তিথির সন্ধ্যায় প্রতি বছরের ন্যায় ১৫০জন দুঃস্থ পল্লীবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

নবমী তিথিতে চিরাচরিত কুমারী পূজা আয়োজিত হয় মহা সমারোহে।

লক্ষ্মী প্রতিমা বিসর্জনের পর অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান, যার মূল আগ্রহ ছিল সমিতির সভ্য/সভ্যাগন কর্তৃক নাট্যাভিনয়।

২২শে জানুয়ারী আয়োজিত হয় সকাল ১০টায় শিবসাধন সিংহ স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের পর আয়োজিত হয় লঞ্চ বিহারে গঙ্গাবক্ষে সভ্যদের মিলনোৎসব।

২০০৬ — ২০০৭

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও যথাযথভাবে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মতিথি, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের পর শ্রীশ্রী দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে খুঁটি পূজার আয়োজন ও মধ্যাহ্নে সভ্যদের আপ্যায়ন।

চতুর্থীর সন্ধ্যায় মহাসমারোহে মাতৃপ্রতিমার আবরণ উন্মোচনী অনুষ্ঠান হওয়ার পর অনুষ্ঠিত হয় ভক্তিগীতি।

পঞ্চমীর সন্ধ্যায় পল্লীর ১২০টি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

নবমী তিথিতে চিরাচরিতভাবে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্মীপূজার পরদিন আয়োজিত হয় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান, যার মূল আকর্ষণ ছিল সমিতির সভ্য/সভ্যাগণ কর্তৃক নাট্যানুষ্ঠান।

৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ৫০ জন দুঃস্থ পরিবারকে কম্বল প্রদান করা হয়।

২৩শে জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালনের পর সকাল ১০টায় আয়োজিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

সরস্বতী পূজার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।

২০০৭ — ২০০৮

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী। রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা পালিত হয় সভ্য/সভ্যাগণ কর্তৃক নৃত্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস পালনের পর অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃসভ্য পাওয়ার বল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

১৭ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় খুঁটি পূজা উৎসব ও সভ্যদের মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়ন।

শুভ পঞ্চমী তিথিতে হয় প্রতিমার আবরণ উন্মোচন ও উজ্জীবনী মহিলা সংস্থা পরিচালিত ভক্তিগীতি পরিবেশন।

মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় পল্লীর ১৫০জন দুঃস্থ নাগরিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

লক্ষ্মীপূজার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয় নৃত্য গীত ও সভ্য/সভ্যাগণ কর্তৃক নাট্যাভিনয়।

২৩শে জানুয়ারী ২০০৮-এ নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালনের পর সকালে অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২৬শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় একদিনের শিক্ষন শিবির আন্দুলের পুঁইলাতে।

২৭শে জানুয়ারী সমিতি প্রাঙ্গনে বেঙ্গল অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় নেতাজী সুভাষ স্টেট্ গেমস্ যোগাসন।

২রা মার্চ, ২০০৮ সমাজসেবা বিভাগের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও হৃদযন্ত্র পরীক্ষা শিবির ''আমরি'' হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে।

২০০৮ — ২০০৯

প্রতি বছরের ন্যায় এই বৎসরেও যথাযোগ্যভাবে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ও ঋষি অরবিন্দের জন্মদিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী।

১০ই এপ্রিল, ২০০৮-এ অনুষ্ঠিত হয় কুচকাওয়াজ, ড্রিল, যোগাসন ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব।

১৫ই আগষ্ট বিশেষ সমারোহে আয়োজিত হয় ৭৫ তম দুর্গাপূজার খুঁটি পূজা ও সভ্যদের মধ্যাহ্নভোজন।

১৭ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় সারাদিনব্যাপী আন্তঃসভ্য পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা।

২০০৮ সাল সমিতির দুর্গোৎসবের ৭৫ বছর। এই প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষের দুর্গাপূজার শুভ উদ্বোধন করেন ৪ঠা অক্টোবর, বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী পরিপূর্ণানন্দ মহারাজ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সন্ধ্যা আরতির মধ্য দিয়ে। তাঁর সুমিষ্ট ও ভাবগম্ভীর অমৃত ভাষণের পর পরিবেশিত হয় ললিত কলা কেন্দ্র পরিবেশিত ভক্তিগীতি আলেখ্য।

৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় পল্লীর ২০০জন দুঃস্থ নাগরিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার। এই বৎসরই মহানবমীর পূণ্য তিথিতে কুমারী পূজার পর শুভারম্ভ হয় পুনর্বার অন্নকূট উৎসব মহাসমারোহে। এই অন্নকূট উৎসবকে ঘিরে সকল সভ্য ও পল্লীবাসীর মধ্যে দেখা দেয় বিশেষ উন্মাদনা।

১৮ই অক্টোবর বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় কাজল রায়ের পরিচালনায় ২টি নাটক— সভ্য ও সভ্যাগণ অভিনীত নাটক ''নরক গুলজার'' ও সম্পূর্ণ মহিলা সভ্যাগণ অভিনীত নাটক ''অথ হেলেন কথা।

২২শে জানুয়ারী, ২০০৯-এর সকালে অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

৭ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃসভ্যদের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

২০শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।

২০০৯ — ২০১০

প্রতি বছরের ন্যায় এই বৎসরেও যথাযোগ্যভাবে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

১৫ই আগষ্ট, ২০০৯ দুর্গোৎসবের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয় খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে। দ্বিপ্রহরে আয়োজিত হয় সভ্যদের মধ্যাহ্নভোজন।

দুর্গাপূজার ঘরোয়া সুন্দর মনোরম পরিবেশে তৃতীয়ার দিন প্রতিমার আবরণ উন্মোচন হয়।

চতুর্থী তিথির পূণ্য সন্ধ্যায় পল্লীর শতাধিক দুঃস্থ পরিবারবর্গের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

মহানবমী তিথিতে কুমারী পূজা সম্পন্ন হওয়ার পর অনুষ্ঠিত হয় অন্নকূট উৎসব মহা সমারোহে।

লক্ষ্মীপূজার পরদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান যার মূল আকর্ষণ ছিল সমিতির সভ্য/সভ্যাগণ কর্তৃক নাট্যাভিনয়।

৩রা জানুয়ারী ২০১০ সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহর ৩ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২৪শে জানুয়ারী গড়চুমুকের ডিয়ার পার্কে বাৎসরিক মিলনোৎসবে সভ্য/সভ্যারা পরিবারবর্গ সহ যোগদান করেন বিশেষ উদ্দীপনার সাথে।

৭ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃসভ্য বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ২১শে মার্চ সন্ধ্যায় বাৎসরিক উৎসবের দিন পুরস্কার বিতরণ করা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের।

২০১০ — ২০১১

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও যথারীতি পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

১৫ই আগষ্ট বিশেষ সমারোহে খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতিপর্ব।

১৭ই আগষ্ট আয়োজিত হয় সারাদিন ব্যাপী আন্তঃসভ্য পাওয়ার বল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

১৯শে সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে পালিত হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবার্ষিক জন্মজয়ন্তী।

এই বৎসরেও পঞ্চমী তিথিতে পল্লীর ১৫০ জন দুঃস্থ পল্লীবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

লক্ষ্মীপূজার পরদিন আয়োজিত হয় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান।

১৯শে অক্টোবর সমিতির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য যোগ সংস্থার পরিচালনায় ৩৭ তম রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা।

২৬শে ডিসেম্বর সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২৩শে জানুয়ারী ২০১১ তে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সার্ধশতবার্ষিক জন্মদিন উপলক্ষ্যে ''বিজ্ঞান সাধনায় আচার্য্যের অবদান'' বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।

এই বৎসর ১লা মে, ২০১০ থেকে পুনরায় সমিতি All India Boys Scouts Association এর সাথে নবীকরন হয়। সমিতি প্রাঙ্গনে ৪ঠা, ১১ই,১৮ই ও ২৫শে জুলাই হাওড়া জেলা স্কাউটসের স্কাউট মাস্টার শিক্ষন শিবির অনুষ্ঠিত হয় মোহিনী মোহন কোলে ও দীপক ব্যানার্জীর তত্ত্বাবধানে।

২০০১১ — ২০১২

প্রতি বছরের ন্যায় এই বৎসরেও যথাযোগ্যভাবে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস, ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

৪ঠা জুন সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

সমিতির বাৎসরিক উৎসবে সভ্য/সভ্যারা বিভিন্ন ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করে ৯ই জুলাই, ২০১১।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের পর আয়োজিত হয় আন্তঃসভ্য পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা। ১৭ই আগষ্ট মহাসমারোহে পালিত হয় খুঁটি পূজা।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মাতৃদেবীর আবরণ উন্মোচিত হয় চতুর্থী তিথির পূণ্য সন্ধ্যায়। পঞ্চমী তিথিতে পল্লীর ২০০টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

মহানবমী তিথিতে কুমারী পূজার পর অনুষ্ঠিত হয় অন্নকূট উৎসব মহা সমারোহে। বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান পালিত হয় সভ্যদের নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে।

৯ই নভেম্বর আয়োজিত হয় মাকড়দহের অন্নপূর্ণা বাগানবাড়ীতে সভ্যদের বার্ষিক মিলনোৎসব।

৩০শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী, ২০১২ পর্যন্ত স্কাউট প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় বর্দ্ধমান জেলার বরসূলে।

২৩শে জানুয়ারী, ২০১২ নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালনের পর সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোজিতা এবং দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২০১২ — ২০১৩

প্রতি বছরের ন্যায় চিরাচরিত প্রথা অনুসারে নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের পর সারাদিন ব্যাপী আন্তঃসভ্য পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ই আগষ্ট উদ্‌যাপন হয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে খুঁটি পূজা উৎসব।

শুভ পঞ্চমী তিথিতে মাতৃদেবীর আবরণ উন্মোচনের পর ২০০টি পরিবারকে শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার প্রদান করা হয়।

মহানবমী তিথিতে কুমারী পূজার পর আয়োজিত হয় মহাসমারোহে অন্নকূট উৎসব।

২৩শে জানুয়ারী, ২০১৩ নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালনের পর সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোজিতা এবং দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২০১৩ — ২০১৪

প্রতি বছরের ন্যায় এই বৎসরও মহাসমারোহে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন। পালিত হয় নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

৪ঠা আগষ্ট সমিতি প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া জেলা যোগ সংস্থা পরিচালিত ৩৮ তম হাওড়া জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের পর আয়োজিত হয় ৮০ তম দুর্গোৎসবের শুভ সূচনা খুঁটি পূজার মাধ্যমে। ২০১৩ সাল ছিল সমিতির ৮০ তম দুর্গাপূজা। সেই উপলক্ষ্যে সমিতির সভ্যদের নির্মিত মণ্ডপ ''কাশ্মীর উপত্যকার বানীহাল সুড়ঙ্গপথ'' এক নৈসর্গিক পরিবেশে সমস্ত দর্শনার্থীদের বিশেষ আনন্দ প্রদান করে। এই বৎসর সমিতির মণ্ডপ ও প্রতিমা অনেকগুলি পুরস্কার অর্জন করে। NDV TV প্রদত্ত Popular Choice শারদঅর্ঘ্য সম্মান ও ২০,০০০ টাকা নগদ পুরস্কার প্রাপ্তি। এছাড়া, আমার চ্যানেল প্রদত্ত হাওড়ার শারদ সৃজন সম্মান— সেরা থিম, হাওড়া, Lotus TV-র পক্ষ থেকে প্রদান করা শারদ সম্মান— সেরা প্রতিমা, হাওড়া সমিতিকে গৌরবান্বিত করে।

পূণ্য তৃতীয়ার মহালগ্নে মাতৃদেবীর আবরণ উন্মোচন করেন বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী পরিপূর্ণানন্দ মহারাজ। ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। পঞ্চমী তিথিতে ১৫০টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

নবমী তিথিতে কুমারী পূজার পর আয়োজিত হয় অন্নকূট উৎসব। লক্ষ্মীপূজার পর অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী যার মূল আকর্ষণ ছিল সমিতির সভ্য/সভ্যাগণ কর্তৃক অভিনীত কাজল রায় পরিচালিত নাটক ''সেমসাইড''।

১২ই জানুয়ারী, ২০১৪ সমিতির বনভোজন আয়োজিত হয় বেহালার নেচার পার্কে।

১৯শে জানুয়ারী সকাল ১০টায় আয়োজিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দুপুর ৩টায় অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সভ্যদের মিলনোৎসব।

২২শে মার্চ, ২০১৪ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক উৎসব ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।

২০১৪ — ২০১৫

প্রতি বছরের ন্যায় এই বৎসরও স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন উদ্‌যাপন, নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালন ও প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয় সাড়ম্বরে।

১৫ই আগষ্ট আয়োজিত হয় আন্তঃসভ্য পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা। ১৬ই আগষ্ট মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় খুঁটিপূজা উৎসব ও মধ্যাহ্নভোজ। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন হয় চতুর্থী তিথির মহালগ্নে উজ্জীবনী মহিলা সংস্থার আরাধনা সঙ্গীতের মাধ্যমে। পঞ্চমী তিথিতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ১৫০টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

নবমী তিথিতে কুমারী পূজার পর আয়োজিত হয় অন্নকূট উৎসব। লক্ষ্মীপূজার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী যার মূল আকর্ষণ ছিল গৌতম সিংহ পরিচালিত সমিতির সভ্য/সভ্যাগণ কর্তৃক অভিনীত নাটক ''বেচারামের বিয়ে'', যা সমস্ত দর্শকবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দেয়।

এই বৎসরও সমিতির দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে ঘটে বেশ কয়েকটি পুরস্কার প্রাপ্তিযোগ। এই বৎসরও সমিতির সভ্যগণ কর্তৃক নির্মিত মণ্ডপসজ্জা অর্জন করে সোনার বাংলা Entertainment Production এর সবার বাংলা চ্যানেল প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ মণ্ডপসজ্জার পুরস্কার। U বাংলা TV প্রদত্ত মহাশ্বেতা দেবী শারদ সম্মান শ্রেষ্ঠ মণ্ডপসজ্জা—২য় পুরস্কার লাভ। 24hrs. Movie চ্যানেল প্রদত্ত শারদ সম্মান এবং MX 5 চ্যানেল প্রদত্ত শারদ সম্মান-২০১৪ সম্মাননা পুরস্কার লাভ।

১৮ই জানুয়ারী, ২০১৫ সকাল ১০টায় আয়োজিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

উল্লেখ বিষয় ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ২৯শে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত পুরুলিয়ার ডালোপাহাড় / ধলোপাহাড়ে অনুষ্ঠিত স্টেট্ স্কাউট ক্যাম্পে Camp Chief হিসাবে শ্রী মোহিনী মোহন কোলে ও কো-অর্ডিনেটার হিসাবে শ্রী দীপক ব্যানার্জী দায়িত্ব পালন করেন।

২৬শে জানুয়ারী পতাকা উত্তোলনের পর অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

১লা ফেব্রুয়ারী আয়োজিত হয় সভ্য / সভ্যাদের বার্ষিক মিলনোৎসব।

২৮শে মার্চ সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পারিতোষিক বিতরণী।

২০১৫ — ২০১৬

প্রতি বছরের ন্যায় এই বৎসরও যথাযথ ভাবে বিশেষ সমারোহে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মতিথি, নেতাজী জন্মজয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

১৫ই আগষ্ট মহা সমারোহে পালিত হয় খুঁটিপূজা উৎসব।

১৭ই আগষ্ট আয়োজিত হয় সারাদিনব্যাপী আন্তঃসভ্য পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা।

দুর্গাপূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় পঞ্চমীর পুণ্য তিথিতে মাতৃদেবীর আবরণ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। ঐদিনই পল্লীর ১৫০টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

নবমী তিথির মহালগ্নে কুমারী পূজার পর অনুষ্ঠিত হয় মহা সমারোহে অন্নকূট উৎসব।

লক্ষ্মীপূজার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী যার মূল আকর্ষণ ছিল কাজল রায় পরিচালিত সমিতির সভ্য/সভ্যাগণ কর্তৃক অভিনীত নাটক ''বৌদির বিয়ে''।

এই বৎসরও দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সমিতি অর্জন করে ২টি পুরস্কার— সঞ্চারী TV প্রদত্ত শারদ সম্মান ২য় স্থান ও 24hrs. TV Channel প্রদত্ত শারদ সম্মান।

২৬শে ডিসেম্বর থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কাউট্সদের বার্ষিক শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় ঝাড়খন্ডের চান্ডিলে।

১০ই জানুয়ারী, ২০১৬তে সংগঠিত হয় বাৎসরিক মিলনোৎসব।

২৩শে জানুয়ারী ২০১৬সে শুভারম্ভ হয় নৃত্য প্রতিযোগিতা সমিতির আজীবন সদস্যা ও পূজার আয়োজনের মূল কর্ণধার স্বর্গতাঃ কস্তুরী দত্তের স্মৃতিতে।

২৪শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় ৩২জন দুঃস্থ পল্লীবাসীকে কম্বল বিতরণ করা হয়। তারপর ১০-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন সিংহ স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২০শে মার্চ ২০১৬ সন্ধ্যায় বাৎসরিক অনুষ্ঠান ও পারিতোষিক বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্যে সমিতির সভাপতি স্বর্গতঃ গোপাল খাঁড়া মহাশয়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় Life Time Achievement Award এর মাধ্যমে।

২০১৬ — ২০১৭

প্রতি বছরের ন্যায় এই বৎসরও যথাযথ ভাবে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী। পালিত হয় নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

১৫ই আগষ্ট আয়োজিত হয় আন্তঃসভ্য পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা।

১৬ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজার খুঁটিপূজা উৎসব।

দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে মাতৃদেবীর আবরণ উন্মোচিত হয় চতুর্থীতিথির সন্ধ্যালগ্নে, পরিবেশিত হয় উজ্জীবনী মহিলা সংস্থার পরিচালনায় ভক্তিগীতি।

পঞ্চমী তিথির সন্ধ্যায় পল্লীর ১৫০টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

নবমী তিথির মহালগ্নে কুমারী পূজার পর অনুষ্ঠিত হয় মহা সমারোহে অন্নকূট উৎসব।

লক্ষ্মীপূজার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী যার মূল আকর্ষণ ছিল কাজল রায় পরিচালিত সমিতির সভ্য/সভ্যাগণ কর্তৃক অভিনীত নাটক ''হনিমুন''।

এই বৎসরও দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সমিতি সবার বাংলা চ্যানেল প্রদত্ত শারদ সম্মান লাভ করে।

৭ই জানুয়ারী ও ৮ই জানুয়ারী, ২০১৭তে একটি স্কাউট শিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয় উলুবেড়িয়ার সারদা শিশু বিদ্যামন্দিরের ভবনে।

১৭ই জানুয়ারী আমরা হারিয়েছি পূজার আয়োজনের আরেকজন একনিষ্ঠ কর্মী ও সমিতির যোগাসন বিভাগের প্রশিক্ষিকা সুমনা সিংহকে।

২২শে জানুয়ারী সকালে অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২৩শে জানুয়ারী আয়োজিত হয় কস্তুরী দত্ত স্মৃতি নৃত্য প্রতিযোগিতা।

২৭শে জানুয়ারী থেকে ২৯শে জানুয়ারী, ২০১৭তে ঝাড়খন্ড জেলার রাঁচী শহরে অনুষ্ঠিত National Scouts Meet এ সমিতির আজীবন সদস্য শ্রী দীপক ব্যানার্জী অংশগ্রহণ করেন।

৪ঠা মার্চ সমিতি প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় স্কাউটস্ Grand Camp Fire.

২০১৭ — ২০১৮

প্রতি বছরের ন্যায় এই বৎসরও চিরাচরিত ভাবে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

৮ই এপ্রিল, ২০১৭তে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ২০১৬-১৭ বর্ষের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।

৯ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক উৎসব এবং প্রকাশিত হয় সমিতির প্রাণপুরুষ প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গতঃ শৈলেন সিংহের জীবনীপঞ্জী পুস্তিকা।

১৫ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা।

১৬ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে খুঁটিপূজা উৎসব। দুর্গাপূজার শুভ উদ্বোধন সূচীত হয় চতুর্থীর মহালগ্নে মাতৃদেবীর আবরণ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে ও পল্লীর ১৫০টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

নবমী তিথিতে কুমারী পূজা সম্পন্ন হওয়ার পর মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় অন্নকূট উৎসব।

২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী যার মূল অঙ্গ ছিল আজীবন সদস্য কাজল রায় পরিচালিত সমিতির সভ্য/সভ্যাগণ কর্তৃক অভিনীত নাটক ''অথঃ কৃষ্ণকলি কথা''।

এই বৎসরও Active News Channel প্রদত্ত 'হাওড়ার সেরা মণ্ডপ'-এর শিরোপা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

২৭শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত State Scouts Camp এ সমিতির আজীবন সদস্য শ্রী দীপক ব্যানার্জী, সুরজিত মাইতি, দীপেন ব্যানার্জী, অরূপ দাস, সব্যসাচী দাস ও পার্থ সোম অংশগ্রহণ করেন।

১৪ই জানুয়ারী, ২০১৮ সকাল ১০টায় আয়োজিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২৮শে জানুয়ারী আয়োজিত হয় কস্তুরী দত্ত স্মৃতি নৃত্য প্রতিযোগিতা।

২০১৮ — ২০১৯

প্রতি বছরের ন্যায় এই বৎসরও চিরাচরিত ভাবে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

উল্লেখযোগ্য এই অর্থবর্ষে আমরা রাজ্য সরকারের ২ লক্ষ টাকা অনুদান পেতে সমর্থ হই সমিতির উন্নতিকল্পে। তার জন্য রাজ্য সরকার ও তৎসহ স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রী অরূপ রায় মহাশয়কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই বৎসর ২৮শে জুলাই নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সমিতির কিশোর সভ্য শ্রীমান সৌম্যদীপ দাস নিজ বিভাগে ২য় স্থান অর্জন করে সমিতির সুনাম বৃদ্ধি করে।

১৫ই আগষ্ট মহা সমারোহে খুঁটিপূজার আয়োজন করা হয়।

১৬ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃসভ্য পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা।

১৩ই অক্টোবর শুভ সন্ধ্যায় প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও স্তোত্রপাঠের মধ্য দিয়ে বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী ভক্তিময়ানন্দ মহারাজ। পরিবেশিত হয় উজ্জীবনী মহিলা সংস্থা কর্তৃক ভক্তিগীতি ও ছদ্মবেশী সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত হয় ''ওগো আমার আগমনী'' গীতিআলেখ্য।

চতুর্থীর সন্ধ্যা লগ্নে পল্লীর ১২০টি দুঃস্থ পরিবারের প্রায় ২০০ জনের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

নবমীর মহালগ্নে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় অন্নকূট উৎসব।

২৭শে অক্টোবর বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় আজীবন সদস্য শ্রী কাজল রায়ের পরিচালনায় নাটক।

এই বৎসরও সমিতির সভ্যগণ নির্মিত পূজামণ্ডপ দর্শনার্থীদের আকর্ষিত করে এবং নিউজ বাংলা চ্যানেল প্রদত্ত ''বাংলার দশভূজা-২০১৮''-তে সেরার সেরা প্রতিমার শিরোপা অর্জন করে। হাওড়া সিটি পুলিশ প্রদত্ত ''সবার সেরা''-তে ৪র্থ স্থান লাভ করে।

৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৮ ইংরাজী বর্ষবিদায় ও ইংরাজী নববর্ষের আগমনী অনুষ্ঠানে ৩২জন দুঃস্থ পল্লীবাসীর হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

১৮ই জানুয়ারী, ২০১৯ ডোমজুড়ে একটি ১ দিনের শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় সমিতির স্কাউট্স ও কিশোর সদস্যদের নিয়ে।

২০শে জানুয়ারী এক মনোরম পরিবেশে আয়োজিত হয় বার্ষিক মিনলোৎসব ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

২৩শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় কস্তুরী দত্ত স্মৃতি নৃত্য প্রতিযোগিতা। ৩রা ফেব্রুয়ারী আয়োজিত হয় সকালে শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

১৬ই মার্চ ও ১৭ই মার্চ সমিতি প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় সারদা শিশু মন্দিরের সহযোগিতায় সমিতির পরিচালনায় শঙ্কর নেত্রালয়ের তত্ত্বাবধানে চক্ষু পরীক্ষা শিবির, চশমা প্রদান ও ছানি অপারেশন ব্যবস্থা।

২০১৯ — ২০২০

প্রতি বছরের ন্যায় এই বৎসরও চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

১৯শে মে ২০১৯ বাৎসরিক উৎসবের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয় কুচকাওয়াজ, ড্রিল, যোগাসন প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে।

২০শে মে দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের পর অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে খুঁটিপূজা উৎসব।

পঞ্চমীর পূণ্য তিথিতে ১৫০জন দুঃস্থ পল্লীবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

নবমী তিথিতে কুমারী পূজা সম্পন্ন হওয়ার পর আয়োজিত হয় মহাসমারোহে অন্নকূট উৎসব।

লক্ষ্মীপূজার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে।

২০১৯ সালে দুর্গামণ্ডপ সজ্জিত করেছিলেন সমিতির সভ্যরা ''খায় দায় গান গায় - তাইরে নাইরে না'' পরিকল্পনায় এবং হাওড়া বার্তা প্রদত্ত সবার সেরা প্রতিমা ২য় সম্মান লাভ করে।

৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৯ ইংরাজী বর্ষবিদায় ও ইংরাজী নববর্ষের শুভেচ্ছায় আয়োজিত হয় সভ্যদের মিলনোৎসব, যার প্রারম্ভে পল্লীর ৫০ জন দুঃস্থকে কম্বল বিতরণ করা হয়।

২২শে জানুয়ারী, ২০২০ সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২৩শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় কস্তুরী দত্ত স্মৃতি নৃত্য প্রতিযোগিতা।

২০২০ — ২০২১

মার্চ, ২০২০তে সারা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীতে নেমে আসে মহামারন রোগ কোভিড-এর প্রলয় ভ্রুকুটি। ১২ই মার্চ, ২০২০তে কোভিড মহামারীর কবল থেকে দেশবাসীকে বাঁচানোর তাগিদে ভারত সরকার দেশ জুড়ে Lock Down ঘোষণা করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২১শে মার্চ থেকে সমস্ত অনুষ্ঠান, সমস্ত খেলাধূলা ও সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আদেশ জারি করেন। সেই আদেশবলে আমাদের সমিতির সমস্ত কার্যকলাপও বন্ধ থাকে। শুধুমাত্র দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয় সমস্ত কোভিড বিধি পালন করে নিয়ম রক্ষার জন্য। সমস্ত আগ্রহী পূণ্যার্থী ও দর্শকদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় সমিতির মূল দ্বারে যথাযথভাবে স্যানিটাইজড করে এবং Mask বিতরণ করে।

২০২১ — ২০২২

২০২১ এর প্রথম পর্বেও কোভিডের কারণে সমিতির সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ থাকে। এই বৎসরও দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয় সকল প্রকার কোভিড বিধি মেনে। বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় কাজল রায়ের পরিচালনায় সভ্যবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত নাটক ''একটি অবাস্তব গল্প'' পরিবেশন করে।

দ্বিতীয় পর্বে কোভিড বিধি শিথিল হওয়ায় নেতাজী জন্মজয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয় সীমিত ভাবে।

১৫ই অক্টোবরদুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে নবমী তিথিতে কুমারী পূজার পর অন্নকূট উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সভ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে।

৩০শে ও ৩১শে জানুয়ারী ৮ম নেতাজী সুভাষ স্টেট গেমসের যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সমিতি প্রাঙ্গনে বেঙ্গল অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ও পঃ বঙ্গ রাজ্য যোগ এ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে।

১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২ সকাল ১০টায় আয়োজিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা।

১৩ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় কস্তুরী দত্ত স্মৃতি নৃত্য প্রতিযোগিতা।

২০শে ফেব্রুয়ারী আয়োজিত হয় রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

কোভিড বিধি শিথিল হওয়ার পরই নেমে আসে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নেমে আসে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'। ২৬শে মে বিধ্বংসী এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গ্রামাঞ্চলে জনজীবন হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত।

১২ই জুন সমিতির কতিপয় সক্রিয় সদস্য খাদ্য, পোশাক, বিস্কুট, শুকনো দুধ, পানীয় জল ইত্যাদি ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে দুর্যোগ কবলিত দক্ষিণ ২৪ পরগণার মুড়িগঙ্গা নদীর জলপ্লাবনে ভেসে যাওয়া নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ নান্দাভাঙ্গা মৌজায় পৌঁছে যায় এবং নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে দুর্গতদের হাতে ত্রাণ তুলে দিয়ে স্বল্প হলেও মুখে স্বস্তির সাময়িক হাসি ফোটাতে সক্ষম হন।

২০২২ — ২০২৩

কোভিড বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার পর আবার আমরা ফিরে আসতে পেরেছি দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। যদিও কোভিড মহামারীর আক্রমনে হারাতে হয়েছে অনেক প্রিয়জনকে, বিদায় দিতে হয়েছে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। কিন্তু কালের অমোঘ নিদান, মেনে নিতেই হবে। তাই আমাদেরও যুক্ত হতে হয়েছে দৈনন্দিন কার্যকলাপে।

পূর্বাপর বৎসরের ন্যায় এবৎসর আবারও আমরা স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মতিথি পালন, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনে ব্রতী হয়েছি।

এই বৎসর স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে সমিতির সভ্য-সভ্যারা বাদ্যযন্ত্র সহকারে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় নগর পরিক্রমায় উদ্যোগী হয় ১৫ই আগষ্ট প্রভাতে যা উপস্থিত সকল পল্লীবাসীর নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রশংসাযোগ্য হয়ে ওঠে।

১৬ই আগষ্ট আয়োজিত হয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে খুঁটিপূজা উৎসব বিশেষ সমারোহে ও মধ্যাহ্নে সভ্যদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকে। ১৮ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃসভ্য পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা।

চতুর্থী তিথির মহালগ্নে মাতৃদেবীর প্রতিমার আবরণ উন্মোচন হয় এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন উজ্জীবনী মহিলা সংস্থার সভ্যাবৃন্দ। পঞ্চমী তিথির শুভ সন্ধ্যায় ১৫০টি দুঃস্থ পরিবারবর্গের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদ বস্ত্র প্রীতি উপহার।

নবমী তিথিতে চিরাচরিত ভাবে কুমারী পূজা সম্পন্ন হওয়ার পর আবারও পূর্ণোদ্যমে অনুষ্ঠিত হয় অন্নকূট উৎসব মহামারোহে। বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে বিচিত্রানুষ্ঠান সহ পরিবেশিত হয় আজীবন সদস্য শ্রী কাজল রায় পরিচালিত সভ্য-সভ্যাগণ অভিনীত নাটক ''তারাপদ এণ্ড কোং''।

৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ইংরাজী বর্ষবিদায় ও ইংরাজী নববর্ষ আহ্বানের অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে ৫০জন দুঃস্থ পল্লীবাসীকে কম্বল বিতরণ করা হয়।

২২শে জানুয়ারী, ২০২৩ দ্বিপ্রহরে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২৩শে জানুয়ারী আয়োজিত হয় সকাল ১০টায় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দুপুর ১টায় অশ্বিনী দত্ত - কস্তুরী দত্ত স্মৃতি নৃত্য প্রতিযোগিতা।

৫ই ফেব্রয়ারী চন্দননগরের ছুটি পার্কে আয়োজিত হয় সভ্য-সভ্যা ও তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে বার্ষিক বনভোজন। ৪ঠা মার্চ সাড়ম্বরে পালিত হয় বসন্ত উৎসব ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।

২০২৩ — ২০২৪

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসর যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয় স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মতিথি পালন, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের পর আয়োজিত হয় সারাদিনব্যাপী আন্তঃসভ্য পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা।

১৮ই আগষ্ট দুর্গাপূজার সূচনা হয় খুঁটিপূজা উৎসবের মধ্য দিয়ে।

চতুর্থী তিথির মহালগ্নে দুর্গাপূজার শুভারম্ভ হয় মাতৃদেবীর প্রতিমার আবরণ উন্মোচন দিয়ে। তৎসহ পরিবেশিত হয় উজ্জীবনী মহিলা সংস্থা পরিচালিত ভক্তিগীতি।

পঞ্চমী তিথির সন্ধ্যায় পল্লীর ২০০জন দুঃস্থ নাগরিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদ বস্ত্র প্রীতি উপহার।

নবমী তিথিতে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মহামারোহে পালিত হয় অন্নকূট উৎসব।

বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে নৃত্য-গান সহ পরিবেশিত হয় সভ্য-সভ্যাগণ অভিনীত নাটক ''অনশন ভঙ্গ'' গৌতম সিংহের পরিচালনায়।

৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় ইংরাজী বৎসরের বর্ষবিদায় ও ইংরাজী নববর্ষের আগমনী অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ৫০জন দুঃস্থ পল্লীবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হয় কম্বল ও শীতবস্ত্র।

২৬শে জানুয়ারী, ২০২৪ প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলনের পর সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয় অশ্বিনী দত্ত - কস্তুরী দত্ত স্মৃতি নৃত্য প্রতিযোগিতা।

২৮শে জানুয়ারী সকাল ১০টায় সংগঠিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী সভ্য-সভ্যা ও তাদের পরিবারবর্গকে নিয়ে বাৎসরিক বনভোজনের আয়োজন করা হয় উলুবেড়িয়ার ৫৮ গেটে।

বৎসরের শেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ২৩শে মার্চ, ২০২৪ সন্ধ্যায় বসন্তোৎসব ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ও সভ্যদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে।

২০২৪ — ২০২৫

প্রতি বৎসরের ন্যায় সমিতি প্রাঙ্গনে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ও ঋষি অরবিন্দের জন্মদিবস, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, প্রজাতন্ত্র দিবস ও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়।

১৮ই আগষ্ট মহামারোহে আয়োজিত হয় খুঁটিপূজা উৎসব।

১৬ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর সমিতি প্রাঙ্গনে পঃ বঙ্গ রাজ্য যোগ সংস্থা পরিচালিত সমিতির তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় ৫১ তম সাব জুনিয়ার ও জুনিয়ার রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং জাতীয় যোগ প্রতিযোগিতার দল নির্বাচন।

এই বৎসরের ৯১তম দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল ''ভিন্ন রূপে উমা'' মণ্ডপসজ্জা।

৬ই অক্টোবর তৃতীয়ার শুভ সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগমনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন উজ্জীবনী মহিলা সংস্থা এবং ১৫০ জন দুঃস্থের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদীয়ার প্রীতি বস্ত্র উপহার।

১১ই অক্টোবর সন্ধিপূজা সমাপনান্তে মহানবমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় কুমারী পূজা ও মধ্যাহ্নে অন্নকূট উৎসব মহাসমারোহে।

২০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় সমিতির সভ্য/সভ্যাগন কর্তৃক অভিনীত কাজল রায় পরিচালিত নাট্যানুষ্ঠান ''ঢিসুম ঢিসুম''।

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় ইংরাজী বর্ষবিদায় ও নববর্ষের আগমনী অনুষ্ঠান এবং প্রারম্ভে ৫০ জন দুঃস্থের হাতে তুলে দেওয়া হয় কম্বল ও শীতবস্ত্র।

১৯শে জানুয়ারী, ২০২৫ সকাল ১০টায় আয়োজিত হয় শিবসাধন স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ সিংহ স্মৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রথীন্দ্র স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

২৩শে জানুয়ারী সকাল ১১টায় আয়োজিত হয় অশ্বিনী দত্ত - কস্তুরী দত্ত স্মৃতি নৃত্য প্রতিযোগিতা।

৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০২৫-এর সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।